মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তুমি হারাম থেকে বেঁচে থাক, তাহ'লে তুমি লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আবেদ হ'তে পারবে। আর আল্লাহ তোমাকে যা রূযী দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাক, তাহ'লে তুমি লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী হ'তে পারবে' *(তিরমিযী হা/২৩০৫)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৬তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০২৩

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة وأدبيـــة

جلد : ٢٦، عدد : ١٠، ذوالحجة ومحرم ١٤٤٤-٤٥هـ/ يوليو ٢٠٢٣م

رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই শহরের সুদৃশ্য একটি মসজিদ।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-

٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-

٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهريـــة ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**

Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.

Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.

Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.

Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Aam Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154,
Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় প্রকল্পে সহযোগিতা করুন!

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে তাবলীগী ইজতেমা ময়দান এবং বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তাবিত 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়'-এর বৃহত্তর ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র, শিক্ষক ও ইমাম প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে উক্ত বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নে উদার হস্তে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ১ বিঘা, ১০ কাঠা, ৫ কাঠা বা ১ কাঠা জমির মূল্য অথবা সাধ্যমত দান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিয়মিত দাতা

মাসিক ৫০০, ১০০০, ৫০০০ বা ততোর্ধ্ব পরিমাণ টাকা প্রদানের মাধ্যমে আপনিও হ'তে পারেন উক্ত মহতী প্রকল্পের একজন সম্মানিত **'দাতা সদস্য'** হ'তে পারেন এই নেকীর কাজের একজন গর্বিত অংশীদার। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন-আমীন।

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড : হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৭১৭
আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

বিকাশ ও নগদ নং : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, রকেট (মার্চেন্ট) নং : ০১৭০৭-৬১৩৬৩৭।

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهريــــة علميــــة دينيــــة و أدبيــــة

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৬তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

যুলহিজ্জাহ-মুহাররম	১৪৪৪-৪৫ হি.
আষাঢ়-শ্রাবণ	১৪৩০ বাং
জুলাই	২০২৩ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(বিকাল ৪-টা থেকে ৫-টা)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- ◆ সম্পাদকীয় ০২
- ◆ প্রবন্ধ :
  - ▶ বিদায়ের আগে রেখে যাও কিছু পদচিহ্ন *(৬ষ্ঠ কিস্তি)* ০৩
    -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
  - ▶ হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পরিক্রমা *(৫ম কিস্তি)* ০৯
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
  - ▶ গীবত : পরিণাম ও প্রতিকার *(২য় কিস্তি)* ১৩
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
  - ▶ ছালাত পরিত্যাগকারীর ভয়াবহ পরিণতি *(শেষ কিস্তি)* ১৮
    -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
  - ▶ বজ্রপাত থেকে বাঁচার উপায় ২৫
    -ডা. মুহাম্মাদ এনামুল হক
  - ▶ আল-কুরআনে বিজ্ঞানের নিদর্শন *(৬ষ্ঠ কিস্তি)* ২৮
    -ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী
  - ▶ আশুরায়ে মুহাররম *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩২
- ◆ ভ্রমণ স্মৃতি :
  - ▶ মধ্যপ্রাচ্যের শহরে-নগরে *(৩য় কিস্তি)* ৩৫
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- ◆ স্বাস্থ্যকথা : ৩৮
  - ▶ প্রচণ্ড গরমে নিজেকে সুস্থ রাখার ১০টি উপায়
  - ▶ ঘরে অ্যারোসল বা কীটনাশক ব্যবহারের সময় যেসব সতর্কতা অবলম্বন করা যরূরী
  - ▶ মেথির বিস্ময়কর উপকারিতা
- ◆ কবিতা : ৪০
  - ▶ আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা
  - ▶ পথশিশু
  - ▶ মিথ্যা
- ◆ স্বদেশ-বিদেশ ৪১
- ◆ মুসলিম জাহান ৪৩
- ◆ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৩
- ◆ সংগঠন সংবাদ ৪৪
- ◆ প্রশ্নোত্তর ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

জুলাই ২০২৩ | সম্পাদকীয় | ২৬তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

ক্রমবর্ধমান তালাক : প্রতিকারের উপায়

২০১৯ সালের জুন মাসে প্রকাশিত বিবিএস (Bangladesh Bureau of Statistics)-এর 'দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস' (the situation of vital statistics) শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে তালাকের ঘটনা ১৭ শতাংশ বেড়েছে। ঢাকায় বিবাহবিচ্ছেদ ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে একই সময়ের চেয়ে প্রায় ৪০ শতাংশের বেশী বেড়েছে। 'দৈনিক প্রথম আলো' ১৩ই জুন ২০২৩-এর রিপোর্ট অনুযায়ী 'ঢাকায় প্রতি ৪০ মিনিটে ১টি তালাক'। এর মধ্যে গড়ে ৭০ শতাংশ আবেদন এসেছে স্ত্রীদের পক্ষ থেকে। সূরা নিসা ৩৫ আয়াতের আলোকে কৃত ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী দুই পক্ষের অভিভাবকদের মাধ্যমে ৯০ দিনের মধ্যে সমঝোতার বিধান রয়েছে। কিন্তু সমঝোতা হচ্ছে গড়ে ৫ শতাংশেরও কম। উল্লেখ্য যে, সংসার ভাঙার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল এক সঙ্গে দেওয়া তিন তালাককে 'তিন তালাক বায়েন' গণ্য করা। যার প্রতিক্রিয়ায় চালু হয়েছে জাহেলী যুগের ফেলে আসা নিকৃষ্ট 'হিল্লা' প্রথা।

ঢাকা বা ঢাকার বাইরে যত তালাকের ঘটনা ঘটছে, তার কারণ প্রায় সব একই। যেমন স্বামী ও স্ত্রীর পরিবারে সমতা না থাকা, দ্বীনদারীর চাইতে সম্পদকে অগ্রাধিকার দেওয়া, নারীদের স্বাবলম্বী হওয়া, তাদের স্বাধীন ও উচ্চাভিলাষী হওয়া, যৌতুকের জন্য স্বামীর নির্যাতন, মাদকাসক্তি, পুরুষত্বহীনতা, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, পরনারীর সঙ্গে স্বামীর সম্পর্ক, স্ত্রীর পরকীয়া প্রেম ইত্যাদি।

আধুনিক বিশ্বে নারী অধিকার আন্দোলন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সমানাধিকার আন্দোলন প্রভৃতি আন্দোলনসমূহ যত যোরদার হচ্ছে, ততই বেড়ে চলেছে বিবাহ বিচ্ছেদের হার। ক্যারিয়ার সচেতন শিক্ষিতা ও স্বাবলম্বী নারীরা এখন বিয়ের চাইতে নিজের কর্মজীবনের সফলতার প্রতি বেশী সচেতন। আর এই অতি সচেতনতা তাকে এমন আত্মকেন্দ্রিক করে তুলছে যে, দাম্পত্য সম্পর্ক, সন্তানের স্বার্থ, সামাজিক বন্ধনের মত অপরিহার্য ও বাস্তব বিষয়গুলো তার কাছে গুরুত্বহীন হয়ে উঠছে। ফলে পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, বিবাহ বিচ্ছেদের ৭০/৭৫ ভাগ আবেদনই এসেছে নারীদের পক্ষ থেকে। এতে সমাজে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। আর সন্তান থাকা অবস্থায় যদি তালাকের ঘটনা ঘটে, তবে পিতা-মাতার স্নেহ বঞ্চিত ঐ সন্তানটি প্রতিকূল পরিবেশে বেড়ে ওঠে। ফলে সে পরবর্তীতে এমনকি অপরাধী হয়ে ওঠার আশংকা থেকে যায়।

ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রেরিত স্বভাবধর্ম। এখানে বিবাহকে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষ হ'তে 'দৃঢ় অঙ্গীকার' (مِيثَاقًا غَلِيظًا) হিসাবে গণ্য করা হয়েছে *(নিসা ২১)*। বৈধ অভিভাবক ও দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর মাধ্যমে যা সম্পন্ন হয়ে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের বংশধারা রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন *(নিসা ১)*। তিনি বলেন, 'তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্যতম হ'ল, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হ'তেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের স্ত্রীদের, যাতে তোমরা তাদের নিকট স্বস্তি লাভ করতে পার। আর তিনি তোমাদের উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন সমূহ রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য' *(রূম ২১)*।

এই পবিত্র বন্ধনের বিপরীত হ'ল 'তালাক' বা বিবাহ বিচ্ছেদ। বাধ্যগত কারণে ইসলাম এটাকে জায়েয রেখেছে। কিন্তু নিরুৎসাহিত করেছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যে তার স্ত্রীর নিকটে শ্রেষ্ঠ' *(তিরমিযী হা/৩৮৯৫; মিশকাত হা/৩২৫২)*। তিনি বলেন, 'যদি আমি কাউকে নির্দেশ দিতাম আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করার জন্য, তাহ'লে আমি স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য' *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৩; মিশকাত হা/৩২৫৫)*। তিনি আরও বলেন, 'নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, সে জান্নাতের যেকোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করুক! *(ছহীহুত তারগীব ১৯৩১; মিশকাত হা/৩২৫৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে নারী কষ্ট ব্যতীত তার স্বামীর নিকট তালাক চায়, তার পক্ষে জান্নাতের সুগন্ধিও নিষিদ্ধ' *(আবুদাউদ হা/২২২৬ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩২৭৯)*। তিনি বলেন, 'যে স্ত্রী মৃত্যুবরণ করে এমন অবস্থায় যে, তার স্বামী তার উপরে সন্তুষ্ট ছিল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(তিরমিযী হা/১১৬১; মিশকাত হা/৩২৫৬)*। তিনি আরও বলেন, 'মনে রেখ! তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে।... স্বামী তার পরিবারের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের ও সন্তানদের দায়িত্বশীল। সে সেবিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে' *(বুঃমুঃ মিশকাত হা/৩৬৮৫)*।

অতএব স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকবে। সর্বদা বেগানা নারী-পুরুষ থেকে নিজেদের দৃষ্টিকে অবনত রাখবে। নিজেদের হৃদয়কে অন্যের চিন্তা থেকে দূরে রাখবে। সেখানে কেবল নিজের স্বামী-সন্তান ও সংসারের চিন্তা থাকবে। সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে ধরে রাখবে এবং শয়তানের আনুগত্য হ'তে দূরে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে হবে যে, নশ্বর জীবনের এই সাময়িক হাসি-কান্নায় ধৈর্য ধারণের বিনিময়ে পরকালের অবিনশ্বর জীবনে আল্লাহ সর্বোত্তম সঙ্গী দান করবেন এবং দান করবেন এমন সুখ-সম্ভার, যা চোখ কখনো দেখেনি; কান কখনো শুনেনি; হৃদয় কখনো কল্পনা করেনি' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৫৬১২)*।

আদর্শবান মুসলিম পরিবারে বিবাহ বিচ্ছেদের হার অতীব নগণ্য। সুতরাং বিবাহ বিচ্ছেদ রোধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল সর্বদা ঈমানী চেতনা জাগ্রত রাখা। বিবাহপূর্ব ও বিবাহপরবর্তী সকল সময়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুশাসন সমূহ সাধ্যমত পালন করা। পরস্পরে ক্ষমা ও সমঝোতার নীতিকে সবার উপরে স্থান দেওয়া। প্রকাশ্য ও গোপন সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা। জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের আকাংখা স্বামী-স্ত্রীকে সর্বদা মিলিত থাকতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং বিবাহ বিচ্ছেদ থেকে দূরে রাখবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন! *(স.স.)*।

বিদায়ের আগে রেখে যাও কিছু পদচিহ্ন

-মূল (আরবী) : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

সঞ্চারণশীল উপকারমূলক আমলের কিছু নমুনা

১০. ছাদাক্বা ও দরিদ্র-অভাবীদের জন্য অর্থ ব্যয়ে মহা পুরস্কার ও চক্রবৃদ্ধি হারে ছওয়াব লাভ :

আল্লাহ তা'আলা ছাদাক্বাকে লালন-পালন করেন এবং ছাদাক্বা দাতাকে চক্রবৃদ্ধি হারে ছওয়াব দেন। তার মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দেন। এ সম্পর্কে প্রচুর আয়াত ও হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

ছাদাক্বার চক্রবৃদ্ধি হারে ছওয়াব অর্জন বিষয়ক কিছু আয়াত :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ- 'নিশ্চয়ই দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ বেশী। আর তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার' *(হাদীদ ৫৭/১৮)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ- 'কোন্ সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে বহুগুণ বেশী প্রদান করবেন? বস্তুতঃ আল্লাহই রূযী সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন। আর তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*।

আল্লাহ তা'আলা কেন ছাদাক্বাকে কর্য নামে আখ্যায়িত করেছেন তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, 'মানুষ যাতে তাদের ছাদাক্বার ছওয়াব অবশ্যম্ভাবী পায় সেজন্য আল্লাহ তা'আলা ছাদাক্বাকে কর্য নাম দিয়েছেন। কেননা কর্য দিলে তা অবশ্যই ফেরত পাওয়ার কথা'।[১] আল্লাহ বলেন, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ- 'যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্যবীজের ন্যায়। যা থেকে সাতটি শীষ জন্ম নেয়। প্রতিটি শীষে একশ'টি দানা হয়। আর আল্লাহ যার জন্য চান বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/২৬১)*।

ছাদাক্বার ফলে প্রচুর ছওয়াবপ্রাপ্তি বিষয়ক কিছু হাদীছ : আবু কাবশা আনমারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- 'আমি তিনটি বিষয়ে শপথ করছি এবং তোমাদেরকে একটি হাদীছ বলছি। তোমরা সেটা মুখস্থ রেখো। তিনি বলেন, দান-খয়রাতের ফলে কোন বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না। কোন বান্দার উপর যুলুম করা হ'লে এবং সে তাতে ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। আর কোন বান্দা ভিক্ষার দরজা খুললে আল্লাহ তার জন্য অভাবের দরজা খুলে দেন'। অথবা তিনি অনুরূপ বলেছেন।[২]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ- 'যে ব্যক্তি হালাল মাল থেকে ছাদাক্বা দেয়- আর আল্লাহ পবিত্র মাল ছাড়া গ্রহণ করেন না; দয়াময় আল্লাহ তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন, যদিও তা একটা খেজুর হয়। অতঃপর সে ছাদাক্বা দয়াময় আল্লাহ্র হাতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে তা পাহাড়ের চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন কেউ তার ঘোড়ার কিংবা উটের বাচ্চা লালন-পালন করে (এবং সে দিন দিন বড় হ'তে থাকে)'।[৩]

ছাদাক্বা দেহের হেফাযত করে এবং দাতাকে বালা-মুছীবত ও রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা করে :

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ 'তোমরা ছাদাক্বা দ্বারা তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা করো'।[৪]

হাদীছ গ্রন্থ 'মুস্তাদরাকে হাকেম'-এর সংকলক আবু আব্দুল্লাহ হাকেম (রহ.)-এর মুখমণ্ডলে একবার প্রায় এক বছর যাবৎ ক্ষত হয়েছিল। তিনি নেককার লোকদের নিকট দো'আ চান। তারা খুব করে দো'আ করেন। তারপর তিনি তার বাড়ির সামনে একটি কূয়া তৈরি করে তাতে পানির ব্যবস্থা করেন এবং মুসলিমদের পানি পানের জন্য তা ছাদাক্বা করে দেন। লোকেরা তার দেওয়া পানি পান করতে শুরু করে। এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই দেখা গেল আল্লাহ্র রহমতে তার রোগ হ্রাস পেতে শুরু করেছে। অল্পদিনেই তার সব ক্ষত দূর হয়ে যায় এবং চেহারা আগের থেকেও সুন্দর হয়ে ওঠে।

১. *যাদুল মাসীর ১/২৯০।*

২. *তিরমিযী হা/২৩২৫; আহমাদ হা/১৮০৬০; মিশকাত হা/৫২৮৭; ছহীহুত তারগীব হা/২৪৬৩।*
৩. *মুসলিম হা/১০১৪; তিরমিযী হা/৬৬১; নাসাঈ হা/২৫২৫।*
৪. *বায়হাক্বী হা/৬৮৩২; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৫৮, হাদীছ হাসান।*

আল্লামা মুনাভী (রহঃ) ঠিকই বলেছেন, ছাদাক্বা রূহানী ওষুধ। এটি বহুল পরীক্ষিত সত্য যে, অনেক সময় রূহানী ওষুধে যে কাজ হয় বাহ্যিক ওষুধে সে কাজ হয় না। এ সত্য কেবল তারাই অস্বীকার করতে পারে যাদের চোখে ঠুলি পরা।[৫]

কতিপয় পূর্বসূরী মনে করেন যে, ছাদাক্বা সব রকমের বালা-মুছীবত ও সঙ্কট দূর করে, এমনকি ছাদাক্বাকারী যালেম হ'লেও। ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেছেন, আমাদের পূর্বসূরী সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা মনে করেন যে, ছাদাক্বাই মহা যালেম থেকেও বিপদাপদ হটিয়ে দেয়।[৬]

ছাদাক্বার বিস্ময়কর উপকারিতার সাম্প্রতিক একটি ঘটনা : আবু সারা একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তার মাসিক বেতন নয় হাযার রিয়াল। এত উচ্চ বেতন ও নিজস্ব বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তিনি লক্ষ্য করছিলেন যে, তার বেতন দ্রুতই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু কেন এমন হয় তা তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তিনি বিস্মিত সুরে বলেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্র কসম! আমি বুঝি না, বেতনের এ টাকা কোথায় যায়? তিনি বলেন, প্রত্যেক মাসেই আমি বলি, এখন থেকে সঞ্চয় করতে শুরু করব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই আগের অবস্থার কোন পরিবর্তন হ'ল না। এসময় জনৈক বন্ধু আমার বেতনের একটা অংশ আমাকে ছাদাক্বা করতে উপদেশ দেয়। আমি বেতন থেকে পাঁচশত রিয়াল দানের জন্য নির্দিষ্ট করি। আল্লাহ্র কসম! প্রথম মাসেই আমি দু'হাযার রিয়াল জমাতে সক্ষম হই। অথচ আমার খাদ্য-খানা ও অন্যান্য খরচে কোন হেরফের হয়নি। এতে আমি খুব খুশী। পরে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, দানের পরিমাণ পাঁচশত থেকে বাড়িয়ে নয়শত রিয়াল করব। পাঁচ মাস পর আমি খবর পেলাম যে, অচিরেই আমার বেতন বাড়ানো হচ্ছে। আল-হামদুলিল্লাহ। এটা আমার রবের মহা অনুগ্রহ, আমি এর কৃতজ্ঞতা জানাতে অক্ষম। ছাদাক্বার কল্যাণে আমি আমার সম্পদে, পরিবারে ও যাবতীয় ক্ষেত্রে বরকত লক্ষ্য করি। আমার ভাইয়েরা, তোমরা পরীক্ষা করে দেখ, আমি তোমাদের যা বলছি তা সঠিক পাবে, এমনকি বেশীও পাবে।

ছাদাক্বার বিস্ময় শেষ হবার নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সত্য বলেছেন, مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ 'ছাদাক্বার ফলে বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না'। বরং তাতে বরকত হয় এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে বলে মনে হয় তা পূরণ হয়ে যায়।

১১. কর্যে হাসানা গ্রহীতা এবং বাকীতে ক্রয়কারী অভাবীকে অর্থ পরিশোধে সময় প্রদান :

কর্যে হাসানা গ্রহণকারী এবং বাকীতে ক্রয়কারী অভাবীকে অর্থ পরিশোধে সময় প্রদান পরকালীন জীবনে নাজাত লাভের বড় উপায়। এ বিষয়ে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً– 'কোন মুসলিম অন্য মুসলিমকে দু'বার কর্য দিলে তা অবশ্যই ঐ পরিমাণ মাল একবার দানের সমতুল্য বলে গণ্য হবে'।[৭]

হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، قَالُوا: تَذَكَّرْ، قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ، وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ، قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: تَجَوَّزُوا عَنْهُ– 'তোমাদের পূর্বকালে এক ব্যক্তির (মৃত্যুর পর তার) রূহের সাথে ফেরেশতারা দেখা করেন। তারা তাকে বলেন, তুমি কি সৎকাজ কিছু করেছ? সে বলে, না। তারা বললেন, মনে করে দেখ। তখন সে বলল, আমি মানুষকে ধার-কর্য দিতাম এবং আমার কর্মচারীদের বলতাম, তারা যেন বাকীতে ক্রয়কারী অভাবীকে অর্থ পরিশোধে সময় দেয় এবং সচ্ছল লোকদের প্রতি সদয় হয়। তিনি বলেন, আল্লাহ তখন বললেন, তোমরা তাকে মাফ করে দাও'।[৮]

১২. আহার করানো :

কাউকে খাবার খেতে দেওয়া মহা পুণ্যের কাজ। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، 'এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, কোন ইসলাম (ইসলামে কোন কাজ) উত্তম? তিনি বললেন, তুমি (মানুষ ও অন্য প্রাণীকে) খাবার খেতে দিবে এবং তোমার পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দিবে'।[৯]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

---

৫. ফয়যুল কাদীর ৩/৬৮৭।
৬. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, হা/৩৫৫৯।
৭. ইবনু মাজাহ হা/২৪৩০; ছহীহুত তারগীব হা/৯০১।
৮. মুসলিম হা/১৫৬০।
৯. বুখারী হা/১২; মুসলিম হা/৩৯; মিশকাত হা/৪৬২৯।

‘আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় পদার্পণ করেন সেদিন লোকেরা তাঁর কাছে ছুটে যায়। চারিদিকে রব ওঠে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসেছেন। লোকেদের মাঝে আমিও তাঁকে দেখতে এলাম। আমি যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা খুব ভালো ভাবে পরখ করে দেখলাম তখন আমি বুঝতে পারলাম, এ চেহারা কোন মিথ্যুকের চেহারা নয়। তখন প্রথম যে কথাটি তিনি বলেছিলেন তা হ’ল, يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، ‘হে লোকসকল! তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, খাবার খেতে দাও এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ছালাত আদায় করো, তাহ’লে শান্তিতে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে’।[১০]

আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فُكُّوا الْعَانِيَ يَعْنِي الأَسِيرَ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ– ‘তোমরা বন্দীদের মুক্ত করো, ক্ষুধার্তকে খেতে দাও এবং রোগীর সেবা করো’।[১১]

একই রাবী থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ– ‘আশ‘আরী গোত্রের লোকেদের যখন যুদ্ধে পাথেয় বা খরচের অর্থ ফুরিয়ে আসে, কিংবা মদীনাতে তাদের পরিবার-পরিজনের খাদ্য-খানা কমে যায় তখন তারা তাদের কাছে যা কিছু থাকে তা এক কাপড়ে জমা করে, তারপর তারা একপাত্রে সেই খাদ্য নিজেদের মধ্যে সমান করে ভাগ করে নেয়। তাই তারা আমার একজন এবং আমিও তাদের একজন’।[১২]

এ হাদীছে নিজের উপর অপরকে প্রাধান্য দানের ও পারস্পরিক সহযোগিতার ফযীলত এবং সফরে ও বাড়িতে একে অন্যের সম্বল মিশিয়ে ব্যবহার মুস্তাহাব হওয়ার কথা রয়েছে।[১৩]

১৩. ইয়াতীমদের প্রতি দয়া করা :

ইয়াতীমদের প্রতি দয়া করলে আল্লাহ তা‘আলার দয়া মিলবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ‘আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। তোমরা সদ্ব্যবহার কর পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূরবর্তী প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, (নিঃস্ব) পথিক ও তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের সাথে’ *(নিসা ৪/৩৬)*।

ইয়াতীমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে থাকবেন। সাহল ইবনু সা‘দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِى الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى– ‘আমি ও ইয়াতীমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। তিনি তার তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে দেখালেন’।[১৪] ইবনু বাত্তাল (রহঃ) বলেন, ‘প্রত্যেক মুমিন যেই এ হাদীছ শুনবে তারই কর্তব্য হবে হাদীছ অনুযায়ী আমল করা, তাহ’লে সে জান্নাতে নবী করীম (ছাঃ) ও নবী-রাসূলদের জামা‘আতের সাথী হবে।[১৫]

আল্লাহ তা‘আলা বনূ ইসরাঈল সম্প্রদায়ের নিকট থেকে ইয়াতীমদের সাথে ভালো ব্যবহারের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، ‘আর (স্মরণ কর) যখন আমরা বনু ইস্রাঈলের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো দাসত্ব করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীম-মিসকীনদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে’ *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*। আমরা মুসলিমরা বনী ইসরাঈল থেকে এ কাজের ফযীলত লাভের বেশী হকদার।

সুতরাং যে চায় তার মন নরম হোক এবং তার প্রয়োজন পূরণ হোক সে যেন ইয়াতীমের উপর দয়া করে, তার মাথায় হাত বুলায় এবং তার খাদ্য থেকে ইয়াতীমকে খেতে দেয়।

আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে তার মনের কঠোরতা সম্পর্কে অনুযোগ করল। তখন তিনি তাকে বললেন, أَتُحِبُّ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ وَتُدْرِكَ حَاجَتُكَ؟ ارْحَمِ الْيَتِيمَ، وَامْسَحْ رَأْسَهُ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، يَلِنْ قَلْبُكَ وَتُدْرِكْ حَاجَتَكَ– ‘তুমি কি চাও যে তোমার মন নরম হোক এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হোক? তাহ’লে তুমি ইয়াতীমের উপর দয়া করো, তার মাথায় হাত বুলাও এবং তোমার খাদ্য থেকে ইয়াতীমকে খেতে দাও। এতে তোমার মন নরম হবে এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হবে’।[১৬]

---

১০. তিরমিযী হা/২৪৮৫; ছহীহুত তারগীব হা/৯৪৯; ইবনু মাজাহ হা/৩২৫১; মিশকাত হা/১৯০৭।
১১. বুখারী হা/৩০৩৪; মিশকাত হা/১৫২৩।
১২. বুখারী হা/২৪৮৬; মুসলিম হা/২৫০০।
১৩. ফাৎহুল বারী ৫/১৩০।
১৪. বুখারী হা/৬০০৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৩৫।
১৫. ইবনু বাত্তাল, শরহে বুখারী ৯/২১৭।
১৬. মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/১৩৫০৯; ছহীহুত তারগীব হা/২৫৪৪।

জনৈক সালাফ বলেছেন, আমার জীবনের প্রথম লগ্নে আমি পাপের পথে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকতাম। প্রচণ্ড মদ পান করতাম। একদিন আমি এক দরিদ্র ইয়াতীম বাচ্চাকে হাতে পেলাম। তাকে কাছে নিয়ে আদর করলাম, খাবার খেতে দিলাম, পরার জন্য কাপড় দিলাম, গোসলখানায় নিয়ে তার গা থেকে ময়লা দূর করলাম এবং তার সঙ্গে পিতা যেমন সন্তানের সাথে স্নেহপূর্ণ আচরণ করে তদ্রূপ কিংবা তার থেকেও বেশী স্নেহপূর্ণ আচরণ করলাম। এ ঘটনার পর এক রাতে আমি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম যে, ক্বিয়ামত কায়েম হয়ে গেছে এবং আমাকে হিসাব দেওয়ার জন্য তলব করা হয়েছে। যেহেতু আমি পাপে ডুবে ছিলাম তাই হিসাব শেষে আমাকে জাহান্নামে ফেলে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হ'ল। আগুনে ফেলার জন্য যাবানিয়াহ ফেরেশতারা আমাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল। আমি তাদের হাতে একেবারে লাঞ্ছিত নিরুপায়। এমন সময় সেই ইয়াতীম বাচ্চাটা পথে আমার জন্যে আড় হয়ে দাঁড়াল। সে বলল, একে ছেড়ে দাও, হে আমার রবের ফেরেশতাগণ। আমি তার জন্য আমার রবের দরবারে সুফারিশ করব। সে আমার উপর দয়া করেছিল এবং আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছিল। কিন্তু ফেরেশতারা বলল, আমাদের তো এ অনুমতি নেই। এমন সময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ঘোষণা হ'ল: তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। এই ইয়াতীমের সুফারিশে এবং তার সঙ্গে ভালো ব্যবহারের ফলে আমি তাকে মাফ করে দিয়েছি। তারপর জেগে উঠে আমি আল্লাহ্র নিকট তওবা করি এবং ইয়াতীমদের প্রতি দয়ার্দ্র আচরণে আমার সামর্থ্য ব্যয় করতে শুরু করি।[17]

১৪. স্বামীহীনা ও নিঃস্ব-গরীবের ব্যয় নির্বাহের জন্য আয়-রোযগার : স্বামীহীনা ও নিঃস্ব-গরীবের ব্যয় নির্বাহের জন্য আয়-রোযগারের চেষ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল। এ কাজের উপকার অন্যের মাঝে সঞ্চারণশীল। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, السَّاعِى عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ– 'স্বামীহীনা ও নিঃস্ব-গরীবের ব্যয় নির্বাহের জন্য আয়-রোযগারকারী আল্লাহ্র পথের মুজাহিদ অথবা রাতে ছালাত আদায়কারী ও দিনে ছিয়াম পালনকারীর সমতুল্য'।[18]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'চেষ্টাকারী' (السَّاعِى) অর্থ স্বামীহীনা ও নিঃস্ব-গরীবের জন্য অর্থ উপার্জনকারী এবং ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালনকারী। 'আরমালা' (الأَرْمَلَة) বলা হয় ঐ নারীদের, যাদের স্বামী নেই- চাই ইতিপূর্বে তাদের বিয়ে হয়ে থাকুক কিংবা না থাকুক। কেউ কেউ বলেছেন, যে নারীর স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটেছে তাকে 'আরমালা' বলা হয়েছে। ইবনু কুতায়বা বলেন, 'আরমালা' শব্দটি 'ইরমাল' (الإرمال) শব্দ থেকে এসেছে। 'ইরমাল' অর্থ দারিদ্র্য। স্বামী না থাকায় এ ধরনের নারীরা সাধারণত দরিদ্রতার শিকার হয় এবং তাদের অর্থ-বিত্ত থাকে না। তাই তাদের 'আরমালা' বলা হয়েছে।

'মিসকীন' ঐ লোককে বলে, যার কিছুই নেই। কেউ কেউ বলেছেন, যার সামান্য কিছু আছে তাকে মিসকীন বলে। কখনো কখনো দুর্বলকে মিসকীন বলা হয়। ফকীর অর্থেও মিসকীন শব্দ ব্যবহার করা হয়। অনেকে এ অর্থই যথার্থ মনে করেন। 'আল্লাহ্র পথে মুজাহিদের সমতুল্য' অর্থ স্বামীহীনা ও নিঃস্ব-গরীবের জন্য আয়-রোযগারকারী, তাদের জন্য ব্যয় নির্বাহকারী এবং তাদের সহযোগিতাকারীর ছওয়াব জিহাদে যোগদানকারী মুজাহিদের ছওয়াবের মতো। কেননা অর্থ-বিত্ত নফসের সহোদর ভাই। নফস অর্থ ব্যয়ে মোটেও সায় দেয় না। যুদ্ধ যেমন নফসের কুরবানী চায়, স্বামীহীনা ও মিসকীনদের সেবাও তেমন অর্থের কুরবানী চায়। রবের সন্তুষ্টি কামনায় অর্থ ও সময় ব্যয় তাই একজন মুজাহিদের ভূমিকা রাখে।[19]

১৫. প্রতিবেশীর সাথে ভাল আচরণ :

প্রতিবেশীর সাথে ভাল আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، 'আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। তোমরা সদ্ব্যবহার কর পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূরবর্তী প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, (নিঃস্ব) পথিক ও তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের সাথে' *(নিসা ৪/৩৬)*।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদতের সঙ্গে মাতা-পিতা, ইয়াতীম ও আত্মীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার এবং প্রতিবেশীর হকও যুক্ত করেছেন। এতে প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহারের বিষয়টি সমান গুরুত্ব পেয়েছে।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ– 'জিবরীল আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে অনুক্ষণ এত নছীহত করে যে, আমার মনে হয়েছে, অচিরেই তাকে সে ওয়ারিছ বানিয়ে দেবে'।[20]

আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ،

---

১৭. আল-কাবায়ের, পৃ. ৬৫।
১৮. বুখারী হা/৫৩৫৩; মুসলিম হা/২৯৮২; মিশকাত হা/৪৯৫১।
১৯. নববী, শরহে মুসলিম ১৮/১১২।
২০. বুখারী হা/৬০১৫; মুসলিম হা/২৬২৫; মিশকাত হা/৪৯৬৪।

'যে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে'।[২১] আরেক বর্ণনায় এসেছে, فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، 'সে যেন তার প্রতিবেশীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে'।[২২]

সাঈদ থেকে আবু শুরাইহ (রাঃ)-এর মাধ্যমে নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ. قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ- 'আল্লাহ্র কসম! সে ঈমানদার নয়, আল্লাহ্র কসম! সে ঈমানদার নয়, আল্লাহ্র কসম! সে ঈমানদার নয়। জিজ্ঞেস করা হ'ল, কে সে হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়'।[২৩]

প্রতিবেশীর সঙ্গে ভাল ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে, প্রতিবেশীর বিপদে তাকে সান্ত্বনা দেয়া, আনন্দ-ফুর্তিতে মুবারকবাদ জানানো, রোগে-শোকে সেবা-যত্ন করা, তাকে আগে সালাম দেয়া, হাস্যোজ্জ্বল মুখে তার সাথে দেখা করা, দুনিয়া ও আখেরাতে তার যাতে কল্যাণ হয় সে সম্পর্কে তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা ইত্যাদি।

মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর পরিবারে একবার তার জন্য একটা ছাগল যবেহ করা হয়। তিনি বাড়ি এসে বললেন, তোমরা কি আমাদের ইহুদী প্রতিবেশীকে গোশত উপহার দিয়েছ? আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'জিবরীল আমাকে প্রতিবেশী নিয়ে সবসময় এত নছীহত করে যে, আমার মনে হয়েছে, অচিরেই তাকে সে ওয়ারিছ বানিয়ে দেবে'।[২৪]

১৬. স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণ :

স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণের জন্য পুরুষ যে অর্থ ব্যয় করে তা সঞ্চারণশীল আমলের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য সে ছওয়াব পাবে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِيْ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ- 'তুমি এক দীনার আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে ব্যয় করেছ, এক দীনার দাসমুক্তিতে ব্যয় করেছ, এক দীনার মিসকীনকে দান করেছ এবং এক দীনার তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় করেছ, এগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'ল ঐ দীনার, যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় করেছ'।[২৫]

কা'ব বিন উজরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَرَأَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَلَدِهِ ونَشَاطِهِ مَا أَعْجَبَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وتَفَاخُرًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ- 'এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর পাশ দিয়ে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ তার শক্তিমত্তা ও উদ্যম দেখে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এ শক্তি যদি আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয়িত হ'ত! তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যদি সে তার ছোট ছোট সন্তানদের জন্য কামাই-রোযগারে বের হয়, তবে তা হবে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয়। আর যদি সে তার বয়স্ক বৃদ্ধ মাতা-পিতার জন্য কামাই-রোযগারে বের হয়, তবে তা হবে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয়। আর যদি সে নিজেকে পবিত্র-নির্দোষ রাখার নিয়তে নিজের জন্য কামাই-রোযগারে শ্রম ব্যয় করে, তবে তাও হবে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয়। আর যদি সে লোকদেখানো ও অহঙ্কার বা গৌরব করার জন্য কামাই-রোযগারে বের হয়, তবে তা হবে শয়তানের রাস্তায় ব্যয়'।[২৬]

১৭. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা :

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা আরেকটি সঞ্চারণশীল আমল। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেন। যখন তিনি তার সৃষ্টিকর্ম শেষ করেন তখন 'আত্মীয়তা' দাঁড়িয়ে বলল, এটা (আল্লাহ্র দরবার) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে আশ্রয় প্রার্থীর আশ্রয়স্থল। আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ। তুমি কি এতে খুশি নও যে, তোমাকে যে যুক্ত রাখবে আমি তার সাথে যুক্ত থাকব, আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব? সে বলল, আমি অবশ্যই খুশি। আল্লাহ বললেন, 'তোমার জন্য এ ব্যবস্থাই থাকল। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা চাইলে কুরআন থেকে পড়, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، 'অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ'লে অবশ্যই তোমরা জনপদে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাৎ করেন। অতঃপর তাদেরকে তিনি বধির করেন ও তাদের চক্ষুগুলিকে অন্ধ করে

---

২১. বুখারী হা/৬০১৯; মুসলিম হা/৪৭; মিশকাত হা/৪৯৬৪।
২২. মুসলিম হা/৪৭।
২৩. বুখারী হা/৬০১৬; মুসলিম হা/৪৬; মিশকাত হা/৪৯৬২।
২৪. আবুদাঊদ হা/৫১৫২; তিরমিযী হা/১৯৪৩; ছহীহুত তারগীব হা/২৫৭৪।
২৫. মুসলিম হা/৯৯৫; মিশকাত হা/১৯৩১।

২৬. তাবারাণী, আওসাত্ব হা/৬৮৩৫,৭/৫৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৯২।

দেন। তবে কি তারা কুরআন অনুধাবন করে না? নাকি তাদের হৃদয়গুলি তালাবদ্ধ?' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২২-২৪)*।[২৭]

আব্দুর রহমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেছেন, قَالَ اللهُ أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِى مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ– 'আমি রহমান, আর সে রাহেম বা আত্মীয়তা। আমার রহমান নাম থেকে রাহেম নামটি আমি বের করেছি। যে তাকে যুক্ত রাখবে আমি তার সাথে যুক্ত থাকব, আর যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব'।[২৮]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী এবং যার সঙ্গে আত্মীয়তা করা হচ্ছে, উভয়ের সামর্থ্য ও সাধ্য অনুসারে আত্মীয়-স্বজনদের উপকার করা হ'ল 'আত্মীয়তার সম্পর্ক'। এ উপকার কখনো অর্থ-সম্পদ দিয়ে, কখনো সেবা-যত্ন দিয়ে, কখনো দেখা-সাক্ষাৎ ও সালাম শুভেচ্ছা বিনিময় কিংবা অন্য কিছু দিয়ে হ'তে পারে।[২৯]

১৮. মুসলিমদের হাল-অবস্থার খোঁজ-খবর নেওয়া :

মুসলিমদের হাল-অবস্থার খোঁজ-খবর নেওয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমল। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ، 'তোমরা ব্যয় কর ঐসব অভাবীদের জন্য, যারা আল্লাহ্র পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে, যারা ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণে সক্ষম নয়। না চাওয়ার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদের অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের কাছে নাছোড়বান্দা হয়ে চায় না। আর যা কিছু তোমরা উত্তম সম্পদ হ'তে ব্যয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত' *(বাক্বারাহ ২/২৭৩)*।

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অবহিত করেছেন যে, মুসলমানদের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা সাহায্য-সহযোগিতা লাভে সবচেয়ে বেশী মুখাপেক্ষী। কিন্তু তাদের সম্ভ্রমপূর্ণ মন মানুষের কাছে হাত পাততে অস্বীকার করে। এজন্য নেককার লোকেরা সদাই তাদের এমন ভাই-বোনদের তালাশ করতেন।

আমরা যাতে প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর রাখি সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও আমাদেরকে আদেশ করেছেন। তিনি বলেন, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِع إِلَى جنبه– 'যে পেট পুরে খায়, আর তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে সে মুমিন নয়'।[৩০]

ছাহাবীদের মধ্যে দেখা যেত যে, কোন ছাহাবীর কাছে হাদিয়া এলে তিনি তা নিজে না রেখে প্রতিবেশী ছাহাবীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। সেই ছাহাবী আবার অন্য প্রতিবেশীর বাড়িতে তা পাঠিয়ে দিতেন। এভাবে তা দশ বা তার বেশী বাড়ি ঘুরে দেখা যেত প্রথম বাড়িতে এসে হাযির হয়েছে।

একটি ঘটনা : একবার এক ব্যক্তি তার বন্ধুর দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ল। বন্ধু বেরিয়ে এসে বলল, কি ভাই, কেন এসেছ? সে বলল, চার শত দিরহাম ঋণ শোধ করতে হবে। বন্ধু তখন ওযন করে চারশ' দিরহাম তাকে বুঝিয়ে দিল এবং কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরল। তার স্ত্রী দেখে বলল, তোমারই যখন কষ্ট তখন তাকে দিতে গেলে কেন? সে বলল, আমি তাকে দিরহাম দেওয়ার জন্য কাঁদছি না। আমি কাঁদছি এজন্য যে, আমি তার খোঁজ-খবর নেইনি, আর সে কারণে শেষ পর্যন্ত তাকেই আমার কাছে ছুটে আসতে হ'ল!

১৯. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া :

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া একটি ছওয়াবের আমল। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ– 'ঈমানের ৭৩/৬৩-এর অধিক শাখা আছে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম শাখা হ'ল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং নিম্নতম শাখা রাস্তা থেকে কোন কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা ঈমানের অন্যতম শাখা'।[৩১]

আবু যার (রাঃ) কর্তৃক নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِيْ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُوْنُ فِي الْمَسْجِدِ، لَا تُدْفَنُ– 'আমার সামনে আমার উম্মতের ভালো-মন্দ সকল প্রকার আমল তুলে ধরা হ'ল। আমি দেখতে পেলাম, উৎকৃষ্ট আমলের মধ্যে রয়েছে কষ্টদায়ক জিনিস রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া এবং নিকৃষ্ট আমলের মধ্যে রয়েছে মসজিদের মধ্যে নাকের সর্দি ফেলে রাখা, তা না মুছা'।[৩২]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ– 'এক ব্যক্তি কোন এক পথে হেঁটে যেতে রাস্তায় কাঁটাযুক্ত একটা ডাল পেয়ে তা হাতে তুলে নিয়ে দূরে ফেলে দেন। ফলে আল্লাহ তার এ কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন'।[৩৩] *[ক্রমশঃ]*

---

২৭. মুসলিম হা/২৫৫৪।
২৮. আবুদাউদ হা/১৬৯৪; ছহীহুত তারগীব হা/২৫২৮।
২৯. নববী, শরহ মুসলিম ২/২০১।
৩০. বায়হাক্বী হা/১৯৬৬৮; মিশকাত হা/৪৯৯১; ছহীহুত তারগীব হা/২৫৬২।
৩১. মুসলিম হা/৩৫; মিশকাত হা/৫।
৩২. মুসলিম হা/৫৫৩; মিশকাত হা/৭০৯।
৩৩. বুখারী হা/৬৫২; মুসলিম হা/১৯১৪।

হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পরিক্রমা

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(৫ম কিস্তি)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পর ছাহাবীদের লিখিত সংকলন সমূহ :

রাসূল (ছাঃ) থেকে যেমন হাদীছ লিখিত সংরক্ষণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ও অনুমতি উভয় প্রকার হাদীছ পরিলক্ষিত হয়, তেমনি তা ছাহাবীদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। তাদের মধ্যে কেউবা ছিলেন এর পক্ষে, কেউবা বিপক্ষে। কারও পক্ষ থেকে উভয় দলীলই পাওয়া যায়। যারা হাদীছ লিপিবদ্ধ করতে অনাগ্রহী ছিলেন তাঁরা মূলতঃ এই ভয়ে ভীত ছিলেন যে, হয়তবা এতে মানুষ কুরআন থেকে দূরে সরে যাবে।[১]

কিন্তু সাধারণভাবে ছাহাবীগণ হাদীছ লেখনীকে অবৈধ মনে করতেন না। যেমনভাবে আবূবকর (রাঃ) ফরয ছাদাক্বাসমূহের ব্যাপারে বাহরাইনে তাঁর নিযুক্ত গভর্নর আনাস (রাঃ)-কে লিখিত আকারে দীর্ঘ নির্দেশনা দিয়েছিলেন।[২] ওমর (রাঃ) আযারবাইজানে বা শামে অবস্থানরত তাঁর সেনাপতি উতবাহ ইবনু ফারক্বাদ (রাঃ)-কে হাদীছ লিখে দিয়েছিলেন।[৩] এছাড়া তাঁর তরবারীর কোষে পশুর ছাদাক্বা সম্পর্কে লিপিবদ্ধ ছিল।[৪] আলী (রাঃ)-এর নিকট একটি ছহীফা ছিল যাতে রক্তমূল্য বা দিয়াত, বন্দী মুক্তি এবং কাফিরকে হত্যার জন্য মুসলমানের মৃত্যুদণ্ড হবে না- মর্মে হাদীছ উদ্ধৃত হয়েছে।[৫] অনুরূপভাবে আয়েশা[৬], আবূ হুরায়রা, মু'আবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান[৭], আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ[৮], আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস[৯], আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর[১০], আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ, বারা ইবনু আযেব[১১], আনাস ইবনু মালেক[১২], সা'দ ইবনু উবাদাহ[১৩], উবাইদাহ আস-সালমানী[১৪], হাসান ইবনু আলী[১৫] প্রমুখ ছাহাবীগণ হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছেন কিংবা অনুমতি দিয়েছেন।[১৬] এতে দেখা যায় যে, যে সকল ছাহাবী পূর্বে অপসন্দভাব প্রকাশ করেছেন, তাদের অধিকাংশই পরে ইতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। কেননা লেখনীর প্রতি তাদের আপত্তির কারণ ছিল, কুরআনের সাথে মানুষের দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার আশংকা। সুতরাং যখন এই শংকা দূরীভূত হ'ল, তখন তাদের আপত্তিও অপসৃত হ'ল। নিম্নে ছাহাবীদের সংকলিত প্রসিদ্ধ হাদীছের ছহীফাসমূহ উল্লেখ করা হ'ল।

(১) সা'দ ইবনু উবাদাহ আল-আনছারী (১৪ হি.)-এর সংকলিত ছহীফা।[১৭]

(২) আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (৮৬/৮৭হি.)-এর সংকলিত ছহীফা।[১৮]

(৩) সামুরা ইবনু জুনদুব (৫৮/৫৯হি.)-এর সংকলিত ছহীফা।[১৯] অনুমান করা যায়, ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে এই ছহীফার অধিকাংশ কিংবা সকল হাদীছই নিয়ে এসেছেন।[২০]

(৪) আবূ রাফি' মাওলান্নাবী (৪০হি.)-এর সংকলন, যাতে ছালাত সম্পর্কিত হাদীছ ছিল।[২১]

---

১. (ক) ওমর (রাঃ) হাদীছ সংকলনের ব্যাপারে ছাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। অতঃপর এক মাস যাবৎ ইস্তিখারা করার পর তিনি এই সিদ্ধান্ত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বলেন, 'আমি হাদীছ লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার স্মরণ হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী এমন একটি কওমের কথা, যারা গ্রন্থসমূহ লিপিবদ্ধ করেছিল এবং আল্লাহর কিতাব পরিত্যাগ করে সেসব গ্রন্থেই মগ্ন হয়ে পড়েছিল। সুতরাং আমি অন্য কিছু লিপিবদ্ধ করে আল্লাহর কিতাবের মধ্যে কোন প্রকার বিশৃংখলা হ'তে দেব না'। (খ) আলী (রাঃ) বলেন, 'আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, প্রত্যেক যে সকল ব্যক্তির কাছে কোন কিতাব রয়েছে তা ফিরিয়ে দেবে এবং তা মুছে ফেলবে। কেননা মানুষ তখনই ধ্বংস হয়েছে যখন তারা তাদের ওলামায়ে কেরামের মতামত অনুসরণ করেছেন এবং তাদের প্রভুর কিতাবকে পরিত্যাগ করেছে'। (গ) একইভাবে ছাহাবী যায়েদ বিন ছাবিত, আবূ হুরায়রা, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আবূ সাঈদ খুদরী, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর, আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) প্রমুখও একই অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন (দ্রষ্টব্য : ইবনু আব্দিল বার্র, জামিঊ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ১/২৬৮-২৭৬; খত্বীব বাগদাদী, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৩৬-৪৩; ড. আকরাম যিয়া উমরী, বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ (মদীনা : মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ৪র্থ প্রকাশ : ১৯৮৪খৃ.), পৃ. ২২৬)।

২. বুখারী, হা/১৪৫৩, ১৪৫৪; আহমাদ, হা/৭৮।

৩. আহমাদ, হা/৯২, ২৪৩, ৩৫৬; খত্বীব বাগদাদী, আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ, তাহক্বীক : আবূ আব্দুল্লাহ আস-সাওরাক্বী ও ইবরাহীম হামদী (মদীনা : আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়াহ, তাবি), পৃ. ৩৩৬।

৪. আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ, পৃ. ৩৫৩।

৫. বুখারী, হা/১১১; 'জ্ঞান লিপিবদ্ধকরণ অধ্যায়'।

৬. মুসলিম, হা/১৩২১; তিরমিযী, হা/২৪১৪; মুহাম্মাদ রফী' ওছমানী, কিতাবাতে হাদীছ আহদে রিসালাত ওয়া আহদে ছাহাবা মেঁ (করাচী : ইদারাতুল মা'আরিফ, ১৯৮৯খৃ.), পৃ. ১৫২-১৫৬।

৭. বুখারী, হা/১৪৭৭, ৬৪৭৩, ৭২৯২।

৮. জামিঊ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ১/৩১১।

৯. عن سلمى قالت: رأيت عبد الله بن عباس معه ألواح يكتب عليها عن أبي رافع شيئا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم -ইবনু সা'দ, আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ২/২৮৩।

১০. عن نافع أن ابن عمر كان له كتب ينظر فيها قبل أن يخرج إلى الناس -আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩/২৩৮।

১১. عن عبد الله بن حنش قال: رأيتهم عند البراء يكتبون على أيديهم بالقصب - জামিঊ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ১/৩১৬।

১২. হুবায়রা বিন আব্দুর রহমান বলেন, আনাস (রাঃ) হাদীছ বর্ণনার সময় যখন অধিক মানুষ তাঁর নিকট একত্রিত হ'ত, তখন তিনি একটি স্থানে তাঁর সংকলিত হাদীছসমূহ রাখতেন এবং বলতেন, هذه أحاديث سمعتها وكتبتها عن رسول الله صلى الله عليه وعرضتها عليه -তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৯৫।

১৩. মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান আল-বুস্তী, মাশাহীরু উলামাইল আমছার (মানছূরা : দারুল ওয়াফা, ১৯৯১খৃ.), পৃ. ২১০।

১৪. জামিঊ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ১/২৮৬; তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৬১।

১৫. তিনি তাঁর সন্তান এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, تعلموا تعلموا فإنكم صغار قوم اليوم، وتكونون كبارهم غدا فمن لم يحفظ منكم فليكتب -খত্বীব বাগদাদী, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৯১; ঐ, আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ, পৃ. ২২৯।

১৬. জামিঊ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ১/২৯৮; তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৮৪-৯২; বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃ. ২২৭।

১৭. তিরমীযী, হা/১৩৪৩, সনদ ছহীহ।

১৮. বুখারী, হা/২৯৬৫, ২৯৬৬।

১৯. ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব (হিন্দ : দায়েরাতুল মা'আরিফ আন-নিযামিয়াহ, ১৩২৬হি.), ৪র্থ/২৩৭।

২০. আহমাদ, হা/২০০৭৮-২০২৬৮।

২১. আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ, পৃ. ৩৩০।

(৫) আবূ হুরায়রা (৫৯হি.)-এর সংকলনসমূহ। যেমন হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ (৪০-১০৩হি.) সংকলিত ছহীফা। এছাড়া মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন, সাঈদ আল-মাক্বুরী প্রমুখ তাবেঈও তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেন। হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ-এর সংকলনটি ‘ছহীফা ছহীহা’ (الصحيفة الصحيحة) নামে প্রসিদ্ধ। এটি তিনি আবূ হুরায়রা (৫৯হি.) হ’তে সরাসরি সংকলন ও বর্ণনা করেছিলেন। এর হাদীছ সংখ্যা মোট ১৩৮টি। এটি ছাহাবীদের সংকলনের মধ্যেই ধরা হয়, কেননা এটি মূলতঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে সরাসরি সংকলিত ছহীফা। ড. মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ এই ছহীফাটির পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন জার্মানীর রাজধানী বার্লিনের এক লাইব্রেরী থেকে। পরে দামিশকের যাহেরিয়া লাইব্রেরীতেও এর অনুলিপি পাওয়া যায়। তিনি এ দু’টি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেন এবং ১৯৫৩ সালে দামেশকের এক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। তিনি দামিশকের এই পাণ্ডুলিপিটি হিজরী প্রথম শতকে সংকলিত এবং হাদীছের সর্বপ্রাচীন পাণ্ডুলিপি বলে অভিহিত করেছেন।[২২] তিনি উক্ত পাণ্ডুলিপিদ্বয়ের সাথে মুসনাদ আহমাদের বর্ণনাগুলো তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখেন যে, এতে সামান্য কিছু শাব্দিক পার্থক্য ছাড়া মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম যুগে লিপিবদ্ধ তাবেঈদের সংকলনসমূহ পরবর্তী হাদীছগ্রন্থসমূহের অন্যতম উৎস ছিল।

(৬) আবূ মূসা আল-আশ‘আরী (৪৪হি.)-এর ছহীফা।[২৩] ছুবহী আস-সামার্রাই (১৯৩৬-২০১৩খৃ.)-এর তথ্যমতে এর পাণ্ডুলিপি বর্তমানে তুরস্কের ‘মাকতাবা শহীদ আলী পাশা’-এ সংরক্ষিত রয়েছে।[২৪]

(৭) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ আল-আনছারী (৭৮হি)-এর ছহীফা।[২৫] এই ছহীফার হাদীছগুলোও মুসনাদে আহমাদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে অনুমিত হয়। ছুবহী আস-সামার্রাই-এর তথ্যমতে এর পাণ্ডুলিপিও বর্তমানে তুরস্কের ‘মাকতাবা শহীদ আলী পাশা’-এ সংরক্ষিত রয়েছে।[২৬]

(৮) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (৬৩/৬৫হি.)-এর ছহীফা, যা ‘ছহীফা ছাদেকা’ (الصحيفة الصادقة) নামে খ্যাত।[২৭] আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ‘রাসূল (ছাঃ) হ’তে আমার চেয়ে অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আর কেউ ছিলেন না। তবে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) ব্যতীত। তিনি হাদীছ লিখতেন আর আমি লিখতাম না’।[২৮] এটিই ছাহাবীদের সংকলিত ছহীফাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে এর অধিকাংশই উল্লেখ করেছেন।[২৯]

(৯) আবূ সালামা নুবাইত্ব ইবনু শারীত্ব আল-আশজা‘ঈ (রাঃ) সংকলিত ছহীফা। তাঁর মৃত্যুসন জানা যায় না। তবে প্রথম হিজরী শতাব্দীর প্রথমাংশে তিনি জীবিত ছিলেন বলে তথ্য পাওয়া যায়। দামিশকের মাকতাবা যাহিরিয়াতে এর ১৩ পৃষ্ঠার একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। ড. ফুয়াদ সেযগীন বলেন, ‘এই পাণ্ডুলিপিটি যদি সরাসরি নুবাইত্ব ইবনু শুরাইত্ব কর্তৃক সংকলিত হয়ে থাকে, তাহ’লে এটিই হবে হাদীছের সর্বপ্রাচীন ছহীফা।’[৩০] এর একটি অংশ মুসনাদ আহমাদে সংকলিত হয়েছে।[৩১]

এ সকল ছহীফার পরিচিতি সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন ড. ফুয়াদ সেযগীন[৩২] ও ড. মুছত্বফা আল-আ‘যামী।[৩৩] তবে এ সকল ছহীফা আনুষ্ঠানিক সংকলনের মধ্যে পড়ে না। কেননা তাঁরা মূলতঃ মুখস্থকরণের সহযোগী কিংবা ব্যক্তিগত আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে এগুলো ব্যবহার করেছিলেন। এর মধ্যে কতক রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় এবং কতক তাঁর মৃত্যুর পর সংকলন করা হয়েছিল। কিন্তু নিঃসন্দেহে এগুলো প্রমাণ করে যে, ছাহাবীগণ হাদীছ মুখস্থ সংরক্ষণের পাশাপাশি লিখিতভাবে সংরক্ষণ করেছিলেন। স্মর্তব্য যে, এ সকল ছহীফায় উদ্ধৃত হাদীছসমূহ অধিকাংশই পরবর্তীতে হাদীছের মূল সংকলন গ্রন্থসমূহ এবং সিয়ার ও মাগাযী (ইতিহাস ও যুদ্ধবৃত্তান্ত) গ্রন্থসমূহে সনদসহ স্থান পেয়েছে।

এ যুগে হাদীছ সংকলনের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

(ক) হাদীছ লেখনীর বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুমতির বিষয়টি নিয়ে ছাহাবীদের মধ্যে কোন দ্বিধা ছিল না। এতদসত্ত্বেও কতিপয় ছাহাবী এবং তাবেঈর মধ্যে লেখনীর বিষয়ে অনাগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। আর এই অনাগ্রহের মূল কারণ ছিল লেখনীর প্রতি অধিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টির আশংকা করা এবং কুরআনের সাথে হাদীছের মিশ্রণ ঘটে যাওয়া। কেননা তখন পাথর কিংবা চামড়া ছিল লেখনীর মূল উপকরণ, যা সহজেই বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল।

(খ) প্রধানত হিফয বা মুখস্থকরণের মাধ্যমে হাদীছ সংরক্ষিত হ’ত। তবে লেখনীর প্রচলন পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।

---

২২. ড. হামীদুল্লাহ, ‘আক্বদামু তা’লীফীন ফিল হাদীছিন নাবাভী ছহীফা হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ ওয়া মাকানাতুহা ফী তারীখি ইলমিল হাদীছ ’(দামিশক : মাজাল্লাতুল মাজমা‘ আল-ইলমী আল-‘আরাবী; ২৮তম সংখ্যা/১ম অংশ : ১৯৫৩খৃ.), পৃ. ১১২-১১৬।
২৩. আহমাদ, হা/১৯৫৩৭; সনদ ছহীহ লিগায়রিহি।
২৪. হুসাইন ইবনু আব্দুল্লাহ আত-ত্বীবী, আল-খুলাছাহ ফী উছূলিল হাদীছ, তাহক্বীক্ব : ছুবহী আস-সামার্রাই (কায়রো : আ‘লামুল কুতুব, ১৯৮৫খৃ.), পৃ. ১১।
২৫. যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ১/৩৫।
২৬. ত্বীবী, আল-খুলাছাহ ফী মা‘রিফাতিল হাদীছ, পৃ. ১২।
২৭. ইবনু আব্দিল বার্র, জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ১/৩০৫; খত্বীব বাগদাদী, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৮৪-৮৫।
২৮. বুখারী, হা/১১৩।
২৯. আহমাদ, হা/৬৪৭৭-৭১০৩।
৩০. ফুয়াদ সেযগীন, তারীখুত তুরাছ আল-আরাবী, ১/১৫৫।
৩১. আহমাদ, হা/১৮৭২১-১৮৭২৫।
৩২. ফুয়াদ সেযগীন, তারীখুত তুরাছ আল-আরাবী, ১/১৫৩-১৫৮।
৩৩. মুছত্বফা আল-আ‘যামী, দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নববী, পৃ. ৯২-১৪২।

(গ) ব্যক্তিগত সংরক্ষণের জন্য হাদীছ লিপিবদ্ধ করা হ'ত। ওমর (রাঃ)-এর যুগে সরকারীভাবে হাদীছ সংকলনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল বটে, কিন্তু ওমর (রাঃ) এক মাস ইস্তিখারার পর এই পরিকল্পনা থেকে ফিরে আসেন। সম্ভবত কুরআন সংরক্ষণের বিষয়টিই খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে বেশী প্রাধান্য পেয়েছিল। অতঃপর ওছমান (রাঃ)-এর যুগে এটি সম্পন্ন হয়। এরপর আলী (রাঃ) তাঁর খিলাফতকালে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব মোকাবিলায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে তিনিও আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীছ সংকলনের কাজ শুরু করতে পারেননি।

(ঘ) এই যুগে ব্যাপকভাবে হাদীছ সংকলনের কোন প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়নি। কেননা ছাহাবীরা জীবিত ছিলেন। তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর হাদীছের চর্চা করতেন, মুখস্থ রাখতেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্বাচ্ছন্দে পৌঁছে দিতেন।

(ঙ) এ সমস্ত সংকলনে কোন অধ্যায়ভিত্তিক বিন্যাস বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হ'ত না।

তাবেঈদের লিখিত সংকলনসমূহ :

কতিপয় তাবেঈর মধ্যেও হাদীছ লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে অনীহা কাজ করেছিল। যেমন উবায়দাহ ইবনু আমর আস-সালমানী (৭২হি.), ইবরাহীম ইবনু ইয়াযীদ আত-তায়মী (৯২হি.), জাবির ইবনু যায়েদ (৯৩হি.), ইবরাহীম ইবনু ইয়াযীদ আন-নাখঈ (৯৬হি.), 'আমের আশ-শা'বী (১০০হি.)।[৩৪] তারা কেবল মুখস্থ করাকে যথেষ্ট মনে করতেন এবং লেখনীকে মুখস্থকরণের অন্তরায় মনে করতেন। তারা ভাবতেন এতে মানুষের মধ্যে জ্ঞান সংরক্ষণে অবহেলার সৃষ্টি হবে এবং জ্ঞান হারিয়ে যাবে। এর বিপরীতে আরেকদল তাবেঈ ছিলেন যারা হাদীছ লিপিবদ্ধ করতেন। যেমন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (৯৪হি.), সাঈদ ইবনু জুবায়ের (৯৫হি.), 'আমের আশ-শা'বী, যাহ্হাক ইবনু মুযাহিম (১০৫হি.), হাসান বছরী (১১০হি.), মুজাহিদ ইবনু জাব্র (১০৩হি.), রাজা ইবনু হায়াওয়াহ (১১২হি.), আতা ইবনু আবী রাবাহ (১১৪হি.), নাফে' মাওলা ইবনু ওমর (১১৭হি.), কাতাদাহ ইবনু দি'আমাহ আস-সাদূসী (১১৮হি.) প্রমুখ।[৩৫]

এছাড়াও আরও যে সকল তাবেঈ হাদীছ সংকলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাদের নাম উল্লেখ করা হ'ল[৩৬] :

(১) মাকহুল ইবনু আবী মুসলিম আশ-শামী (১১২/১১৬হি.)। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক তাঁর সংকলিত ফিক্বহ বিষয়ক 'কিতাবুস সুনান' গ্রন্থ ছিল সর্বপ্রাচীন বিষয়ভিত্তিক হাদীছ সংকলন।[৩৭]

(২) আবুয যুবায়ের মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনু তাদরুস আল-আসাদী (১২৬হি.)। তিনি জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) সহ অন্য ছাহাবীদের থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছিলেন।[৩৮]

(৩) আবূ আদী আয-যুবায়ের ইবনু আদী আল-হামদানী আল-কুফী (১৩১হি.)।

(৪) আবুল উশারা আদ-দারিমী, উসামা ইবনু মালিক।

(৫) যায়েদ ইবনু আবী উনাইসা আবী উসামা আর-রুহাভী (১২৫হি.)।

(৬) আইয়ুব আস-সাখতিয়ানী (১৩১হি.)।

(৭) ইউনুস ইবনু উবায়েদ ইবনু দীনার আল-আবদী (১৩৯হি.)।

(৮) আবূ বুরদাহ বুরাইদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু আবী বুরদাহ।

(৯) হুমাইদ আত-ত্বভীল (১৪২হি.)।

(১০) হিশাম ইবনু উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (১৪৬হি.)।

(১১) ওবাইদুল্লাহ ইবনু ওমর ইবনু হাফছ ইবনু ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (১৪৭হি.) প্রমুখ।

ছাহাবীদের যুগের তুলনায় তাবেঈদের যুগে লেখনীর হার বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেননা জ্ঞানের চর্চা বৃদ্ধির ফলে এ যুগে বড় বড় শহরগুলোতে শিক্ষাগার গড়ে উঠতে শুরু করে। ফলে শিক্ষকগণের নিকট থেকে ছাত্ররা জ্ঞান লিপিবদ্ধ করতে লাগলেন।[৩৯] এ যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ :

(ক) হাদীছ বর্ণনার প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছিল, সনদও সম্প্রসারিত হয়েছিল। ফলে বর্ণনারকারীদের নাম, উপনাম, বংশধারাও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

(খ) বেশীর ভাগ হাদীছের হাফেয ছাহাবী এবং প্রথম স্তরের তাবেঈদের মৃত্যু ঘটেছিল। ফলে অনেক হাদীছ হারিয়ে যাওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়।

(গ) লেখনীর প্রচলন শুরু হওয়ায় এবং বহুমুখী জ্ঞানের চর্চা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের মুখস্থশক্তি দুর্বল হ'তে থাকে।

(ঘ) দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত তথা নব উদ্ভাবন, দুষ্টমতি মানুষের আবির্ভাব এবং মিথ্যা বলার প্রচলন শুরু হয়। ফলে সুন্নাহ রক্ষার স্বার্থে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক হয়ে ওঠে।

---

৩৪. তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৪৫-৪৮।

৩৫. জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ১ম খণ্ড, ৩১১-৩১৬; তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৯৯-১০৮।

৩৬. ড. ফুয়াদ সেযগীন, তারীখুত তুরাছ আল-আরাবী, ১/১৫৮-১৬০; ড. আকরাম যিয়া আল-উমরী, বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃ. ২৩০-২৩১)। এ সকল পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত না হ'লেও অধিকাংশই সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে দিমাশকের যাহিরিয়া লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

৩৭. ইবনু নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ২৭৯; তারীখুত তুরাছ আল-আরাবী, ১/১৬৫।

৩৮. ইয়া'কূব আল-ফাসাভী, আল-মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ (বৈরূত : মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮১খৃ.), ১/১৬৬, ২/১৪২, ৪৪৩; জামালুদ্দীন আল-মিযযী, তাহযীবুল কামাল (বৈরূত : মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮০খৃ.), ২৬/৪১০; তাহযীবুত তাহযীব, ৯ম/৪৪২।

৩৯. ড. মুহাম্মাদ ইবনু মাত্বার আয-যাহরানী, তাদভীনুস সুন্নাহ আন-নববিইয়াহ : নাশআতুহু ওয়া তাত্বাওউরুহু (মদীনা : দারুল খুযাইরী, ১৯৯৮খ্রি.), পৃ. ৯৫।

এভাবে ছাহাবী এবং তাবেঈদের যুগে মূলতঃ হিফযের মাধ্যমে হাদীছ সংরক্ষিত হ'লেও স্বল্পাকারে লেখনীর চর্চা শুরু হয়েছিল। তবে সেটাকে নিয়মতান্ত্রিক বা আনুষ্ঠানিক লেখনী বলা যায় না। ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী (৮৫২হি.) বলেন, علم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين أحدهما إنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم وثانيهما لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة 'জেনে রাখ যে, আল্লাহ আমাদের সকলকে অবগত করেছেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছসমূহ ছাহাবী এবং জ্যেষ্ঠ তাবেঈদের যুগে গ্রন্থাবদ্ধ এবং সুবিন্যাস্ত আকারে সংরক্ষিত ছিল না। দু'টি কারণে এটি ঘটেছিল। প্রথমতঃ তারা প্রাথমিক যুগের মানুষ ছিলেন, যে সময় তাদেরকে কুরআনের সাথে মিশ্রণের আশংকায় হাদীছ লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ তাদের ব্যাপক মুখস্থ দক্ষতা ও মস্তিস্কের সম্প্রসারতা এবং সেই সাথে লেখনীতে অপারদর্শিতা'।[৪০]

(ক্রমশঃ)

---

৪০. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী (মুকাদ্দামা, হাদিয়ুস সারী), ১/৬।

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজি: নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রো'গীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ূ নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
সিল্ক সিটি ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স

ডক্টরস্ টাওয়ার, (মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে) সিপাইপাড়া, জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭০০২৮ মোবা : ০১৩১১-০০৪৮৪৮
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুখপত্র, ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক আত-তাহরীক ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি রাজনীতি-অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল বিষয়ে পত্রিকাটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে আসছে। আপোষহীন ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে শিরক ও বিদ'আতমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে। অতএব আত-তাহরীক-এর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করা এবং বাংলার ঘরে ঘরে নির্ভেজাল এই দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

দেশ-বিদেশের সকল পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আমাদের নিবেদন, আত-তাহরীক নিজে পড়ুন, অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন এবং ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসাবে পরিচিতজনদের মাঝে নিয়মিতভাবে বিতরণ করুন। মনে রাখবেন 'আপনার মাধ্যমে যদি একজন মানুষও হেদায়াত লাভ করে, সেটি আপনার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট লাল উট কুরবানী করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ হবে' (বুখারী হা/২৯৪২)। তাছাড়া হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির আমলের সমপরিমাণ নেকীও আপনার আমলনামায় যোগ হবে' (মুসলিম হা/১০১৭)। সুতরাং আত-তাহরীক বিতরণের মাধ্যমে আপনিও হ'তে পারেন কলমী জিহাদের গর্বিত অংশীদার। আপনার প্রেরিত নিয়মিত/অনিয়মিত অনুদানে মাসিক আত-তাহরীক পৌঁছে যাবে দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে। শিরক-বিদ'আতের জাহেলিয়াত থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ খুঁজে পাবে চিরন্তন হেদায়াতের দিশা ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

অনুদান প্রেরণের ঠিকানা : মাসিক আত-তাহরীক, হিসাব নং এসএনডি ০০৭১২২০০০০১১৫, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। বিকাশ নং : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০। (বিঃ দ্রঃ অনুদান প্রেরণের পর আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ রইল)।

সার্বিক যোগাযোগ : মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০, ০১৭১৭-৫০৬৮৬৫।
পত্রিকা সংক্রান্ত যেকোন পরামর্শ প্রদানের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২, ইমেইল : tahreek@ymail.com

গীবত : পরিণাম ও প্রতিকার

-*আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

(২য় কিস্তি)

গীবত অতীব ভয়ংকর গুনাহ। কিন্তু দুই ধরনের গীবত আরো বেশী ভয়াবহ। তন্মধ্যে একটি হ'ল আলেম-ওলামার গীবত এবং অপরটি হ'ল মৃত মানুষের গীবত।

১. আলেমদের গীবত করা :

আলেমদের গীবত দুই রকমের। (১) সাধারণ মানুষ কর্তৃক আলেমদের নিন্দা বা গীবত করা এবং (২) আলেম কর্তৃক অপর মানুষের দোষকীর্তন করা। উভয়টাই মারাত্মক এবং দ্বীন-দুনিয়া উভয়ের জন্য ক্ষতিকর।

এক- নবী-রাসূলগণের পরে হকপন্থী আলেমগণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। সাধারণ কোন মানুষের চেয়ে তাদের মর্যাদা অনেক বেশী। কেননা তারা নবীদের ওয়ারিছ বা উত্তরাধিকারী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ، كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ، إِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، 'আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা তেমন, তারকারাজির উপর চাঁদের মর্যাদা যেমন। নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিছ বা উত্তরসূরী। নবীরা কোন দীনার-দিরহামের ওয়ারিছ রেখে যান না; বরং তারা ইলমের ওয়ারিছ রেখে যান। যে ব্যক্তি সেই জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে, সে প্রভূত কল্যাণ লাভ করেছে'।[১] সুতরাং আলেমদের মান-মর্যাদা যেহেতু বেশী, তাই তাদের পরনিন্দায় পাপের ভয়াবহতাও বেশী।

সাধারণ মানুষের গীবত করা মৃত মানুষের গোশত ভক্ষণের মতো জঘন্য পাপ। কিন্তু আলেমগণের গোশত আরো বিষাক্ত। তাদের গীবত করলে বান্দার ঈমান ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। ইহ ও পরকালে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, لحوم العلماء مسمومة، مَن شمَّها مرض، ومَن أكلها مات؛ 'আলেমদের গোশত বিষাক্ত। যে ব্যক্তি এর ঘ্রাণ নিবে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর যে ব্যক্তি এটা ভক্ষণ করবে সে মৃত্যুবরণ করবে'।[২]

একবার এক ব্যক্তি হাসান ইবনে যাকওয়ান (রহঃ)-এর কাছে এসে জনৈক আলেমের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের কথা বলা শুরু করল। ইবনে যাকওয়ান (রহঃ) তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, مَهْ لَا تَذْكُرِ الْعُلَمَاءَ بِشَيْءٍ فَيُمِيتُ اللهُ قَلْبَكَ، 'থামো! আলেমদের কোন দোষ বর্ণনা করবে না; তাহ'লে আল্লাহ তোমার অন্তরের মৃত্যু ঘটাবেন'।[৩] ইবনু আসাকির (রহঃ) বলেন, إن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، 'যে ব্যক্তি আলেম-ওলামার সমালোচনায় স্বীয় জিহ্বাকে প্রবৃত্ত করবে, আল্লাহ তার দৈহিক মৃত্যুর আগেই অন্তরের মৃত্যু দিয়ে তাকে পরীক্ষা করবেন'।[৪]

আবুবকর খাওয়ারিযমী (রহঃ) বলেন, اعلم أن درجة العلماء من أمة محمد صلّى الله عليه وسلم...وكرامتهم عظيمة، ولحومهم مسمومة من شمها مرض، ومن أكلها سقم، وأوصيكم معشر الناس والملوك بالعلماء خيرا، فمن عظمهم فقد عظم الله سبحانه وتعالى ورسوله، ومن أهانهم فقد أهان الله تعالى ورسوله، أولئك ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصفوة الأولياء، شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، 'জেনে রেখো! উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে আলেমগণের সম্মান ও মর্যাদা অতি উচ্চমানে। তাঁদের গোশত বিষাক্ত। যে এই গোশতের ঘ্রাণ নিবে, সে অসুস্থ হয়ে যাবে। যে তা ভক্ষণ করবে, সে আরো মারাত্মকভাবে অসুস্থ হবে। আমি মানবজাতি ও শাসকদেরকে অছিয়ত করছি- তারা যেন ওলামায়ে কেরামের সাথে সদ্ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি তাদেরকে সম্মান করবে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সম্মান করবে। আর যে তাদেরকে অপমান ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অপমান করবে। কারণ তাঁরা নবী-রাসূলদের ওয়ারিছ ও আল্লাহ্র অলীদের শ্রেষ্ঠ দল। তাদের সিলসিলা অতি পবিত্র। কুরআনের ভাষায় তাদের মূল সুদৃঢ় এবং শাখা আকাশে উত্থিত'।[৫]

সুতরাং আলাপ-আলোচনায়, গল্প-আড্ডায় এবং সোস্যাল মিডিয়ায় আলেমদের ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করা অন্যান্য কবীরা গুনাহের চেয়েও অনেক প্রভাব বিস্তারকারী মহাপাপ। কেননা এর প্রভাব শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তাদের সমালোচনায় লিপ্ত হ'লে জনসাধারণের হৃদয়ে তাদের ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। ফলে জনগণ আলেমদের বর্জন করার সাথে সাথে তাদের উপকারী ইলম থেকেও নিজেদের বঞ্চিত করে বসেন। তবে কোন আলেম যদি শিরক-বিদ'আত ও ভ্রষ্টতার দিকে মানুষকে আহ্বান করে, তবে তাদের থেকে জনগণকে সতর্ক করা অন্যান্য আলেমদের ওপর ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এটা ব্যক্তি পর্যায়ের দোষ নয়; দ্বীনী পর্যায়ের ত্রুটি। ফলে এটা হারাম গীবতের মধ্যে গণ্য হবে না।

---

* *এম.এ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *আবূদাঊদ হা/৩৬৪১; তিরমিযী হা/২৬৮২; মিশকাত হা/২১২।*

২. *আব্দুল বাসেত আল-আলমাভী, আল-মু'ঈদ ফী আদাবিল মুফীদ ওয়াল মুস্তাফীদ, পৃ. ৭১।*

৩. *ইবনু আবিদ্দুনয়া, আছ-ছাম্তু, পৃ. ২৬৮।*

৪. *ইবনুল আযরাক্ব, বাদাই'উস সুলূক, ১/৩৯০।*

৫. *আবূ বকর খাওয়ারিযমী, মুফীদুল 'উলূম ওয়া মুবীদুল হুমূম, পৃ. ৩২৯।*

www.at-tahreek.com

দুই- আলেম কর্তৃক অন্য কারো নিন্দা করা দ্বীন-দুনিয়া উভয়ের জন্য হুমকি স্বরূপ। কারণ সমাজের মানুষ আলেম-ওলামাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন এবং তাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করে থাকেন। সেই আলেমরাই যখন শারঈ কোন ওযর ছাড়া অন্যায়ভাবে অন্যের দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করেন, তখন সাধারণ মানুষ আশাহত হয়ে যায় এবং তাদের কাছ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয়। শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, غيبة العلماء تؤدي إلى احتقارهم وسقوطهم من أعين الناس، وبالتالي إلى احتقار ما يقولون من شريعة الله، وعدم اعتبارها، وحينئذ تضيع الشريعة بسبب غيبة العلماء، ويلجأ الناس إلى جهال يفتون بغير علم، ‘আলেম-ওলামারা গীবত করলে সাধারণ মানুষের কাছে তারা অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হন এবং তাদের মর্যাদাহানি হয়। উপরন্তু তারা শরী‘আতের যে কথা বলেন, তার প্রতি মানুষের ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং তাদের কথার মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণের আগ্রহ থাকে না। মূলতঃ আলেমদের দোষ চর্চা করার কারণে শরী‘আতের মর্যাদা বিনষ্ট হয়। তখন মানুষ এমন সব জাহেল-মূর্খদের দারস্থ হয়, যারা না জেনে ফৎওয়া দিয়ে থাকে’।[৬] তিনি আরো বলেন, غيبة العلماء أعظم بكثير من غيبة غير العلماء، لأن غيبة غير العلماء غيبة شخصية، إن ضرت فإنها لا تضر إلا الذي اغتاب والذي قيلت فيه الغيبة، لكن غيبة العلماء تضر الإسلام كله؛ لأن العلماء حملة لواء الإسلام، فإذا سقطت الثقة بأقوالهم؛ سقط لواء الإسلام، وصار في هذا ضرر على الأمة الإسلامية، ‘সাধারণ মানুষের গীবতের চেয়ে আলেমদের গীবতের ভয়াবহতা বেশী। কেননা সাধারণ মানুষের গীবত ব্যক্তি পর্যায়ে হয়ে থাকে। এই গীবতের মাধ্যমে শুধু গীবতকারী এবং যার দোষ বর্ণনা করা হয় তার ক্ষতি হয় (অন্য কারো কোন ক্ষতি হয় না)। কিন্তু আলেমদের গীবত পুরো ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। কেননা আলেমগণ ইসলামের পতাকা বহনকারী। তাদের কথা-বার্তা বা পরনিন্দার মাধ্যমে (জনগণের কাছে তাদের) বিশ্বস্ততা যখন লোপ পেয়ে যায়, তখন ইসলামের নিশান ভূলুণ্ঠিত হয়। ফলে এই ক্ষতি গোটা মুসলিম উম্মাহ্র উপর আপতিত হয়’।[৭]

ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, ‘সবচেয়ে খারাপ গীবত হ’ল বক্তা ও ওলামায়ে কেরামের গীবত। কেননা তারা সাধু সেজে নিজেদের মাক্বছাদ প্রকাশ করে। আর মানুষ মনে করে তারা গীবত করছে না। অথচ তিনি অজ্ঞতার মধ্যে নিমগ্ন। তার জানা নেই তিনি একই সময়ে দুই গুনাহ করছেন- (১) গীবত ও (২) রিয়া। তার সামনে যখন কোন ব্যক্তির আলোচনা করা হয়, তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্র শুকরিয়া যে, তিনি আমাদের বাদশাহ্র দরবারে আসা-যাওয়ার পরীক্ষা থেকে নিরাপদ রেখেছেন, অথবা বলেন, দুনিয়া অর্জনের লাঞ্ছনা থেকে আমাদের হেফাযত করেছেন অথবা দো‘আয় বলেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে অমুকের নির্লজ্জতা ও অসম্মান থেকে রক্ষা করুন। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হচ্ছে অপরের দোষ প্রকাশ করা। তিনি শুকরিয়া আদায় বা দো‘আ করলেও শোকর ও দো‘আ কোনটিই তার মূল উদ্দেশ্য থাকে না।

কখনো কখনো কোন ব্যক্তির গীবত করার উদ্দেশ্যে তার প্রশংসা করা হয়। যেমন- অমুক ব্যক্তি কতই না ভালো! অমুক অনেক ইবাদত করে, তবে তার মধ্যে একটি খারাপ অভ্যাস রয়েছে, এমনকি আমাদের মধ্যেও রয়েছে, তা হচ্ছে ধৈর্য কম থাকা। লক্ষ্য করুন! বাহ্যত এ কথার মাধ্যমে তিনি নিজের নিন্দা করছেন; কিন্তু লক্ষ্য হচ্ছে অপরের দোষ বলা। কিন্তু তিনি এমন পন্থা অবলম্বন করেছেন যে, শ্রোতারা বক্তার ইখলাছ ও নিজেকে ছোট মনে করা দেখে ভাবেন তিনি কতই না পরহেযগার! অথচ বাস্তবে এই বক্তা তিনটি গুনাহে লিপ্ত (১) গীবত (২) রিয়া ও (৩) আত্মপ্রশংসা।[৮]

সুতরাং হকপন্থী আলেম-ওলামার অবশ্য কর্তব্য হ’ল অপরের নিন্দা ও দোষ চর্চা থেকে বেঁচে থাকা। কেননা আলেমগণ গীবতে লিপ্ত হ’ল প্রকারান্তরে তারা দ্বীন ইসলামের ক্ষতিসাধন করেন। গীবতকারী আলেমরা মানুষের কাছে নিন্দিত হন এবং তাদের দ্বীনী উপদেশও জনগণের কাছে উপেক্ষিত হয়। ফলে আলেমের ব্যক্তিগত দোষের কারণে দ্বীনের ক্ষতি হয়ে যায় অনেক বেশী।

২. মৃত মানুষের গীবত করা :

মৃত মানুষের দোষ-ত্রুটি চর্চা করার ভয়াবহতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। কারণ গীবত নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি মৃত মানুষের নিন্দা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলাদাভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ، وَلَا تَقَعُوا فِيهِ، ‘তোমাদের কোন সঙ্গী মারা গেলে তাকে ছেড়ে দাও। তার সম্পর্কে কোন কটূক্তি করো না’।[৯] আযীমাবাদী (রহঃ) বলেন, ولا شك أن غيبة المسلم الميت أفحش من غيبة الحي وأشد؛ لأن عفو الحي واستحلاله ممكن، بخلاف الميت؛ ‘নিঃসন্দেহে জীবিত মানুষের গীবত করার চেয়ে মৃত মুসলিমের গীবত করা অধিকতর খারাপ ও ভয়াবহ। কেননা জীবিত মানুষের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া এবং মীমাংসা করে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু মৃত মানুষের ব্যাপারে সেই সুযোগটা থাকে না’।[১০]

---

৬. ওছায়মীন, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ২১/৪৩; ফাতাওয়া নূরুন ‘আলাদ-দার্ব ২/১২।
৭. ওছায়মীন, শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন, ১/২৫৬।
৮. গাযালী, ইহ্ইয়াউ ‘উলূমিদ্দীন, ৩/১৪৫-১৪৬।
৯. আবূদাঊদ হা/৪৮৯৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৯৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৮২; সনদ ছহীহ।
১০. আওনুল মা‘বূদ ১৩/২৪২।

তবে মৃত ব্যক্তি যদি কোন অন্যায় বা পাপের প্রচলন করে এবং তার প্রভাব জীবিতদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়, তবে জীবিতদের সতর্ক করার জন্য সেই মৃত ব্যক্তির অন্যায় কাজের সমালোচনা করা ওয়াজিব। ইমাম মানাভী (রহঃ) বলেন, إن غيبَة الْمَيِّت أشدّ من غيبَة الْحَيّ وَهَذَا مَا لم يَتَرَتَّب على ذكره بالسوء مصلحَة وَإِلَّا كالتحذير من بدعته فَهُوَ جَائِز بل وَاجب، 'জীবিত ব্যক্তির চেয়ে মৃত ব্যক্তির গীবত করা অধিক ভয়াবহ। এই গীবত শুধু তখনই না জায়েয হবে যখন মৃত ব্যক্তির দোষ বর্ণনাতে কোন সংশোধনের উদ্দেশ্য থাকে না। অন্যথা তার (মৃত ব্যক্তির) বিদ'আত বা অন্যায় কাজ থেকে সতর্ক করা (এবং এর জন্য সমালোচনা করা) শুধু বৈধই নয়; বরং ওয়াজিব'।[১১]

গীবতের কারণ সমূহ

নানাবিধ কারণে মানুষ গীবতের মতো জঘন্য পাপে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। নিম্নে কতিপয় কারণ ধারাবাহিকভাবে আলোকপাত করা হ'ল-

১. আল্লাহ্র ভয় কম থাকা :

যেকোন পাপ সংঘটিত হওয়ার মূল কারণ হ'ল আল্লাহ্র ভয় না থাকা। যদি কারো হৃদয়ে আল্লাহভীতির চিহ্ন থাকে, তাহ'লে তিনি কখনোই গীবতের মত জঘন্য পাপে জড়াবেন না। কিন্তু বাহ্যিক পরহেযগার যদি অন্যায়ভাবে গীবত চর্চা করেন, তাহ'লে তার তাক্বওয়া পূর্ণাঙ্গ নয় বলে প্রমাণিত হয়। ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَتَّقِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ مَا قَالَ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না, সে যা তা বলে ফেলে'।[১২]

কিন্তু বান্দা যখন আল্লাহ্র ভয়ে ভীত থাকে, তখন সে মেপে মেপে কথা বলে। পরনিন্দা করতে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। কেননা আল্লাহ বলেছেন, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ- 'যখন দু'জন ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমলনামা লিপিবদ্ধ করে। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে' *(ক্বা-ফ ৫০/১৭-১৮)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরকুল শিরোমণি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, يَكْتُبُ كُلَّ مَا تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَكْتُبُ قَوْلَهُ: أَكَلْتُ، شَرِبْتُ، ذَهَبْتُ، جِئْتُ، رَأَيْتُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْخَمِيسِ عَرَضَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ، 'সে ভালো-মন্দ যা কিছু বলে সব লিখে নেওয়া হয়। এমনকি 'আমি খেয়েছি, পান করেছি, গিয়েছি, এসেছি, দেখেছি' তার এই কথাগুলোও লেখা হয়। তারপর বৃহস্পতিবারে তার কথা ও আমল (লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা আল্লাহ্র সামনে) পেশ করেন'।[১৩]

২. অলস-অবসর ও বেকারত্ব :

সবচেয়ে বেশী গীবত চর্চা হয় অবসর সময়ে। মানুষের যখন কর্ম ব্যস্ততা থাকে না, তখন সে অবসর পায়। আর এই অবসর সময় অতিবাহিত করার জন্য চলে যায় গল্পের আড্ডায়, চা স্টলে, ক্লাবে, রাস্তার মোড়ে, হাট-বাজারে অথবা ইন্টারনেটের সুবিস্তৃত প্রান্তরে। শুরু হয় অপ্রয়োজনীয় গাল-গল্প। এক পর্যায়ে মুখরোচক কথায় মানুষের নিন্দা ও দোষকীর্তন শুরু হয়ে যায়। চায়ের চুমুকে চুমুকে গীবতের চর্চা হয়। দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, আল্লাহ্র ঘর মসজিদে গীবত করতেও তাদের বুক কেঁপে উঠে না। ছালাতের পরে মুসলিম ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের মহোৎসবে মেতে উঠে। মহিলারাও পিছিয়ে নেই; বরং তারা অবসর সময়ে গীবত চর্চাতে পুরুষের চেয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে থাকে।

তাছাড়া অবসর সময়গুলোতে মিডিয়া পাড়াও মুখরিত হয়ে উঠে পরনিন্দার অনুশীলনে। কোথায় কে কি করেছে বা না করেছে- তা সুনিপুণভাবে ফুটে ওঠে গীবতকারীর স্ট্যাটাসে। শুরু হয় লাইক-কমেন্ট আর শেয়ারের উম্মাতাল ঝড়। যেন সবাই পাপের ভাগ-বাটোয়ারাতে উঠে পড়ে লেগেছে। জাহান্নামের পথে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলছে। তাই তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ 'অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় নিপতিত হয় দু'টি নে'মতের ব্যাপারে: সুস্বাস্থ্য এবং অবসর'।[১৪]

৩. অধিক ঠাট্টা-মশকরা করার প্রবণতা :

অনেক সময় হাসি-তামাশা ও ঠাট্টা-মশকারার মাধ্যমে পরনিন্দা করা হয়। মানুষের শারীরিক গঠন, কথার ভঙ্গি, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়ি-গাড়ি প্রভৃতি নিয়ে আমরা মজা করার চেষ্টা করি। যেন আমরা হেসে-খেলে নিজের দেহকে আগুনের খোরাক বানাচ্ছি। গীবতের বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, اللعب والهزل والمطايبة وَتَزْجِيَةُ الْوَقْتِ بِالضَّحِك فَيذكر عيوب غيره بِمَا يضحك الناس على سبيل المحاكاة ومنشؤه التكبر والعجب، 'ক্রীড়া-কৌতুক, ঠাট্টা-রসিকতা এবং কৌতুক-মশকরায় সময় কাটানোর জন্য গীবত করা হয়। মানুষকে হাসানোর জন্য অঙ্গ-ভঙ্গি নকল করে অপরের দোষ বর্ণনা করা হয়। মূলতঃ এর উৎপত্তি স্থল হ'ল অহংকার ও দাম্ভিকতা'।[১৫]

---

১১. *মানাভী, আত-তায়সীর শারহু জামি'ইছ ছাগীর ১/১৪২।*
১২. *ইবনু হাযম, হাজ্জাতুল ওদা', পৃ. ৩৮৪।*
১৩. *তাফসীর ইবনে কাছীর ৭/৩৯৯; ফাৎহুল ক্বাদীর ৫/৯৩।*
১৪. *বুখারী হা/৬৪১২; মিশকাত হা/৫১৫৫।*
১৫. *গাযালী, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ৩/১৪৭।*

৪. আত্মমর্যাদা ও অহমিকা :

অহংকার ও আত্মমর্যাদাবোধ মানুষের বিবেকের চোখ অন্ধ করে দেয়। তখন সে মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে থাকে এবং নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে থাকে। যেমন কারো সম্পর্কে বলা সে তো মূর্খ, কিছুই বোঝে না। এই কথার উদ্দেশ্য হ'ল তার চেয়ে আমি বেশী জানি। মূলতঃ বুদ্ধি-বিবেক লোপ পাওয়ার কারণে সে অন্যের দোষকীর্তন করে থাকে। মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন (রহঃ) বলেন, مَا دَخَلَ قَلْبَ امْرِئٍ شَيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ قَطُّ إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَقْلِهِ بِقَدْرِ مَا دَخَلَ مِنْ ذَلِكَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ 'কখনো যদি কারো হৃদয়ে সামান্য অহমিকাও প্রবেশ করে, তাহ'লে সেই পরিমাণ তার বিবেক লোপ পায়, সেটা কম হোক বা বেশী হোক'।[১৬] সুতরাং যে নিজেকে অনেক বড় কিছু মনে করবে, নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে, অথবা কারো ব্যাপারে মনে ঘৃণা পুষে রাখবে, নিশ্চিতভাবে তার মাধ্যমে গীবত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

৫. রাগ ও প্রতিশোধ :

রাগ মানুষকে অনেক নীচে নামাতে পারে। রাগের বশবর্তী হয়ে মানুষ অনেক অস্বাভাবিক কাজ করে ফেলতে পারে। রাগের কারণে মুখের ভাষা বল্গাহীন হয়ে যায় এবং মুখ দিয়ে বেফাঁশ কথা-বার্তা বের হয়। মনের ঝাল মিটানোর জন্য অন্যের দোষ-ত্রুটি নিয়ে লাগামহীন কথা বলা হয়। সেজন্য ভিন্নমত পোষণকারী, শত্রু ও অসদাচরণকারীর উপর রেগে গিয়ে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যাওয়া থেকে সাবধান থাকা উচিত। কারণ শয়তান রাগের সুযোগে বান্দার উপর আক্রমণ করে বসে এবং তার মাধ্যমে গীবত করিয়ে নেয়। আর মানুষ যখন রাগের আগুনে দগ্ধ হয়, তখন সে পশুর মত প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, أَوْصِنِي يَا رَسُولَ اللهِ ' হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে অছিয়ত করুন'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, لَا تَغْضَبْ 'তুমি রাগ করো না'। অপর বর্ণনায় এসেছে, লোকটা কয়েকবার প্রশ্ন করলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেকবার একই জবাব দেন যে, রাগ করো না। রাবী বলেন, فَفَكَّرْتُ حِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ، فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখলাম, রাগ সব ধরনের অনিষ্টকারির মূল'।[১৭] জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, الْغَضَبُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ 'রাগ সকল অকল্যাণের চাবিকাঠি'।[১৮] ইবনে তীন (মৃ. ৬১১ হি.) বলেন, جَمَعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ لَا تَغْضَبْ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِأَنَّ الْغَضَبَ يؤول إِلَى التَّقَاطُعِ وَمَنْعِ الرِّفْقِ وَرُبَّمَا آلَ إِلَى أَنْ يُؤْذِيَ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِ فَيُنْتَقَصُ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ، 'রাগ করো না, এই উপদেশের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণকে একত্রিত করেছেন। কেননা রাগ সম্পর্কচ্ছেদের দিকে ধাবিত করে এবং কোমলতা থেকে বঞ্চিত রাখে। কখনো কখনো রোষানলে পতিত ব্যক্তির ক্ষতি করতে প্ররোচিত করে। ফলে দ্বীনদারিতা চরমভাবে হ্রাস পায়'।[১৯] এই বিষয়টি সবার কাছে পরীক্ষিত যে, অনেক সময় মানুষ রাগের বশবর্তী হয়ে এবং প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে পরনিন্দা করে থাকে।

৬. শত্রুতা ও হিংসা :

গীবতের একটি প্রত্যক্ষ কারণ হ'ল শত্রুতা ও হিংসা। শত্রুর দোষ-ত্রুটি যত সামান্যই হোক তা প্রকাশ করে গীবতকারী মনের ঝাল মেটানোর চেষ্টা করে। অনুরূপভাবে হিংসার আগুন পরনিন্দার প্রবণতাকে উসকে দেয়। ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, 'হিংসার কারণে মানুষ গীবতে লিপ্ত হয়। সে যখন কাউকে দেখে যে, সবাই তার প্রশংসা করে এবং সম্মান করে তখন সে হিংসায় জ্বলে যায় এবং অন্য কোন কিছুর ক্ষমতা না থাকায় তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করতে থাকে, যেন তার প্রশংসা ও সম্মান না করা হয়। সে কামনা করে মানুষের মাঝে তার মর্যাদা না থাকুক, যাতে মানুষ তাকে সম্মান করা থেকে বিরত থাকে। কেননা মানুষের মুখে ঐ ব্যক্তির প্রশংসা শোনা তার কাছে অনেক কঠিন মনে হয়। এটাই হিংসা। এটা রাগ বা ক্ষোভ না। কারণ যার উপর রাগ করা হয় তার থেকে কোন অপরাধ দাবী করা হয় না। পক্ষান্তরে হিংসা উত্তম বন্ধু ও নিকটাত্মীয়দের সাথেও হয়ে থাকে'।[২০]

৭. অন্যের প্রতি কুধারণা :

কুধারণাকে বলা হয় মনের গীবত। কারো ব্যাপারে মনে খারাপ ধারণা তৈরী হ'লে পরনিন্দার দুয়ার খুলে যায়। কুধারণার ভিত্তিতে করা গীবতের ভয়াবহতা বেশী। কারণ সাধাণভাবে গীবত হ'ল ব্যক্তির মাঝে যে দোষ-ত্রুটি বাস্তবেই থাকে, সেই বাস্তবসম্মত বিষয়টিই অন্যের কাছে বলে ফেলা গীবত। কিন্তু কুধারণার মাধ্যমে অধিকাংশ সময় ব্যক্তির মাঝে যে দোষ নেই তা কল্পনা করা হয় এবং সন্দেহমূলকভাবে তা অন্যের কাছে প্রচার করা হয়। সেজন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা হুজুরাতে কুধারণা পোষণ করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ 'তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক! কেননা ধরণা করে কথা বলা সবচেয়ে বড় মিথ্যা'।[২১] ইবনু রাসলান বলেন, يجب عليك السكوت بقلبك عن سوء

১৬. *ইবনু আবিদ্দুনয়া, আত-তাওয়াযু' ওয়াল খুমূল, পৃ. ২৭২।*
১৭. *আহমাদ হা/২৩১৭১; বুখারী হা/৬১১৬; ছহীহুত তারগীব হা/২৭৪৬; সনদ ছহীহ।*
১৮. *ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৩৬৩।*
১৯. *আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী ১০/৫২০।*
২০. *ইহয়াউ 'উলূমিদ্দীন, ৩/১৭৪।*
২১. *বুখারী হা/৬০৬৪; মুসলিম হা/২৫৬৩।*

الظن، فإن سوء الظن بالمسلم غيبة بالقلب، وهي منهي عنها، ‘কুধারণা থেকে বিরত থেকে তুমি তোমার অন্তরকে নীরব রাখ। কেননা মুসলিমের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা অন্তরের গীবত। আর এটা নিষিদ্ধ’।[২২]

৮. নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে না তাকানো :

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। কম-বেশী সবার মাঝে দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান। কিন্তু যারা নিজেদের দোষ-ত্রুটির দিকে নযর দেয় না এবং নিজেকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, তারাই অপরের নিন্দাবাদে বেশী তৎপর থাকে। তাই তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ، وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي عَيْنِهِ، ‘তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের চোখে সামান্য খড়-কুটো দেখতে পায়, কিন্তু নিজের চোখে আস্ত গাছের গুঁড়ি দেখতে ভুলে যায়’।[২৩] অর্থাৎ মানুষ অন্যের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক বড় করে দেখে এবং সেগুলো নিয়ে গীবতে লিপ্ত হয়। কিন্তু নিজের মধ্যে যে তার চেয়ে শতগুণ মারাত্মক ত্রুটি আছে সেদিকে তার কোন ভ্রূক্ষেপ থাকে না।

৯. উর্ধ্বতন ব্যক্তির নৈকট্য কামনা :

বিভিন্ন অফিস-আদালত ও সংগঠনে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বা নেতার কাছে ভালো সাজার জন্য অন্যের দোষ চর্চা করা কিছু মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। অন্যকে অযোগ্য প্রমাণিত করে নিজেকে উপযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে উপস্থাপনের কোশেশ থেকে এই গীবতের উৎপত্তি হয়। আবার কখনো নিজের দোষ ঢাকার জন্য গীবত করা হয়, যাতে নিজের ত্রুটিকে হালকা প্রমাণিত করা যায়।

ইমাম গাযালী বলেন, ‘গীবতকারী যখন বুঝতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি উচ্চপদস্থ লোকের কাছে তার দোষ বর্ণনা করবে বা তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে, তখন সে পূর্ব থেকেই ঐ লোকের দোষ বর্ণনা করা শুরু করে, যাতে তার সম্পর্কে কিছু বলা হ’লে সেটা শোনার মতো অবস্থা না থাকে। অথবা সত্য বিষয়গুলো দিয়ে আলোচনা শুরু করে, যাতে পরবর্তীতে মিথ্যা বলতে পারে। তখন প্রথম সত্যের সাথে মিথ্যা চালিয়ে দিবে। আবার কখনো কখনো সে নিজের দোষ থেকে নির্দোষ হওয়ার জন্য অন্যের গীবত করে। এমতাবস্থায় অপর ব্যক্তির নাম নিয়ে বলা হয়- সেও তো এরকম করেছে কিংবা এ কাজে সেও আমার সাথী ছিল’।[২৪]

১০. গীবতের মজলিসে বসা এবং গীবতের পরিবেশে বেড়ে ওঠা :

পরিবেশ ও সঙ্গের মাধ্যমে প্রভাবিত হওয়া মানুষের স্বভাব। বিবেকের লাগাম টেনে এটাকে যদি নিয়ন্ত্রণে না রাখা যায়, তাহ’লে বন্ধু-বান্ধব ও আশ-পাশের লোকের প্রভাবে পরনিন্দার ঘেরাটোপে আটকে যাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া গীবতের পরিবেশে বেড়ে উঠলে গীবতকে পাপ মনে করার মানসিকতা লোপ পেয়ে যায়। ইমাম গাযালী বলেন, ‘অন্যের দেখাদেখি এবং তার সুরের সাথে সুর মিলানোর জন্য অনেকে গীবতে লিপ্ত হয়। আপন সঙ্গী কারো ব্যাপারে মন্দ আলোচনা করলে সে মনে করে তার মতো না বললে সে বুঝি বেজার হয়ে যাবে কিংবা বন্ধুত্ব ছেড়ে দিবে। তখন সে তার বন্ধুর কথার ন্যায় কথা বলতে থাকে এবং এটাকে সামাজিকতা মনে করে। সে মনে করে এর মাধ্যমে সে পরিবেশের সাথে তাল মিলাচ্ছে। অনেক সময় সঙ্গী-সাথীরা কারো প্রতি রাগ দেখালে সেও তার ওপর রাগ দেখায়, সে তার বন্ধুদের একথা বুঝাতে চায় যে, বিপদ-আপদে, দুঃখ-কষ্টে সর্বদা সে তাদের সাথেই আছে’।[২৫]

গাযালী (রহঃ)-এর কথাটা যে কতটা বাস্তবসম্মত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেক সময় আমরা শুধু মুখ রক্ষার স্বার্থে, সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এবং সামাজিকতা বজায় রাখার নিমিত্তে গীবত চর্চা করি। এমনকি কখনো কখনো গীবত অপসন্দ করা সত্ত্বেও ঈমানী দুর্বলতার কারণে এখান থেকে নিজেকে বের করে আনতে পারি না। অথচ আমরা জানি গীবত করা যেমন মহাপাপ, তেমনি মুগ্ধ হয়ে গীবত শোনা এবং তাতে সায় দেওয়াও পাপ। মহান আল্লাহ আমাদের গীবত করা এবং শোনা থেকে হেফাযত করুন। গীবতকারী ও গীবতের পরিবেশ থেকে আমাদেরকে যোজন যোজন দূরে রাখুন- আমীন!

[চলবে]

২২. ইবনু রাসলান আর-রাম্লী, শরহ সুনান আবী দাঊদ ১৯/১৩৯।
২৩. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৭৬১; ছহীহুল জামে‘ হা/৮০১৩।
২৪. ইহ্য়াউ ‘উলূমিদ্দীন ৩/১৪৬-১৪৭।
২৫. ঐ ৩/১৪৬।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭১৫ ৭৬০৩৪৩

নিজস্ব মৌচাক থেকে সংগ্রহকৃত মধু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এবং দেশী কালোজিরা থেকে সংগ্রহকৃত কালোজিরার তেল খুচরা এবং পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগ : সেফ সতেজ, সেফ সতেজ সুপার মার্কেট সারদা বাজার, চারঘাট, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৭২ ৮০৩৫৩৮, ০১৭১৭ ৮৮০২৮৮।

ছালাত পরিত্যাগকারীর ভয়াবহ পরিণতি

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

(শেষ কিস্তি)

ওলামায়ে কেরামের অভিমত :

ওলামায়ে কেরাম ছালাত পরিত্যাগকারীর বিধানের ব্যাপারে দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছেন। অধিকাংশ বিদ্বান ছালাত পরিত্যাগকারীকে ফাসিক, কবীরা গুনাহগার বা জাহান্নামী বলেছেন। তবে তারা এটাও মনে করেন যে, সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে না। আর যে ইসলাম থেকে খারিজ হবে না সে কোন এক সময় কারো শাফা'আতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। তবে কতিপয় বিদ্বান মনে করেন যে, তারা ইসলামের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে যাবে এবং স্থায়ী জাহান্নামী হবে। উভয়পক্ষের মতামত উপস্থাপন পূর্বক বিষয়টি পর্যালোচনা করা হ'ল-

১. ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, وَأَمَّا تَارِكُ الصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا لِوُجُوبِهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ خَارِجٌ مِنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَمْ يُخَالِطِ الْمُسْلِمِينَ مُدَّةً يَبْلُغُهُ فِيهَا وُجُوبُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ تَرَكَهُ تَكَاسُلًا مَعَ اعْتِقَادِهِ وُجُوبَهَا كَمَا هُوَ حَالُ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللهُ وَالْجَمَاهِيرُ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بَلْ يَفْسُقُ وَيُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قَتَلْنَاهُ حَدًّا كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ وَلَكِنَّهُ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ، 'ছালাত পরিত্যাগকারী যদি এর ফরযিয়াতকে অস্বীকার করে তাহ'লে সে মুসলিমদের ঐক্যমতে কাফের এবং মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিষ্কৃত। তবে সে যদি নতুন মুসলিম হয় এবং মুসলমানদের সাথে না মেশার কারণে ছালাতের ফরযিয়াতের বিষয়টি তার নিকটে না পৌঁছে তাহ'লে ভিন্ন কথা। আর যদি ছালাতের ফরযিয়াতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে কিন্তু অলসতাবশতঃ ছালাত ত্যাগ করে, যেমনটা বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানের অবস্থা তাহ'লে এব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম মালেক, শাফেঈ সহ পূর্ববর্তী-পরবর্তী জমহূর সালাফ মনে করেন, ছালাত পরিত্যাগকারীকে কাফের বলা যাবে না বরং সে ফাসেক। এরূপ ব্যক্তিকে তওবা করতে বলতে হবে। যদি সে তওবা করে তো ভালো। অন্যথা আমরা তাকে হদ্দ বা দণ্ড হিসাবে হত্যা করব যেমন বিবাহিত ব্যভিচারীকে হত্যা করা হয়। আর তাকে তরবারী দ্বারা হত্যা করা হবে'।[১] তবে এদণ্ড বাস্তবায়নের দায়িত্ব কোন ব্যক্তির নয়; বরং সরকার বা শাসক কর্তৃপক্ষের।

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তার ফাৎহুল বারীতে ছালাত পরিত্যাগকারীকে কাফের সাব্যস্তকারীদের দলীলগুলোর জওয়াব প্রদান করেছেন এবং ছালাতের ফরযিয়াতকে স্বীকার করতঃ ছালাত পরিত্যাগকারী ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[২]

২. শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, فَأَمَّا مَنْ كَانَ مُصِرًّا عَلَى تَرْكِهَا لَا يُصَلِّي قَطُّ، وَيَمُوتُ عَلَى هَذَا الْإِصْرَارِ وَالتَّرْكِ، فَهَذَا لَا يَكُونُ مُسْلِمًا، لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يُصَلُّونَ تَارَةً، وَيَتْرُكُونَهَا تَارَةً، فَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا يُحَافِظُونَ عَلَيْهَا، وَهَؤُلَاءِ تَحْتَ الْوَعِيدِ، 'যে ব্যক্তি ছালাত পরিত্যাগ করার ব্যাপারে যিদ করে, কখনই ছালাত পড়ে না এবং এই যিদ ও পরিত্যাগের উপর তার মৃত্যু হয়, তাহলে এরূপ ব্যক্তি মুসলমান নয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ মাঝে-মধ্যে ছালাত আদায় করে এবং মাঝে-মধ্যে পরিত্যাগ করে। এরা ছালাত হেফাযতকারী নয়। আর এরাই হুমকির আওতাভুক্ত। আল্লাহ চাইলে এদেরকে ক্ষমা করবেন আবার চাইলে শাস্তি প্রদান করবেন'।[৩]

তিনি আরো বলেন, أَمَّا تَارِكُ الصَّلَاةِ. فَهَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقِدًا لِوُجُوبِهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، 'ছালাত পরিত্যাগকারী যদি এর ফরযিয়াতকে অস্বীকার করে তাহ'লে সে কুরআন-সুন্নাহ্র দলীল ও ইজমা' দ্বারা কাফের সাব্যস্ত হবে'।[৪] তিনি এও বলেন, فَمَنْ فَوَّتَ صَلَاةً وَاحِدَةً عَمْدًا فَقَدْ أَتَى كَبِيرَةً عَظِيمَةً، فَلْيَسْتَدْرِكْ بِمَا أَمْكَنَ مِنْ تَوْبَةٍ وَأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ. وَلَوْ قَضَاهَا لَمْ يَكُنْ مُجَرَّدُ الْقَضَاءِ رَافِعًا إِثْمَ مَا فَعَلَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত ছালাত পরিত্যাগ করল সে মহাপাপে লিপ্ত হ'ল। সে যেন যত দ্রুত সম্ভব তওবা করে এবং সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে। কারণ কেবল কাযা আদায় করার মাধ্যমে সে গুনাহ থেকে মুক্ত হ'তে পারবে না। এ ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা' বা ঐক্যমত রয়েছে।[৫] তিনি আরো বলেন, 'বিনা কারণে ওয়াক্তের বাইরে ছালাত বিলম্ব করা কবীরা গুনাহ। আর ওমর (রাঃ) বলতেন, বিনা কারণে দুই ওয়াক্তের ছালাত একত্রে আদায় করা কবীরা গুনাহ'।[৬]

৩. হাফেয ইরাকী (রহঃ) বলেন, هَلْ يُقْتَلُ بِتَرْكِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ بِتَرْكِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا أَخْرَجَهَا عَنْ آخِرِ وَقْتِهَا، 'এক ওয়াক্ত ছালাত পরিত্যাগ

---

১. *শরহুন নববী আলা মুসলিম ২/৭০।*

২. *ফাৎহুল বারী* ১/৭৬, ২/৭, ২/৩২, ২/২৭৫, ৭/৪১০, ৮/৬৯, ১২/২০৩।
৩. *মাজমূউল ফাতাওয়া ২২/৪৯।*
৪. *আল-ফাতাওয়াল কুবরা ২/১৮।*
৫. *মিনহাজুস সুন্নাহ ৫/২৩১।*
৬. *মাজমূউল ফাতাওয়া ২২/৫৩।*

করলেই কী তাকে হত্যা করা হবে, নাকি একাধিক ওয়াক্ত? জমহূর বিদ্বান মনে করেন, এক ওয়াক্ত ছালাত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় না করলেই তাকে হত্যা করা হবে।[৭] ইবনুল আরাবীও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৮]

৪. ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, وَقَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ فَرْضٍ وَاحِدَةٍ مُتَعَمِّدًا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ. ‘ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব, আব্দুর রহমান বিন আওফ, মু‘আয বিন জাবাল, আবু হুরায়রা প্রমুখ ছাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত ফরয ছালাত সময়ের মধ্যে পরিত্যাগ করবে এমনকি তার নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে। সে কাফের ও মুরতাদ’।[৯]

৫. হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أما تركها بالكلية فإنه لا يقبل معه عمل كما لا يقبل مع الشرك عمل فإن الصلاة عمود الإسلام كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الشرائع، وإذا لم يكن للفسطاط عمود لم ينتفع بشيء من أجزائه فقبول سائر الاعمال موقوف على قبول الصلاة، فإذا ردت ردت عليه سائر الأعمال، ‘পুরোপুরি ছালাত পরিত্যাগ করা এমন বিষয় যে, এ অবস্থায় তার কোন আমল কবুল হবে না। যেমন শিরক মিশ্রিত কোন আমল কবুল করা হয় না। কেননা ছালাত ইসলাম এবং শরী‘আতের সকল বিধানের খুঁটি, যেমনটি নবী করীম (ছাঃ) থেকে ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। তাঁবুর মূল খুঁটি না থাকলে যেমন অন্যান্য অংশ দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যায় না, তদ্রূপই সকল আমল কবুলের বিষয়টি নির্ভর করে ছালাত কবুলের উপর। ছালাত প্রত্যাখ্যাত হ’লে সকল আমল প্রত্যাখ্যাত হবে’।[১০] তিনি আরো বলেন, لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن اثمه أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة، ‘এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই যে, ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয ছালাত পরিত্যাগ করা মহাপাপ এবং সর্ববৃহৎ গুনাহ। ছালাত পরিত্যাগের গুনাহ মানব হত্যা, সম্পদ আত্মসাৎ, যেনা, চুরি এবং মদ্যপানের গুনাহ অপেক্ষা মারাত্মক। আর সে আল্লাহ্র শাস্তি এবং ক্রোধের সম্মুখীন হবে। অনুরূপভাবে সে দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছিত হবে’।[১১]

৬. ইমাম ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, وَإِنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ تَهَاوُنًا لَمْ يَكْفُرْ، ‘কেউ অলসতাবশত পঞ্চ ইবাদতের কোন একটি ছেড়ে দিলে তাকে কাফের বলা যাবে না’।[১২] অন্যত্র তিনি বলেন, وَإِنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا أَوْ كَسَلًا، دُعِيَ إلَى فِعْلِهَا، وَقِيلَ لَهُ: إنْ صَلَّيْت، وَإِلَّا قَتَلْنَاك. فَإِنْ صَلَّى، وَإِلَّا وَجَبَ قَتْلُهُ. وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يُحْبَسَ ثَلَاثًا، وَيُضَيَّقَ عَلَيْهِ فِيهَا، وَيُدْعَى فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إلَى فِعْلِهَا، وَيُخَوَّفَ بِالْقَتْلِ، فَإِنْ صَلَّى، وَإِلَّا قُتِلَ بِالسَّيْفِ. ‘যদি কেউ অলসতা বা উদাসীনতা বশত ফরয ছালাত ছেড়ে দেয় তবে তাকে তা আদায় করার জন্য আহবান জানাতে হবে। তাকে বলতে হবে, তুমি ছালাত আদায় কর, অন্যথা আমরা তোমাকে হত্যা করব। সে ছালাত আদায় করলে ভালো অন্যথা তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। তবে তার পূর্বে তাকে তিনদিন বন্দি করে রাখতে হবে এবং বন্দিশালায় তার জীবনকে সংকটময় করে তুলতে হবে। প্রতি ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের জন্য তাকে আহবান জানাতে হবে এবং হত্যার ভয় দেখাতে হবে। যদি সে ছালাত আদায় করে তাহ’লে রক্ষা পাবে। অন্যথা তাকে তরবারী দ্বারা হত্যা করতে হবে’।[১৩]

৮. সঊদী আরবের সাবেক গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, والخلاصة: أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة: هو أن ترك الصلاة كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها، ولو قال الجمهور بخلافه، ‘মোট কথা: সঠিক কথা হ’ল ছালাত পরিত্যাগ করা বড় কুফর, যদিও সে এর ফরযিয়াতকে অস্বীকার না করে। এটিই দলীল সমূহের দাবী। যদিও জমহূর বিদ্বান এর বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন’।[১৪] শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ ও ছালেহ আল-ফাওযানও শায়খ বিন বাযের মতই ছালাত পরিত্যাগকারীকে কাফের ও হত্যাযোগ্য অপরাধী হিসাবে বিবেচনা করেছেন’।[১৫]

৯. ‘ফৎওয়া লাজনা দায়েমা’য় বলা হয়েছে, تارك الصلاة جحدا لوجوبها كافر بإجماع أهل العلم، وتاركها تساهلا وكسلا كافر على الصحيح من قولي أهل العلم، وعليه فلا تجوز الصلاة عليه، ولا تشييع جنازته من العلماء ولا غيرهم، ولا دفنه في مقابر المسلمين. ‘ফরযিয়াতকে অস্বীকার করে

৭. *তারহুছ তাছরীব ২/১৪৮*।
৮. *ফাৎহুল বারী ২/১৩০*।
৯. *আল-মুহাল্লা ২/১৫*।
১০. *তারিকুছ ছালাত ওয়া আহকামুহা ৬৪ পৃ.*।

১১. *তারিকুছ ছালাত ওয়া আহকামুহা ৩১ পৃ.; আলবানী, হুকমু তারিকিছ ছালাত ৫ পৃ.*।
১২. *আশ-শারহুল কাবীর ১০/৭৮*।
১৩. *মুগনী ২/৩২৯*।
১৪. *মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১০/২৪১*।
১৫. *শরহে আবীদাঊদ ৩/৩১৫; ছালেহ ফাওযান, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১/৩৩০*।

ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি বিদ্বানগণের ঐক্যমতে কাফের। আর অলসতা বা উদাসীনতা বশত ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি বিদ্বানদের বিশুদ্ধ মতে কাফের। এই ফৎওয়া মতে তার জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে না, কোন আলেম বা অন্য কেউ তার জানাযার অনুগমন করবে না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা যাবে না'।[16]

১০. শায়খ আলবানী (রহঃ) জমহূর বিদ্বানের অভিমতকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور، وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بـــ (الكفر) هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفره الله له، 'আমি মনে করি জমহূর বিদ্বানের অভিমতই সঠিক। (অর্থাৎ ছালাত ত্যাগ করলে এমন কাফের হয়ে যাবে না যা তাকে ইসলামের গণ্ডী থেকে বের করে দেয়)। ছাহাবীগণ থেকে যে সকল বর্ণনা এসেছে, সেগুলোতে একটাও এ মর্মে নেই যে, তারা এক্ষেত্রে কুফর দ্বারা সেই কুফর উদ্দেশ্য নিয়েছেন যা স্থায়ী জাহান্নামী করে দেয় এবং এটাও সম্ভাবনা নেই যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না'।[17]

তিনি আরো বলেন, ولهذا لم يزل المسلمون يرثون تارك الصلاة ويورثونه ولو كان كافرا لم يغفر له، ولم يرث ولم يورث، 'এজন্য আবহমানকাল থেকে মুসলমানেরা ছালাত ত্যাগকারীর ওয়ারিছ হয়ে আসছে এবং তারাও মুসলমানদের মীরাছ পেয়ে আসছে। যদি ছালাত পরিত্যাগকারী নিরেট কাফের হয়ে যেত তাহ'লে তাদের ক্ষমা করা হ'ত না, তারা মীরাছ পেত না এবং তাদের সম্পত্তিতে অন্য মুসলমানেরা ওয়ারিছ হ'ত না'।[18]

শায়খ আলবানী (রহঃ) আরো বলেন, والخلاصة؛ أن مجرد الترك لا يمكن أن يكون حجة لتكفير المسلم، وإنما هو فاسق، أمره إلى الله، إن شاء عذبه؛ وإن شاء غفر له، وحديث الترجمة نص صريح في ذلك لا يسع مسلماً أن يرفضه. 'সারকথা হ'ল, কেবল ছালাত ত্যাগ করা একজন মুসলিমকে কাফের সাব্যস্ত করার দলীল হ'তে পারে না। বরং সে ফাসেক। আর তার বিষয়টি আল্লাহ্র নিকট ন্যস্ত। তিনি চাইলে তাকে শাস্তি দিবেন এবং চাইলে ক্ষমা করে দিবেন। আর হাদীছের অধ্যায় নির্বাচন এই ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল। একে প্রত্যাখ্যান করা কোন মুসলমানের জন্য ঠিক হবে না'।[19]

১১. দীর্ঘ গবেষণার পর শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق بحيث لا يصلي أبداً وأما من يصلي أحياناً فإنه لا يكفر لقول الرسول عليه الصلاة والسلام (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) ولم يقل ترك صلاةٍ قال ترك الصلاة وهذا يقتضي أن يكون الترك المطلق وكذلك قال (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها أي الصلاة فقد كفر) وبناءً على هذا نقول إن الذي يصلي أحياناً ويدع أحياناً ليس بكافر وحينئذٍ يرث من قريبه المسلم. 'আমার নিকট যেটা প্রতিভাত হয়েছে তা হ'ল পুরোপুরি ছালাত পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তাকে কাফের বলা যাবে না। এর অর্থ হ'ল যে, সে কখনও ছালাত আদায় করে না। পক্ষান্তরে যে মাঝে-মধ্যে ছালাত আদায় করে তাকে কাফের বলা যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষ ও শিরক-কুফরের মধ্যে পার্থক্য হ'ল ছালাত'।[20] তিনি বলেননি, এক ওয়াক্ত ছালাত ছেড়ে দিলে বরং তিনি বলেছেন, একেবারে ছালাত পরিত্যাগ করলে, যা প্রমাণ করে যে এর অর্থ পুরোপুরি ছালাত পরিত্যাগ করলে। অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে পার্থক্য হ'ল ছালাত। অতএব যে ছালাত ছেড়ে দিল সে কুফরী করল'।[21] এর উপর ভিত্তি করে আমরা বলব, যে ব্যক্তি মাঝে-মধ্যে ছালাত পড়ে এবং মাঝে-মধ্যে ছেড়ে দেয় সে কাফের নয়। এক্ষেত্রে সে নিকটতম মুসলিম আত্মীয়-স্বজনের মীরাছ পাবে'।[22]

১২. মিশকাতের ভাষ্যকার আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, والحق عندي: أن تارك الصلاة عمداً كافر ولو لم يجحد وجوبها، لصحة الأحاديث في إطلاق الكفر عليه، لكنه كفر دون كفر أي: كفر غير الكفر المخرج من الملة 'আমার নিকট সঠিক হ'ল এই যে, ইচ্ছাকৃত ছালাত পরিত্যাগকারী কাফের। যদিও সে এর ফরযিয়াতকে অস্বীকার না করে। কারণ ছালাত পরিত্যাগকারীর ক্ষেত্রে কুফর শব্দ প্রয়োগের ব্যাপারে বহু ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তবে এটি বড় কুফরের নিম্ন স্তরের কুফর। অর্থাৎ এটি ঐ কুফরী নয়, যা কোন মুসলমানকে ইসলামের গণ্ডী থেকে বের করে দেয়'।[23]

১৩. তিরমিযীর ভাষ্যকার আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) দীর্ঘ আলোচনার পরে বলেন, لَوْ تَأَمَّلْتَ فِي مَا حَقَّقَهُ الشَّوْكَانِيُّ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ كَافِرٌ وَفِي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ

১৬. *ফৎওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/৪১৩।*
১৭. *ছহীহাহ হা/৮৭-এর আলোচনা, ১/১৭৫।*
১৮. *যঈফাহ হা/৮৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*
১৯. *আলবানী, ছহীহাহ হা/৩০৫৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; হুকমু তারিকিছ ছালাত ১/৫১।*
২০. *ছহীহুত তারগীব হা/৫৬৩।*
২১. *তিরমিযী হা/২৬২১; মিশকাত হা/৫৭৪; ছহীহুত তারগীব হা/৫৬৪।*
২২. *মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৫৫-৫৬; ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২/১৭।*
২৩. *মির'আতুল মাফাতীহ ২/২৭৫।*

الْجُمْهُورُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ لَعَرَفْتَ أَنَّهُ نِزَاعٌ لَفْظِيٌّ لِأَنَّهُ كَمَا لَا يُخَلَّدُ هُوَ فِي النَّارِ وَلَا يُحْرَمُ مِنَ الشَّفَاعَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ كَذَلِكَ لَا يُخَلَّدُ هُوَ فِيهَا وَلَا يحرم منها عند الشوكاني أيضا، 'তুমি ছালাত পরিত্যাগকারী কাফের হওয়ার ব্যাপারে শাওকানীর গবেষণা এবং কাফের না হওয়ার ব্যাপারে জমহূর বিদ্বানের অভিমত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে তুমি জানতে পারবে যে, এই মতপার্থক্য শব্দগত। কারণ যেমন জমহূর বিদ্বানের মতে ছালাত পরিত্যাগকারী স্থায়ী জাহান্নামী নয় এবং শাফা'আত থেকেও বঞ্চিত হবে না, তেমনি শাওকানীর নিকটেও সে স্থায়ী জাহান্নামী হবে না এবং শাফা'আত থেকে বঞ্চিত হবে না'।[২৪]

বিদ্বানগণের অভিমত থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হ'ল। আর তা এই যে, ছালাতের ফরযিয়াতকে অস্বীকারকারী সর্বসম্মতিক্রমে কাফের। একদল মনে করেন, যেকোনভাবেই ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে, সে এর ফরযিয়াতকে স্বীকার করুক বা না করুক। উক্ত অভিমত দলীল দ্বারা পরিত্যাজ্য।

কতিপয় বিদ্বান মনে করেন, ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগকারী কাফের। তবে অলসতার কারণে ছালাত ত্যাগকারী কাফের হবে না।

আরেকদল মনে করেন, ছালাত ত্যাগ করা কুফরী, তা অলসতার কারণে হৌক বা ইচ্ছা করে হৌক। তবে এই কুফর ইসলামের গণ্ডী থেকে বের করে দিবে না। হাদীছের প্রকাশ্য ভাব এই অভিমতকে সমর্থন করে।

আরেকদল বিদ্বান মনে করেন, ছালাতের ফরযিয়াতকে হৃদয়ে লালনকারী ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ছালাত পরিত্যাগকারী কবীরা গুনাহগার হবে এবং ছালাত ত্যাগের জন্য জাহান্নামী হবে। কিন্তু তাওহীদে বিশ্বাস থাকার কারণে এক সময় জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। সর্বশেষ অভিমতটিই জমহূর বিদ্বানের অভিমত।

ছালাত ত্যাগকারীর ব্যাপারে আমাদের অবস্থান :

জমহূর বিদ্বানের অভিমতটি হাদীছসম্মত হওয়ায় উক্ত অভিমতই অগ্রাধিকারযোগ্য। কারণ কুফরী করা ও কাফের হয়ে যাওয়া এক বিষয় নয়। এক্ষণে কেউ যদি ইসলামের প্রধান ইবাদত ছালাতকে অস্বীকার করে বা একেবারে ছেড়ে দেয় তাহ'লে সে কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি অলসতাবশত ছালাত ত্যাগ করে এবং মাঝে-মধ্যে আদায় করে তাহ'লে সে কাফের হবে না বরং সে কবীরা গুনাহগার হবে। তওবা না করলে তাকে জাহান্নামে শাস্তি পেতে হবে। কারণ ছালাত ত্যাগের ব্যাপারে যেমন কুফর শব্দের ব্যবহার হাদীছে রয়েছে, তেমনি বেশ কিছু অপরাধের ক্ষেত্রে একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর ক্ষেত্রে কাফের বলা হয় না। যেমন মুসলিম ভাইয়ের সাথে মারামারি করা কুফরী'।[২৫] যে মুসলিম ভাইকে কাফের বলল, সে কুফরী তার দিকেই ফিরে আসল।[২৬] যে হায়েযা স্ত্রীর সাথে মিলন করল সে কুরআনের প্রতি কুফরী করল।[২৭] যে তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করল সে কাফের হয়ে গেল।[২৮] যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করল সে শিরক করল[২৯] ইত্যাদি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এগুলো দ্বারা বিষয়টির ভয়াবহতা তথা কবীরা গুনাহের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নিম্নের হাদীছগুলো তারই প্রমাণ বহন করে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে'।[৩০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ، إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ. 'যে ব্যক্তি (অন্তরে বিশ্বাস নিয়ে) লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ বলবে অতঃপর এ বিশ্বাসের উপর তার মৃত্যু হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৩১] তিনি আরো বলেন, مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ. 'যে ব্যক্তি (আন্তরিকভাবে) এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল এবং ঈসা আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল, আল্লাহ্র কালিমা- যা তিনি মারিয়াম (আঃ)-এর প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত রূহ। জান্নাত-জাহান্নাম সত্য। তার আমল যা-ই হোক না কেন আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন'।[৩২] তিনি আরো বলেন, يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، 'যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ পাঠ করবে অথচ তার অন্তরে একটি যব পরিমাণ ঈমান রয়েছে সেও জাহান্নাম থেকে বের হবে। যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ পাঠ করবে এবং তার অন্তরে একটি গম

২৪. *তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৩১১।*

২৫. *বুখারী হা/৪৮।*
২৬. *বুখারী হা/৬১০৩।*
২৭. *মিশকাত হা/৫৫১।*
২৮. *ছহীহুল জামে' হা/৭০২৮।*
২৯. *মিশকাত হা/৩৪১৯।*
৩০. *বুখারী হা/৪২৫; মুসলিম হা/৩৩।*
৩১. *বুখারী হা/৫৮২৭; মুসলিম হা/৯৪; মিশকাত হা/২৬।*
৩২. *বুখারী হা/৩৪৩৫; মিশকাত হা/২৭।*

পরিমাণ ঈমান রয়েছে সেও জাহান্নাম থেকে বের হবে। অনুরূপ ঐ ব্যক্তিও জাহান্নাম থেকে বের হবে, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ পাঠ করবে এবং তার অন্তরে একটি সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে'।[৩৩]

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ اللهُ مَالاً فَقَالَ لِبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ أَىَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ أَبٍ. قَالَ فَإِنِّى لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، فَإِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِى ثُمَّ اسْحَقُونِى ثُمَّ ذَرُّونِى فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ. فَفَعَلُوا، فَجَمَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ مَا حَمَلَكَ قَالَ مَخَافَتُكَ. فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ-

আবূ সাঈদ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, তোমাদের পূর্বের এক লোক, আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল তখন সে তার ছেলেদেরকে জড়ো করে জিজ্ঞেস করল, আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম? তারা বলল, আপনি আমাদের উত্তম পিতা ছিলেন। সে বলল, আমি জীবনে কখনো কোন নেক আমল করিনি। সুতরাং আমি যখন মারা যাব তখন তোমরা আমার লাশকে জ্বালিয়ে ছাই করে দিও এবং প্রচণ্ড ঝড়ের দিন ঐ ছাই বাতাসে উড়িয়ে দিও। লোকটি মারা গেলে ছেলেরা অছিয়ত অনুযায়ী কাজ করল। আল্লাহ তা'আলা তার ছাই জড়ো করে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এমন অছিয়ত করতে কিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল? সে বলল, হে আল্লাহ! তোমার শাস্তির ভয়। ফলে আল্লাহ্র রহমত তাকে ঢেকে নিল'।[৩৪] লোকটির কোন ভালো কাজ ছিল না তাওহীদে বিশ্বাস ছাড়া। আর কেবল তাওহীদে বিশ্বার থাকার কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

নিম্নে বর্ণিত হাদীছগুলোও প্রমাণ করে যে, কেবল ছালাত পরিত্যাগ করলেই কাফের হয়ে যাবে না এবং ইসলামের গণ্ডী থেকে বের হয়ে যাবে না। বরং কবীরা গুনাহগার হবে। জাহান্নামে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু তাওহীদে বিশ্বাস থাকার কারণে এক সময় সে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

١- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ، حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ، وَلَا صَلَاةٌ، وَلَا نُسُكٌ، وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ، فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَنَحْنُ نَقُولُهَا فَقَالَ لَهُ صِلَةُ: مَا تُغْنِي عَنْهُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ، وَلَا صِيَامٌ، وَلَا نُسُكٌ، وَلَا صَدَقَةٌ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: يَا صِلَةُ، تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا-

১. হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইসলাম পুরাতন হয়ে যাবে, যেমন কাপড়ের উপরের কারুকার্য পুরাতন হয়ে যায়। শেষে এমন অবস্থা হবে যে, কেউ জানবে না, ছাওম কি, ছালাত কি, কুরবানী কি, যাকাত কি? এক রাতে পৃথিবী থেকে মহান আল্লাহ্র কিতাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষের (মুসলিমদের) কতক দল অবশিষ্ট থাকবে। তাদের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা বলবে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই)-এর অনুসারী দেখতে পেয়েছি। সুতরাং আমরাও সেই বাক্য বলতে থাকব। (তাবেঈ) ছিলা (রহঃ) হুযায়ফা (রাঃ)-কে বললেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' বলায় কি তাদের কোন উপকার হবে না? কারণ তারা জানে না ছালাত কি, ছিয়াম কি, হজ্জ কি, কুরবানী কি এবং যাকাত কি? ছিলা ইবনে যুফার (রহঃ) তিনবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলে হুযায়ফা (রাঃ) প্রতিবার তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেন। তৃতীয় বারের পর তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, হে ছিলা! এই কালেমা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে। কথাটি তিনি তিনবার বলেন'।[৩৫]

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, وفي الحديث فائدة فقهية هامة وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرها 'এই হাদীছে গুরুত্বপূর্ণ ফিক্বহী উপকারিতা রয়েছে। আর সেটি হ'ল-কালেমায়ে শাহাদাতের সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামে স্থায়ী অবস্থান থেকে মুক্ত করবে। যদিও সে ছালাত বা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের কোন একটি রুকন প্রতিষ্ঠা না করে'।[৩৬] তিনি আরো বলেন, فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة، ومثلها بقية الأركان ليس بكافر، بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة. 'হুযায়ফার হাদীছ থেকে এই দলীল গ্রহণ করা যায় যে, ছালাত পরিত্যাগকারী এবং অনুরূপ রুকনগুলো ত্যাগকারী কাফের নয়। বরং সে মুসলিম এবং ক্বিয়ামতের দিন স্থায়ী জাহান্নামী

৩৩. *বুখারী হা/৪৪।*
৩৪. *বুখারী হা/৩৪৭৮; মুসলিম হা/২৭৫৬।*
৩৫. *ইবনু মাজাহ হা/৪০৪৯; ছহীহাহ হা/৮৭; ছহীহুল জামে' হা/৮০৭৭।*
৩৬. *ছহীহাহ হা/৮৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*

www.at-tahreek.com

হওয়া থেকে মুক্তি লাভকারী’।[৩৭]

٢- عن عُبَادَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ-

২. ওবাদা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা‘আলা বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি তা আদায় করবে এবং তুচ্ছ মনে করে এর কোন প্রকার হক নষ্ট করবে না, তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট এই প্রতিজ্ঞা রইল যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে তা আদায় করবে না, তার প্রতি আল্লাহ্‌র কোন অঙ্গীকার থাকবে না। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন এবং ইচ্ছা করলে তাকে জান্নাতেও দাখিল করাতে পারেন’।[৩৮] যদি ছালাত পরিত্যাগকারী মুসলিম মিল্লাত থেকে বের হয়ে যেত তাহ’লে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীনে আসত না। বরং তারা বিনা হিসাবে জাহান্নামে চলে যেত, যেমন কাফেররা চলে যাবে।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ- ‘আল্লাহ তা‘আলা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন, যে ব্যক্তি সুন্দর করে ওযূ করবে এবং পরিপূর্ণরূপে রুকূ-সিজদা ও একাগ্রতাসহ সময়মত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহ তা‘আলার অঙ্গীকার রয়েছে যে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি এ কাজ করবে না তার জন্যে আল্লাহ্‌র কোন অঙ্গীকার নেই, তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন এবং ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন’।[৩৯]

হাদীছে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَحَافَظَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يُضَيِّعْهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا، فَلَهُ عَلَيَّ عَهْدٌ، أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّهَا لِوَقْتِهَا، وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا فَلَا عَهْدَ لَهُ عَلَيَّ إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ، وَإِنْ شِئْتُ غَفَرْتُ لَهُ، ‘যে ব্যক্তি সময়মত ছালাত আদায় করবে এবং তার প্রতি যত্নবান হবে। আর কোন একটি ছালাতের অধিকারকে হালকা মনে করে তা বিনষ্ট করবে না। তাহ’লে তার জন্যে আমার উপর অঙ্গীকার হ’ল আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি সময়মত ছালাত আদায় করবে না, তার প্রতি যত্নবান হবে না এবং এর অধিকারকে হালকা মনে করে বিনষ্ট করবে, তাহ’লে তার জন্যে আমার উপর কোন অঙ্গীকার নেই। ইচ্ছা করলে আমি তাকে শাস্তি দিব এবং ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিব’।[৪০]

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছের আলোকে আবু আব্দুল্লাহ ইবনে বাত্ত্বা (তার ‘আশ-শারহু ওয়াল ইবানা আন উছূলে আহলিস সুন্নাহ ওয়াদ দিয়ানাহ’ গ্রন্থে) বলেন, وَلَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا الشِّرْكُ بِاللهِ أَوْ بِرَدِّ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ جَاحِدًا بِهَا فَإِنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا وَكَسَلًا كَانَ فِي مَشِيئَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، ‘শিরক ব্যতীত কোন কিছুই মানুষকে ইসলাম থেকে বের করতে পারে না। অথবা আল্লাহ যা ফরয করেছেন তা অস্বীকার করে প্রত্যাখ্যান করলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। আর যদি কোন ফরয শিথিলতা ও অলসতাবশত: পরিত্যাগ করে, তবে সে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীনে থাকবে। ইচ্ছা করলে তিনি তাকে শাস্তি দিবেন এবং ইচ্ছা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন’।[৪১]

ইচ্ছাকৃত ছালাত পরিত্যাগ করার ব্যাপারে যে সকল হাদীছ এসেছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অস্বীকার, সীমালঙ্ঘন ও অহংকার করে ছালাত পরিত্যাগ করা’। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) একই কথা বলে অছিয়ত করেছিলেন তার ছাত্র মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদকে।[৪২]

ছালাত পরিত্যাগকারীর শাস্তি :

ছালাত পরিত্যাগকারীর দুনিয়াবী শাস্তির ব্যাপারে ইমাম শাফেঈ, মালেক ও আহমাদ (রহঃ)-এর অভিমত হ’ল, ইচ্ছাকৃত বা অলসতাহেতু ছালাত পরিত্যাগকারীকে তিনদিন বন্দী রাখতে হবে এবং প্রতি ওয়াক্ত ছালাতের সময় ছালাত আদায়ের জন্য আহ্বান জানাতে হবে। ছালাত আদায়ে সম্মতি দিলে ছেড়ে দিতে হবে। অন্যথা তাকে হত্যা করতে হবে। তারা দলীল হিসাবে নিম্নের হাদীছটি পেশ করেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى

৩৭. *ছহীহাহ হা/৮৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*
৩৮. *নাসাঈ হা/৪৬১; ইবনু মাজাহ হা/১৪০১; ছহীহুত তারগীব হা/৩৭০।*
৩৯. *তাবারানী আওসাত্ব হা/৪৬৫৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৩২৪২,৩২৪৩।*
৪০. *মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/১৬৭৮; ছহীহুত তারগীব হা/৪০১।*
৪১. *ইবনু বাত্ত্বাহ, মুতূনু কিতাবিশ শরহে ওয়াল ইবানা আলা উছূলিস সুন্নাহ ওয়াদ দিয়ানাহ, ১৮৩ পৃ.।*
৪২. *আলবানী, হুকমু তারিকিছ ছালাত ১/১০।*

اللهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَوَاللهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করলেন আর তাঁর পরে আবুবকর (রাঃ)-কে খলীফা নিযুক্ত করা হ'ল এবং আরবের যারা কাফের হওয়ার তারা কাফের হয়ে গেল। তখন ওমর (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)-কে বললেন, আপনি কিভাবে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি মানুষের সঙ্গে লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ বলার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট। অতএব যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' বলল, সে তার জান ও মালকে আমার থেকে নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামী বিধানের আওতায় পড়লে ভিন্ন কথা। তাদের প্রকৃত হিসাব আল্লাহ্র কাছে হবে। আবুবকর (রাঃ) বললেন, যারা ছালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে, আমি অবশ্যই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত হ'ল সম্পদের হক। আল্লাহ্র শপথ! যদি তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট প্রদত্ত যাকাতের একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে, তাহ'লে আমি অবশ্যই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি দেখছিলাম যে, যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আবুবকরের বক্ষ খুলে দিয়েছেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারলাম যে, এ সিদ্ধান্ত সঠিক'।[৪৩] অত্র হাদীছ থেকে তারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, মুসলিমদের নিরাপত্তার মাপকাঠি হচ্ছে ছালাত বা ফরয ইবাদতগুলো পালন করা। তাছাড়া আবুবকর (রাঃ) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তবে অত্র হাদীছ দ্বারা ছালাত পরিত্যাগকারীকে হত্যার দলীল গ্রহণ করা কয়েকটি কারণে সঠিক নয়।

১. যুদ্ধ ঘোষণা কোন হদ্দ বা দণ্ডবিধি নয়। যুদ্ধে যে কেউ মারা যেতে পারে। এমনকি যুদ্ধ ঘোষণাকারীও সেই যুদ্ধে শাহাদত বরণ করতে পারেন। সেজন্য হত্যার পক্ষে উপস্থাপিত দলীলের জওয়াবে হাফেয ইবনু হাজার ও বদরুদ্দীন আইনী বলেন, وَعَلَى هَذَا فَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى قَتْلِ تَارِكِ الصَّلَاةِ نَظَرٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَ صِيغَةِ أُقَاتِلُ وَأَقْتُلُ وَاللهُ أَعْلَمُ، 'এই কথার ভিত্তিতে এই হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে ছালাত পরিত্যাগকারীকে হত্যার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। কারণ أُقَاتِلُ (বাবে মুফা'আলা) এবং أَقْتُلُ (বাবে নাছারা) ক্রিয়ার অর্থের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ ভালো জানেন'।[৪৪]

২. ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা পাওয়া যায় না যে, যাকাত না দেওয়ার কারণে কোন ব্যক্তির উপর হদ্দ বা দণ্ডবিধি কায়েম করা হয়েছে কিংবা ছওম পালন না করার কারণে তাদের কারো উপরে হদ্দ বা দণ্ডবিধি কায়েম করা হয়েছে।

৩. রাসূল (ছাঃ) তিনটি কারণ ছাড়া হদ্দ বা দণ্ডবিধি কায়েম করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ،إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ 'তিনটি কারণের যেকোন একটি সংঘটিত হওয়া ছাড়া কোন মুসলিমের রক্ত (কারো জন্য) বৈধ নয়; বিবাহিত ব্যভিচারী, খুনের বদলে হত্যাযোগ্য খুনী এবং দ্বীন ও জামা'আত ত্যাগী'।[৪৫] এর মধ্যে ছালাত পরিত্যাগকারী নেই। অতএব কোন দলীলের ভিত্তিতে রাষ্ট্র বা আমীর ছালাত পরিত্যাগকারীকে হত্যা করবেন?

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনু দাকীকুল ঈদ বলেন, وقد استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها فإن ترك الصلاة ليس من هذه الأسباب أعني زنا المحصن وقتل النفس والردة وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم إباحة الدم في هذه 'এই হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়ে থাকে যে, ছালাত পরিত্যাগকারীকে কেবল ছালাত ত্যাগ করার কারণে হত্যা করা যাবে না। কেননা ছালাত ত্যাগ এই তিনটি কারণের একটিও নয়। অর্থাৎ বিবাহিত ব্যভিচারী, মানুষ হত্যা এবং মুরতাদ হয়ে যাওয়া। আর নবী করীম (ছাঃ) কারো রক্ত হালাল হওয়াকে এই তিনটি কারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন'।[৪৬]

অতএব ছালাত পরিত্যাগ করা বড় ধরনের অপরাধ। দুনিয়াতে যার শাস্তি বিচারক অবস্থা অনুপাতে প্রদান করবেন। আর পরকালে আল্লাহ যেভাবে চাইবেন তাকে শাস্তি প্রদান করবেন বা ক্ষমা করে দিবেন। তবে কেউ ছালাতের ফরযিয়াতকে সরাসরি অস্বীকার করলে সে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যাবে। আর দ্বীন ত্যাগকারী হিসাবে তাকে হত্যা করতে হবে। তবে এই হত্যা করার দায়িত্ব কোন সাধারণ মানুষের নয়; বরং ইসলামী রাষ্ট্রের।

উপসংহার :

ছালাত ইসলামের প্রথম শে'আর বা নিদর্শন, যার মাধ্যমে ব্যক্তির মুসলিম বা অমুসলিম হওয়া নির্ভর করে। মতপার্থক্য যাই থাক না কেন ছালাত পরিত্যাগ করা মারাত্মক কবীরা গুনাহ-এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। অতএব প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হ'ল দিনে-রাতে যথাসময়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন- আমীন॥

---

৪৩. *বুখারী হা/৭২৮৪ ; মুসলিম হা/২০; মিশকাত হা/১৭৯০।*
৪৪. *ফাৎহুল বারী ১/৭৬; উমদাতুল কারী ২৪/৪১।*
৪৫. *বুখারী হা/৬৮৭৮; মুসলিম হা/১৬৭৬; মিশকাত হা/৩৪৪৬।*
৪৬. *ইহকামুল আহকাম ৪২৭ পৃ.।*

বজ্রপাত থেকে বাঁচার উপায়

*-ডা. মুহাম্মাদ এনামুল হক**

বর্তমানে প্রায়শঃ যত্রতত্র বজ্রপাতে জীবনহানির ঘটনা ঘটছে। আকাশে বিজলী চমকালেই প্রাণনাশের ভয়ে মানুষ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ছুটাছুটি করছে। এটা যে শুধু মানুষের উপরই পড়ছে তা নয়, গরু, মহিষ, গাছপালা প্রভৃতির উপর পতিত হয়ে ঝলশে দিচ্ছে। অতীতে বিভীষিকাময় এই বজ্রপাতের ঘটনা খুব কমই শুনা যেত। বর্তমানে এর মাত্রা ক্রমশঃ বেড়েই চলছে এবং নিমিষেই ঘটছে প্রাণহানী। রেডিও, টেলিভিশনের খবর চালু করলেই এবং পত্রিকার পাতা খুললেই বজ্রপাতে হতাহতদের ভয়ংকর ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠে।

আবহাওয়াবিদ ও বিজ্ঞানীরা এর কারণ হিসাবে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা, বিভিন্ন কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া ও গ্যাসকে দায়ী করছেন। কেউ কেউ বনজঙ্গল, বড় বড় গাছপালা নিধন ও তাল গাছের স্বল্পতাকে দায়ী করেছেন। আবহাওয়াবিদগণ বলছেন, মূলতঃ বৈরী আবহাওয়ার কারণেই এসব ঘটে থাকে।

বজ্রপাত কি?

বজ্রপাত হ'ল আকাশে আলোর ঝলকানী বিশেষ। এ সময় বজ্রপাত সংঘটিত এলাকায় মাসে কয়েক লাখ ভোল্টের কারেন্ট উৎপন্ন করে যার তাপ ৩০ হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার সমপরিমাণ। এখানে বুঝার সুবিধার জন্য বলা যেতে পারে ৩০ হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা যা সূর্যের পাঁচগুণ বেশী। এ সময় বাতাসের প্রসারণ এবং সংকোচনের ফলে বিকট শব্দ সৃষ্টি হয়। বজ্রপাতের সময় বৈদ্যুতিক আধানের নির্গমন দু'টি মেঘের মধ্যে অথবা একটি মেঘ এবং ভূমির মধ্যেও সংঘটিত হ'তে পারে। বজ্রপাতের সময় সেখানে ডিসি কারেন্ট উৎপন্ন হয়।

কিভাবে বজ্রপাত সৃষ্টি হয়?

বছরের বিভিন্ন সময় পত্র-প্রত্রিকা ও টেলিভিশনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতে মৃত্যুর কথা শোনা যায়। প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ আমাদের দেশে বজ্রপাতে মারা যায়। এবার আমরা জানার চেষ্টা করব, কেন ও কিভাবে বজ্রপাত সৃষ্টি হয়। বায়ুমণ্ডলের উপরের অংশের তাপমাত্রা নীচের অংশের তুলনায় কম থাকে। এই কারণে অনেক সময় দেখা যায়, নীচের দিক থেকে তুলনামূলক হালকা মেঘ উপরের দিকে প্রবাহিত হয়। উপরের দিকে উঠতে থাকা এ ধরনের মেঘকে থান্ডার ক্লাউড (Thunder Clouds) বলা হয়।

অন্যান্য মেঘের মত এ মেঘেও ছোট ছোট পানির কণা বা অতি ক্ষুদ্র জলীয়বাষ্প থাকে। এভাবে উপরে উঠতে উঠতে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থাৎ এ ধরনের মেঘে পানির ঘনত্ব বাড়তে থাকে। এভাবে বৃদ্ধি পেতে পেতে পানির পরিমাণ এক সময় ৫ মিঃমিঃ এর বেশী হয়, তখন পানির অণুগুলো আর পারস্পরিক বন্ধন ধরে রাখতে পারে না। তখন এরা আলাদা-Disintegrate হয়ে যায়, ফলে সেখানে বৈদ্যুতিক আধানের বা চার্জ (Electric Charge) সৃষ্টি হয়। আর এভাবে সৃষ্ট আধানের মান নীচের অংশের চেয়ে উপরে বেশী হয়। অর্থাৎ বিভব পার্থক্যের (Potential difference) সৃষ্টি হয়। এই কারণেই উপর হ'তে নীচের দিকে বৈদ্যুতিক আধানের বা চার্জের নির্গমন (Transmission) হয়। বৈদ্যুতিক আধানের বা চার্জের আকস্মিক স্থানান্তরের কারণে এ সময় আমরা আলোর ঝলকানি (Lightning) দেখতে পাই। আর ঘটনার সময় উক্ত এলাকায় বাতাসের প্রসারণ (Expansion) এবং সংকোচন (Contraction) ঘটে। ফলে আমরা বিকট শব্দ শুনতে পাই। এ ধরনের বৈদ্যুতিক আধানের স্থানান্তর দু'টি মেঘের মধ্যে অথবা একটি মেঘ এবং ভূমির মধ্যেও হ'তে পারে।

বজ্রপাতের শক্তি :

ভূমি থেকে ৩ মাইল দূরত্বের বজ্রপাত ১ বিলিয়ন থেকে ১০ বিলিয়ন জুল শক্তি উৎপন্ন করে। বৈদ্যুতিক শক্তি পরিমাপক একক 'কিলোওয়াট/আওয়ার'। এ হিসাবে এ শক্তি ২৭,৮৪০ কিলোওয়াট/আওয়ার। বাংলাদেশে একটি পরিবার গড়ে প্রতি মাসে প্রায় ১০০-১৫০ ইউনিট (কিলোওয়াট-আওয়ার) বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। অর্থাৎ একটি বজ্রপাতের বিদ্যুৎ শক্তি জমা করতে পারলে একটি পরিবার ১৮৫ মাস বা প্রায় ১৫ বছর বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারবে।

ইসলামী দৃষ্টিকোণে বজ্রপাত :

বজ্রপাতের মূল রহস্য মহান আল্লাহ তা'আলার হাতে। এর কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কে আল্লাহ আল-কুরআনুল কারীমে বর্ণনা করেছেন। বজ্র হচ্ছে তাঁরই সৃষ্টি। তিনি আকাশে মেঘমালার সৃষ্টি করেন এবং সেখান থেকে বারী বর্ষণ করেন এবং বজ্রপাতও ঘটিয়ে থাকেন। আল্লাহ বলেন, وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ 'আর তিনিই আল্লাহ, যিনি বায়ুরাশি প্রেরণ করেন। অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। তখন আমরা তাকে মৃত ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি। আর তা দিয়ে ঐ ভূখণ্ডকে জীবিত করি তার মৃত্যুর পর। বস্তুতঃ এভাবেই হবে (তোমাদের) পুনরুত্থান' *(ফাতির ৩৫/৯)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، 'তুমি কি দেখ না আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন? অতঃপর তার মাধ্যমে আমরা নানা বর্ণের ফলমূল উদ্গত করি' *(ফাতির ৩৫/২৭)*।

মহান আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, পালনকর্তা। তিনি আকাশের বায়ুমণ্ডল থেকে মেঘের সৃষ্টি করেন। অতঃপর সেখান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে জমিকে উর্বর করে দেন। ঐ

** ডি,এইচ,এম,এস (ঢাকা); কলেজ বাজার, বিরামপুর, দিনাজপুর।*

মাটিতে উৎপাদিত গাছপালা, ফলমূল, শস্যাদি মানবকুল, পশু-পাখি ভক্ষণ করে থাকে। আবার সেই মেঘেই বিজলীর সৃষ্টি করেন, যাতে মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণ নিহিত আছে। আল্লাহ এরশাদ করেন, هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، 'তিনিই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখান ভয় ও আকাঙ্ক্ষার সাথে এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ঘন মেঘমালা' *(রা'দ ১৩/১২)*।

তিনি আরো বলেন, وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، 'আর তাঁর ভয়ে পবিত্রতা বর্ণনা করে বজ্র ও ফেরেশতামণ্ডলী এবং তিনি বজ্র প্রেরণ করেন ও যাকে ইচ্ছা ওটা দ্বারা আঘাত করেন। আর ওরা আল্লাহ সম্পর্কে বিতণ্ডা করে। অথচ তিনি কঠিন শাস্তিদাতা' *(রা'দ ১৩/১৩)*।

আল্লাহ মানুষকে খবর দিচ্ছেন যে, বিজলী তাঁরই নির্দেশনাধীন। পথিক ওটা দেখে কষ্ট ও বিপদের ভয়ে বিচলিত হয়ে পড়ে। আর বাসা-বাড়ীতে অবস্থানকারী ব্যক্তি বরকত ও উপকার লাভের আশায় জীবিকার আধিক্যের লোভ করে।

আল্লাহই বজ্রপাত সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন। এজন্যই শেষ যুগে খুব বেশী বিজলী পতিত হবে। বেশী বেশী বজ্রপাত হওয়া মানুষের জন্য একটি ভয়াবহ বিপদ সংকেত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَكْثُرُ الصَّوَاعِقُ عِنْدَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ، حَتَّى يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ، فَيَقُولَ: مَنْ صَعِقَ قِبَلَكُمْ الْغَدَاةَ؟ فَيَقُولُونَ: صَعِقَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ،

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সময় খুব বেশী বজ্রপাত হবে। এমনকি কোন কোন লোক তাদের কওমের কাছে এসে জিজ্ঞেস করবে, সকালে কার উপর বিজলী পড়েছে? তারা উত্তরে বলবে, অমুকের উপর এবং অমুকের উপর'।[১]

বজ্রপাতের সময় দো'আ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন বজ্রধ্বনি শুনতেন তখন নিম্নবর্ণিত দো'আটি পাঠ করতেন,

سُبْحَانَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

(সুবহানাল্লাযী ইউসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহি ওয়াল মালাইকাতু মিন খীফাতিহি)। 'আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি সে সত্তার যাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে মেঘের গর্জন, তাঁর প্রশংসাসহ ফেরেশতাগণও তাঁর ভয়ে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা ও প্রশংসা করেন'।[২]

বজ্রপাতে আহতদের চিকিৎসা :

বজ্রপাতে আক্রান্তদের অধিকাংশই তাৎক্ষণিকভাবে মারা যায়। সৌভাগ্যবশত অল্প সংখ্যক আহত হয়ে বেঁচে যান। বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বজ্রপাত সম্পর্কে বিভিন্ন সতর্কতা জারী করেছে। মন্ত্রণালয় হুঁশিয়ারী দিয়েছিল যে, বজ্রপাতের ঘটনায় কেউ আহত হ'লে তাদের বিদ্যুতের শকে আহতদের মতো আচরণ করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বজ্রপাতে আহত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস এবং হৃদস্পন্দন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। খুব দ্রুত কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হ'লে আহত ব্যক্তির বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশী থাকে। যদি দেরী হয়ে যায়, তাহ'লে মারা যেতে পারে।

বজ্রপাতে আহতদের চিকিৎসার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে নেওয়া দরকার, তবে হয়তো কাউকে বাঁচানো যেতে পারে। কারণ অধিকাংশ মানুষ হার্ট অ্যাটাকের কারণে তাৎক্ষণিকভাবে মারা যায়। কিছু মানুষের হৃদয় একটু থেমে আবার শুরু হ'তে পারে। চিকিৎসকরা বলেছেন, আহত ব্যক্তির হার্ট সক্রিয় থাকলে তাকে অবিলম্বে সিপিআর দিতে হবে। তাই সিপিআর সম্পর্কে জ্ঞান থাকা যরূরী। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষ করার পর আহতদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

বজ্রপাত কমাতে করণীয় :

বজ্রপাতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া ও গ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রাস্তার পার্শ্বে বা যত্রতত্র তালগাছ লাগাতে হবে। কেউ কেউ বলছেন, বজ্র হচ্ছে বিদ্যুৎ, তাই আশে পাশে বৈদ্যুতিক তার থাকলে কোন সমস্যা নেই, ঐ তারই ঐ বিদ্যুৎকে টেনে নিবে। যেহেতু তার হচ্ছে ধাতব পদার্থ, তাই দালান কোঠা বা বাড়ীর সন্নিকটে লোহার শিক দিয়ে আর্থিং করতে হবে।

বজ্রপাত থেকে বাঁচার উপায় :

বজ্রপাতের সময় আমরা যদি সচেতন থাকি তাহ'লে আমরা এর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমাতে পারি-

* বজ্রপাতের সম্ভাবনা দেখা দিলে খোলা বা উঁচু জমিতে না থাকা। কোন ভবনের নিচে আশ্রয় নেওয়া ভাল হবে।

* উঁচু গাছপালা বা বিদ্যুতের খুঁটিতে বজ্রপাত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। তাই বজ্রঝড়ের সময় গাছ বা খুঁটির কাছাকাছি থাকা নিরাপদ নয়। এমনকি খালি তাঁবু বা বড় গাছগুলোতে বজ্রপাত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। তাই সেখানে আশ্রয় নেওয়া যাবে না।

---

১. *আহমাদ হা/১১৬৩৮; হাকেম হা/৮৩৭৩, সনদ ছহীহ।*

২. *মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৬৪১; মিশকাত হা/১৫২২; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭২৩।*

* বাড়িতে থাকাবস্থায় জানালা দিয়ে উঁকি দেওয়া যাবে না। আবহাওয়া অধিদফতর এই সময় জানালা বন্ধ রাখার এবং ঘরের মধ্যে থাকার পরামর্শ দিয়েছে।

* যখন বজ্রঝড় বা ঝড় হয়, তখন বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করা ঠিক নয়। এমনকি ল্যান্ড ফোন ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কারণ যখন তার বজ্রপাতের সংস্পর্শে আসে, তখন অনেকগুলিই স্পৃষ্ট হ'তে পারে।

* এই সময়ে সব ধরনের বৈদ্যুতিকভাবে সংযুক্ত যন্ত্রপাতি বন্ধ রাখা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি বন্ধ থাকলেও তাদের স্পর্শ করা ঠিক হবে না। আর বজ্রপাতের ক্ষেত্রে সুইচ বা প্লাগ আগে থেকেই খোলা রাখতে হবে।

* কেউ বজ্রঝড়ের সময় রাস্তায় গাড়িতে থাকলে আবহাওয়াবিদের মতে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফেরার চেষ্টা করতে হবে। তারপর যদি প্রবল বজ্রপাত এবং বৃষ্টি হয়, তাহ'লে গাড়িটি কোন পাকা ভবনের নীচে রাখা যেতে পারে। সেই সময় গাড়ির কাচ স্পর্শ করাও বিপদের কারণ হ'তে পারে।

* ভারী বৃষ্টির কারণে রাস্তায় পানিবদ্ধতার সৃষ্টি হ'তে পারে এবং অনেক সময় বৃষ্টির মধ্যে বৈদ্যুতিক খুটি ভেঙে তার পানিতে পড়ে যেতে পারে, যা দুর্ঘটনার কারণ। আবার কাছাকাছি কোথাও বজ্রপাত হ'লেও, সেই পানি বৈদ্যুতিক শক হওয়ার অন্যতম কারণ হ'তে পারে।

* ভেজা চামড়ার জুতা বা খালি পা খুব বিপজ্জনক, বিশেষ করে বজ্রপাতের সময়। এ সময় একা বাইরে যেতে হ'লে পা-ঢাকা জুতা ব্যবহার করা ভাল এবং রাবার গাম্বুট এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো কাজ করবে।

* স্বেচ্ছাসেবকদের উচিত আহতদের চিকিৎসার জন্য খুব তাড়াতাড়ি তাদের হাসপাতালে পাঠানোর চেষ্টা করা। খালি হাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া কাউকে স্পর্শ করা ঝুঁকিপূর্ণ। তাই খালি হাতে স্পর্শ করা উচিত নয়, তবে কিছু সময় পর স্পর্শ করা যাবে।

* নদী, পুকুর বা হ্রদে মাছ ধরা বা নৌকা ভ্রমণ যে কোন উপায়ে এড়ানো উচিত। যদি একসাথে অনেক লোক থাকে তবে সেগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উচিত। বজ্রপাতের সময় কংক্রিটের উপর ঝুঁকে যাওয়া বা দেয়ালের সাথে ঝুঁকে যাওয়া এড়ানো উচিত।

* সমতল খোলা মাঠে প্রয়োজনে উচ্চতা এড়ানো উচিত। শক্ত কাঠামো ইস্পাত বা লোহার কাঠামোর কাছে দাঁড়ানো যাবে না। বিশেষ করে, যে কোন বড় বিচ্ছিন্ন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা থেকে বিরত থাকা উচিত। খোলা মাঠে আশ্রয় নিলেও সেখানে শুয়ে থাকা ঠিক হবে না।

পরিশেষে বলব, মহান আল্লাহ কোন কিছুই অকারণে সৃষ্টি করেননি। আল্লাহদ্রোহী ও ইসলাম বিরোধীদের এখান থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়াবী গযব থেকে রক্ষা করতঃ তাঁর প্রদর্শিত পথে অটল থাকার ও পরিচালিত হওয়ার তাওফীক দান করুন-আমীন!

ATAB MEMBER | Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

(ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২)

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বি: দ্র:

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels@gmail.com

রাজশাহী যোগাযোগ : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, তুহিন বস্ত্রালয়, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

আল-কুরআনে বিজ্ঞানের নিদর্শন

-ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

মানুষের পক্ষে কি অদৃশ্যের খবর বা ভবিষ্যৎ জানা সম্ভব, বিজ্ঞান কি বলে?

বিজ্ঞানের ভাষায় অদৃশ্যের খবর বা ভবিষ্যৎ জানা এই জ্ঞানকে বলা হয় Precognition, যা দু'টি ল্যাটিন শব্দ prae (পূর্বে) এবং cognitio (অর্জিত জ্ঞান) হ'তে আগত। প্রাচীনকাল হ'তে মানুষের মধ্যে এই ধারণা রয়েছে যে, মানুষের পক্ষে অদৃশ্যের খবর বা ভবিষ্যতের খবর জানা সম্ভব। কিন্তু সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কারো পক্ষে অদৃশ্যের খবর বা ভবিষ্যৎ জানা সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ، 'তুমি বল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্যের খবর কেউ রাখে না আল্লাহ ব্যতীত। আর তারা বুঝতেই পারবে না কখন তারা পুনরুত্থিত হবে' *(নামাল ২৭/৬৫)*।

অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন, عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا 'তিনি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী। আর তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারু নিকট প্রকাশ করেন না' *(জিন ৭২/২৬)*।

উক্ত আয়াতগুলোতে ঘোষণা করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ অদৃশ্যের খবর জানেন না। এখন প্রশ্ন হ'ল অদৃশ্যের খবর কি?

অদৃশ্য হ'ল যা আমাদের পক্ষে চাক্ষুস জানা বা দেখা সম্ভব নয়। যেমন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, কবরের আযাব, জান্নাত, জাহান্নাম, ভবিষ্যতে কি হবে এরূপ আরো অনেক বিষয় যা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের পক্ষে ভবিষ্যৎ দেখা বা জানা সম্ভব কি-না এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কি বলে?

ধরে নিলাম, মানুষ ভবিষ্যৎ দেখতে পারবে বা জানতে পারবে। এখন প্রশ্ন হ'ল তারা কি প্রক্রিয়ায় জানতে পারবে? এখন বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যৎ জানা সম্পর্কে যে গবেষণা করেছেন এবং সে সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করব।

১. Theory of Causality : ভবিষ্যতের কোন ঘটনা, প্রক্রিয়া, অবস্থা যদি বর্তমান কোন ঘটনা, প্রক্রিয়া বা অবস্থার উপর আংশিক বা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয় তবে ভবিষ্যতের ঐ ঘটনা সম্পর্কে বলা যাবে তাকে Theory of Causality বলে।[১] যেমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল প্রত্যেক বছর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হবে। তাই এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে বলা যাবে ফেব্রুয়ারী মাসের এই এই তারিখ তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হবে অর্থাৎ ভবিষ্যতের একটি ঘটনা বলে দেওয়া গেল।

Theory of Causality অনুসারে গৃহীত সিদ্ধান্তের কারণে, ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার তাবলীগী ইজতেমার ঘটনাটি ঘটবে। এখন প্রশ্ন হ'ল, এটি কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কি-না? প্রদত্ত আয়াতে বলা হয়েছে অদৃশ্যের খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কিন্তু উক্ত ঘটনাটি অদৃশ্য নয়; তা একটি সিদ্ধান্তের কারণে সংঘটিত হবে। অর্থাৎ এই ঘটনার খবর দৃশ্যমান। তাই Theory of Causality কুরআনের আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

২. Pseudoscience বা ছদ্ম বিজ্ঞান : এটি একটি প্রস্তাব, একটি অনুসন্ধান বা ব্যাখ্যা, যা বিজ্ঞান হিসাবে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণ এবং তথ্য-উপাত্ত অনুপস্থিত থাকে। এটির মূল ভিত্তি হ'ল বিশ্বাস। এটির কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই, এটি স্রেফ বিশ্বাসের উপর ভবিষ্যতের খবর প্রদান করে। (Hansson SO (2008), "Science and Pseudoscience") যেহেতু এটির কোন প্রমাণ নেই এবং এর দ্বারা প্রদত্ত সংবাদ সত্যও হয় এবং মিথ্যাও হয়। তাই বিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করেননি। Presudoscience-এর কিছু উদাহরণ :

(ক) Acupuncture (আকুপ্যাংচার থেরাপী) : এটি চীনের একটি প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থা। তাদের দাবী এর দ্বারা মানুষের শরীরের শক্তির ব্যালেন্স হয়। কিন্তু এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তারা দেখাতে পারেনি। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই চিকিৎসা পদ্ধতি গৃহীত হয়নি।

(খ) Astrology (জ্যোতিষশাস্ত্র) : নক্ষত্রের গতিবিধির উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ বলার প্রক্রিয়াকে Astrology বলা হয়।

বিজ্ঞানীদের মতে এটি একটি মিথ্যা Presudoscience যা একটি অপ্রমাণিত ভিত্তির উপর নির্ভর করে মানুষের জন্মের সময় সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রের অবস্থানের অনুসারে একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। এরা আগুন, বায়ু, পানি এবং পৃথিবীর সাথে চন্দ্র, সূর্য এবং নক্ষত্রের সম্পর্ক স্থাপন করে ভবিষ্যদ্বাণী করে। সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রের বৈশিষ্ট্যের সাথে মানুষের ভবিষ্যতের দূরতমও কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সমূহ বর্ণনা করেছেন। বিজ্ঞানীরা কুরআনের আয়াতের অনুরূপ তথ্য প্রদান করেছেন যে, এগুলোর সাথে ভবিষ্যৎ জানার কোন সম্পর্ক নেই।

বৈজ্ঞানিকভাবে কোন মানুষের ক্ষতি বলতে বুঝায় সে কোন কিছু দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ তার উপর বল প্রয়োগ করা হবে। মহাবিশ্বে চার ধরনের বলের অস্তিত্ব পাওয়া যায় যথা- তাড়িতচৌম্বক বল, মহাকর্ষ বল, সবল নিউক্লিয় বল, এবং দুর্বল নিউক্লিয়। চিরুনী মাথায় ঘষে ছোট কাগজের টুকরোর উপরে ধরলে তা কাগজকে আকর্ষণ করে। এই বল হ'ল তাড়িতচৌম্বক বল। কোন ভারী কিছুকে ছেড়ে তা

১. *Causality and Modern Science. Nature. Vol. 187 (3, revised ed.) (published 2012). pp. 123–124.*

মাটিতে গিয়ে পড়ে অর্থাৎ যে বলের কারণে তা মাটিতে পড়ে তা মহাকর্ষ বল। পারমাণবিক বোমা বা নিউক্লিয় পাওয়ার প্লান্টে যে বল কাজ করে তাতে সবল নিউক্লিয় বল এবং দুর্বল নিউক্লিয় বল কাজ করে।

যদি কোন বস্তু মানুষের কোন ক্ষতি করে বুঝতে হবে এই চারটি বলের কোন একটি বল কাজ করছে। উদাহরণস্বরূপ : কারো চামড়া যদি এসিডে পুড়ে যায়, তবে সেখানে তাড়িতচৌম্বক বল কাজ করছে। কারো উপর ভারী কিছু পড়লে সেখানে মহাকর্ষ বল কাজ করছে। কোথাও পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে সেখানে নিউক্লিয়ার বল কাজ করছে ইত্যাদি।

এবার আসুন আমরা দেখি গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য যে মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে বলে জ্যোতিষীরা যে দাবী করে তা বৈজ্ঞানিকভাবে কতটুকু সত্য?

গ্রহ, নক্ষত্রের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র রয়েছে যা তার সোলার সিস্টেমের বাইরে কাজ করে না। দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে মহাকর্ষ বল দুর্বল হয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিকভাবে দেখা যায় যে, মানুষের মাথার মুকুটের ভর মাথার উপর যে বল ক্রিয়া করে তার তুলনায়ও গ্রহ, নক্ষত্রের প্রভাব অত্যন্ত নগণ্য। তাই বলা যায় যে, গ্রহ, নক্ষত্রের মহাকর্ষ বল মানব জীবনে কোন প্রভাব ফেলে না। এবার দেখা যাক গ্রহ, নক্ষত্রের তাড়িতচৌম্বক বলের প্রভাব অর্থাৎ আলোক রশ্মির প্রভাব। মহাবিশ্বের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম হ'ল সাইরাস। সাইরাস হ'তে আগত আলোক রশ্মি মানুষের চোখে যে প্রভাব ফেলে তা জোনাকির আলোর চাইতেও নগণ্য।

তাই বলা যায়, গ্রহ, নক্ষত্র যদি মানুষের জীবনে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করার সামর্থ্য রাখত তবে মুকুট আর জোনাকি তার চেয়ে অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারত। তাই গ্রহ-নক্ষত্রের গতিপথ অনুসারে মানুষের ভবিষ্যৎ বলে দেওয়া স্রেফ প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।[২] চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রসমূহের কাজ কি তা কুরআনের আয়াতের সাথে বিজ্ঞানীদের প্রদত্ত তথ্যের কোন পার্থক্য নেই। যেমন সূর্য পৃথিবীতে আলো, তাপশক্তি, বিভিন্ন ধরনের তরংগ প্রেরণ করে, সূর্য-চন্দ্র বছর গণনায় সহায়তা করে, আবার চন্দ্রের কারণে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা হয়। জ্যোতিষরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য পুর্ণিমা এবং অমাবস্যার রাতের ভয়াবহতা উল্লেখ করে সমুদ্রের জোয়ারের উত্তালতা এবং ভাটার নীরবতার উদাহরণ পেশ করে।

অথচ সূর্য, চন্দ্র এবং পৃথিবী একই সমতলে আসার কারণে সমুদ্রের একাংশে জোয়ার বেড়ে যায় অপর অংশে ভাটা তৈরী হয়। উপরোক্ত আলোচনা হ'তে আমরা বলতে পারি যে, জ্যোতিষ বিদ্যার কোন ভিত্তি নেই এবং সম্পূর্ণ বানোয়াট যা স্রেফ মানুষের সাথে প্রতারণা করে। এই ভ্রান্তদের জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ 'তিনি কি জানবেন না, যিনি সৃষ্টি করেছেন? বস্তুতঃ তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী ও সবকিছু সম্যক অবহিত' *(মুলক ৬৭/১৪)*।

তারা চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্র সম্পর্কে এমন তথ্য পেশ করে যা সম্পর্কে এগুলোর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা তার নাযিলকৃত গ্রন্থে কিছুই বলেননি।

এছাড়া আরোও কিছু Pseudoscience এর উদাহরণ হ'ল: Chiropractic, Conversion Therapy, Homeopathy

৩. Astro-Palmistry বা হস্তরেখায় ভাগ্য গণনা : মানুষের হস্ত রেখার সাহায্যে ব্যক্তির আয়ু, সংকট, দুর্ঘটনা, মৃত্যু, সম্পদ ইত্যাদি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার একটি কথিত পদ্ধতির নাম হ'ল Astro-Palmistry। এটি কোত্থেকে কিভাবে চালু হয়েছে এর কোন তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা হয় প্রাচীন ভারতে এই পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়। এরপর তা চীন, তিব্বত, শাম, মিশর এবং গ্রীসে ছড়িয়ে পড়ে। ২৫০০ বছর আগে এরিস্টটল তার (De Historia Animalium (History of Animals) বইয়ে লিখেন- 'হাতের রেখাগুলো কোন কারণ ছাড়া লেখা হয়নি'। এরিস্টটল সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী ছিল। তার ধারণা এই হাতের রেখার কোন অর্থ থাকতে পারে কিন্তু তিনি বলেননি যে, এর দ্বারা মানুষের ভবিষ্যৎ বলা যাবে। যারা এই হস্তরেখা দিয়ে মানুষের ভাগ্য গণনা করে তার এর কোন ভিত্তি উপস্থাপন করতে পারেনি। বিজ্ঞানীরা এভাবে হস্তরেখা দ্বারা ভবিষ্যৎ বলার বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

এবার আসুন আমরা দেখব হাতের এই রেখাসমূহের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি? প্রাণীবিদ্যা বিভাগের বিজ্ঞানীরা বলেন যে, একজন মা গর্ভবতী হওয়ার ১২ সপ্তাহের মধ্যে শিশুর হাতের রেখা গঠিত হয়। এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে, হাতের রেখাগুলো মূলতঃ হাতের তালুর চামড়া ভাজ করতে, চেপে ধরতে এবং প্রসারিত করতে সহায়তা করে। অধিকাংশ মানুষের তিন ধরনের রেখা থাকে। এছাড়া কারো হাতের তালুতে ছোট ছোট রেখার সংখ্যা কমবেশী যা মূলতঃ বংশগতি বা জীনতত্ত্বের উপর নির্ভর করে।[৩]

উপরোক্ত আলোচনা সাপেক্ষে এটা বলা যায় যে, হাতের রেখা দ্বারা ভবিষ্যৎ বলার দাবী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যা কুরআন দ্বারা প্রত্যাখ্যাত এবং বিজ্ঞান দ্বারাও প্রত্যাখ্যাত।

৪. Telepathy (টেলিপ্যাথি) : শব্দটি দু'টি গ্রীক শব্দ têle (দূরত্ব) এবং páthos (অনুভূতি) হ'তে আগত। এর সংজ্ঞা হ'ল : একজন ব্যক্তির অন্তর বা মস্তিষ্ক হ'তে অপর ব্যক্তির অন্তর বা মস্তিষ্কে কোন ধরনের মাধ্যমের সাহায্য ছাড়া তথ্য বা সিগনাল প্রেরণ করার সিস্টেম কে টেলিপ্যাথি বলে। এই টেলিপ্যাথি শব্দটি সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন ১৮৮২ সালে Frederic W. H. Myers তিনি ছিলেন Society for Psychical Research এর প্রতিষ্ঠাতা।[৪]

২. *Dr. Christopher S. Baied, space, 13 march, 2013.*

৩. *Adesola Ayo Aderele, Punch, 30th march, 2017.*
৪. *Hamilton, Trevor (2009).*

বিভিন্ন গবেষকরা গবেষণার মাধ্যমে মত প্রকাশ করেছেন যে, টেলিপ্যাথি যে বিদ্যমান এর কোন প্রমাণ নেই এবং এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। অর্থাৎ মানুষ চাইলে তার অন্তর হ'তে আরেকজনের অন্তরে কোন সিগন্যাল বা তথ্য প্রেরণ করতে পারে না।

এবার আমরা দেখি ইসলামে এর অবস্থান কি?

নাফে' (রহঃ) বলেন, ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) একটি সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন যার আমীর ছিলেন সারিয়াহ। একদিন ওমর (রাঃ) জুম'আর খুৎবা দেওয়ার সময় বললেন, "ও সারিয়াহ! পাহাড়ের দিকে, ও সারিয়াহ! পাহাড়ের দিকে"। সারিয়াহ তৎক্ষণাৎ তার বাহিনী নিয়ে পাহাড়ের দিকে গমন করল। যদিও মদীনা থেকে ঐ স্থানের দূরুত্ব ১ মাসের অধিক।[৫]

এখানে ওমর (রাঃ) কোন মাধ্যমের সাহায্য ছাড়ায় সারিয়াহর নিকট সংবাদ প্রেরণ করল। ইসলামী পরিভাষায় এই ধরনের তথ্য প্রেরণকে বলা হয় কাশফ এবং এই ঘটনাকে বলা হয় কারামাহ (আল্লাহ তার কোন বান্দাকে দিয়ে এমন কিছু ঘটান যা ঐ বান্দার সাধ্যের অতীত)। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই ঘটনার নাম হচ্ছে টেলিপ্যাথি। অর্থাৎ ইসলাম টেলিপ্যাথিকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে না। অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে এরূপ ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু মানুষের এর উপর কোন নিজস্ব ক্ষমতা নেই। তবে ইসলামের নির্দেশ এবং বিজ্ঞানের গবেষণা একই তথ্য প্রকাশ করছে যে, একজন মানুষের পক্ষে নিজ ইচ্ছায় একজনের অন্তর হ'তে অন্যজনের অন্তরে কোন ধরনের সিগন্যাল বা তথ্য প্রেরণ সম্ভব নয়।

৫. Clairvoyance (ক্লেয়ারভয়েন্স) : দু'টি ফ্রেঞ্চ শব্দ clair (পরিষ্কার), voyance (দৃষ্টি) হ'তে আগত। এর সংজ্ঞায় বলা হয় যে, এটি একটি যাদুকরী বিদ্যা। যার সাহায্যে যেকোন বস্তু, ব্যক্তি বা স্থান সম্পর্কে যেকোন তথ্য দেওয়া যাবে।[৬]

যারা এই ধরনের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত তারা দাবী করে যে, এই বিদ্যার সাহায্যে মানুষের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারবে। কিন্তু তারা কিসের ভিত্তিতে তা করবে এর কোন প্রমাণাদি পেশ করতে পারেনি। তাদের দাবী এটি তাদের বিশেষ ক্ষমতা। আমাদের সমাজে হাযিরা দেখা, গণক, জ্যোতিষ, বিভিন্ন ধরনের পীর-ফকীর এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

বিজ্ঞান অনুসারে Clairvoyance-কে বলা হয় প্রতারণা, হ্যালুসিনেশন, আত্ম-ভ্রম, ইচ্ছাকৃত চিন্তা-ভাবনা। বৈজ্ঞানিকভাবে এর কোন ভিত্তি নেই।[৭]

বিজ্ঞানী ডেভিড জি মেয়ারস Clairvoyance-এর ভিত্তি প্রমাণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তিনি এর উপর কয়েক হাযার পরীক্ষণ করেন। এতে দেখেন যে, কারো পক্ষে এই Clairvoyance-এর দ্বারা কোন ঘটনা সম্পর্কে না জেনে সে সম্পর্কে সঠিক উত্তর প্রদান করা সম্ভব হয়নি।[৮]

অতএব আমরা গবেষকদের তথ্যের আলোকে বলতে পারি Clairvoyance (গণক, জ্যোতিষ, হাযিরা দেখা, পীর-ফকীর) দ্বারা ভবিষ্যৎ বলার দাবী একেবারেই ভ্রান্ত।

৬. Extrasensory perception বা ESP বা ৬ষ্ঠ ইন্দ্রিয় :

এটি একটি দাবীকৃত অলৌকিক ক্ষমতা যা স্বীকৃত শারীরিক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্জিত নয়, বরং মনের দ্বারা অদৃশ্যের তথ্য গ্রহণের সাথে সম্পর্কিত।

আমরা জানি, পঞ্চ-ইন্দ্রিয় হ'ল স্বাদ, দেখা, শোনা, স্পর্শ এবং ঘ্রাণ। ধরুন, আমরা কোন রাস্তার পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছি তখন আমাদের নাকে কোন কিছুর ঘ্রাণ আসল বা কানে কোন কিছুর শব্দ আসল তখন আমরা ঘ্রাণ শুকে বা শব্দ শুনে বুঝে নিতে পারি তা কিসের ঘ্রাণ বা কিসের শব্দ। যারা ৬ষ্ঠ ইন্দ্রিয় শক্তির দাবী করে তারা কেবল অন্তর দিয়ে যেকোন কিছু সম্পর্কে বলে দিতে পারবে।

এইবার আমরা দেখব গবেষকরা কি বলে? ১৯৩০ সালে উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক জে বি রাইম ও তার স্ত্রী লুইসা ই রাইম ESP-এর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কিছু কার্ড তৈরী করেন যা জেনার কার্ড নামে পরিচিত। এর দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষার্থীর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় যে, কারো নিকট ESP ক্ষমতা আছে কি-না এবং এর মাধ্যমে তারা ভবিষ্যৎ বলতে পারে কি-না। শেষ পর্যন্ত তারা ফলাফল প্রকাশ করেছে যে, ESP বা ৬ষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কোন অস্তিত্ব নেই।[৯]

আমরা উপরে জ্যোতির্বিদ্যা, Telepathy, হস্তরেখা, Clairvoyance এবং ESP সম্পর্কে আলোচনা পেশ করেছি। বিজ্ঞানীদের গবেষণা হ'তে আমরা জানতে পারলাম যে, মানুষের পক্ষে অদৃশ্যের খবর বা ভবিষ্যতের খবর জানা সম্ভব নয়। যারা উপরোক্ত পদ্ধতিতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে পারে বলে যে দাবী করে তার কোন ভিত্তি নেই এবং তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

আমাদের সমাজে যত জ্যোতিষ, গণক, পীর-ফকীর রয়েছে এরা সাধারণ মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চাঁদ-সূর্য-গ্রহ-নক্ষেত্রের নাম করে, হাত দেখার নাম করে, ধ্যান করার নাম করে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে এবং সাধারণ মানুষকে মানসিকভাবে বিকারগস্ত করছে।

আমরা শুরুতে আল-কুরআনের দু'টি আয়াত উল্লেখ করেছি যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ অদৃশ্যের খবর বা ভবিষ্যতের খবর জানে না। অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের গবেষণা কুরআনকেই মেনে নিল। কুরআনে এই সংক্রান্ত আরো আয়াত রয়েছে এবং এই সংক্রান্ত হাদীছও রয়েছে।

আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي

---

৫. *ফাযায়েলে ছাহাবা, ১/২৬৯, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১১০।*

৬. *Merriam-Webster Dictionary, February 22, 2022.*

৭. *Carroll, Robert Todd. (2003), Clairvoyance, 2014-04-30.*

৮. *Psychology, 8th edition.*

৯. *A Skeptic's Handbook of Parapsychology. Prometheus Books. pp. 105–127.*

نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، ‘নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান। আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন মায়ের গর্ভাশয়ে কি আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন মাটিতে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সকল বিষয়ে খবর রাখেন’ *(লোকমান ৩১/৩৪)*।

ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِى غَدٍ، وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِى الأَرْحَامِ، وَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَمَا يَدْرِى أَحَدٌ مَتَى يَجِىءُ الْمَطَرُ ‘গায়েবের চাবি হ’ল পাঁচটি, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। (১) কেউ জানে না যে, আগামীকাল কী ঘটবে। (২) কেউ জানে না যে, আগামীকাল সে কী অর্জন করবে। (৩) কেউ জানে না যে, মায়ের গর্ভে কী আছে। (৪) কেউ জানে না যে, সে কোথায় মারা যাবে। (৫) কেউ জানে না যে, কখন বৃষ্টি হবে’।[১০]

অতএব আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষে জানা সম্ভব না কারো উপর কি বিপদ আসবে, গর্ভে সন্তান ছেলে আসবে না মেয়ে আসবে, বৃষ্টি কখন হবে, কখন মৃত্যুবরণ করবে ইত্যাদি।

আমাদের অনেক মুসলিম ভাই-বোন কুরআনের নির্দেশ জানার পরও বিভিন্ন পীর-ফকীর, জ্যোতিষ, গণকের নিকট যাচ্ছে হাযিরা দেখার জন্য, আয় বৃদ্ধির জন্য, সংসারে শান্তির জন্য, গর্ভবতী হওয়ার জন্য। তাদের জন্য এই প্রবন্ধে এই আহ্বান করা হচ্ছে যে, এগুলোর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এগুলো আপনার ঈমান নষ্ট করে ফেলছে। পাশাপাশি যেসকল অমুসলিম এগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তাদের নিকটও একই আহ্বান এগুলোর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এরা কেবল আপনাদের সাথে প্রতারণা করে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করছে।

তাই সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান নিজেদের দুনিয়ার জীবন এবং পরকালের জীবনকে সুন্দর করার জন্য পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করুন।

---

১০. *বুখারী হা/১০৩৯*।

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্র: কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা

মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য

হজ্জ ও ওমরাহ-এর জন্য বুকিং চলছে

- হজ্জ-এর প্রাক-নিবন্ধন চলমান
- প্রতি মাসেই ওমরাহ প্যাকেজ

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
- হজ্জে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সার্বক্ষণিক গাইড ও দেশীয় খাবারের ব্যবস্থা এবং কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা।
- সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ-ওমরাহ পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কার্যালয় সমূহ :

প্রধান কার্যালয়	কুড়িগ্রাম অফিস	রাজশাহী অফিস	রংপুর যোগাযোগ
মুছত্বফা সরকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা আল-আমীন ফার্মেসী সেন্ট্রাল রোড, রংপুর। ০১৭৮৮-০৫১২০৮ ০১৩০৯-৭৮৯৮৬০।	পরিচালক মোহরটারী হাফেযিয়া মাদরাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং, গংগারহাট, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ০১৫৫২-৪৫৯৭২১	**নাদীম বিন সিরাজ** সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী, ০১৭৫৩-৫০৮৬৫৬। **আবুল বাশার** নওদাপাড়া, রাজশাহী ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮।	**রেযাউল করীম** দারুস সুন্নাহ শপ, হাজী লেন, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর, ০১৭২২-১৮৫২১৩

আশূরায়ে মুহাররম

আত-তাহরীক ডেস্ক

ইসলামের নামে প্রচলিত অনৈসলামী পর্ব সমূহের মধ্যে একটি হ'ল ১০ই মুহাররম তারিখে প্রচলিত আশূরা পর্ব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ পর্বের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ্‌র নিকটে বছরের চারটি মাস হ'ল 'হারাম' বা মহা সম্মানিত *(তওবা ৯/৩৬)*। যুল-ক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহাররম একটানা তিন মাস এবং তার পাঁচ মাস পর 'রজব', যা শা'বানের পূর্ববর্তী মাস'।[১] জাহেলী যুগের আরবরা এই চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করত না।[২] দুর্ভাগ্য যে, মুসলমান হয়েও আমরা অতটুকু করতে পারি না।

আশূরার গুরুত্ব ও কারণ : হিজরী সনের প্রথম মাস মুহাররমের ১০ম তারিখকে 'আশূরা' (يَوْمُ عَاشُورَاءَ) বলা হয়। এদিন আল্লাহর হুকুমে মিসরের অত্যাচারী সম্রাট ফেরাউন সসৈন্যে নদীতে ডুবে মরেছিল এবং মূসা (আঃ) ও তাঁর সাথী বনু ইস্রাঈলগণ ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে মূসা (আঃ) এদিন ছিয়াম রাখেন'।[৩] সেকারণ এদিন নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে ছিয়াম রাখা মুস্তাহাব। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম নিয়মিতভাবে পালন করতেন।

ইসলাম আসার পূর্ব থেকেই ইহূদী, নাছারা ও মক্কার কুরায়েশরা এদিন ছিয়াম রাখায় অভ্যস্ত ছিল। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিজে ও তাঁর হুকুম মতে সকল মুসলমান এদিন ছিয়াম রাখতেন *(ঐ, শরহ নববী)*। অতঃপর ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হ'লে তিনি বলেন, 'এখন তোমরা আশূরার ছিয়াম রাখতেও পার, ছাড়তেও পার। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি'।[৪] ইহূদীদের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসার (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক নিকটবর্তী'।[৫] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, লোকেরা বলল, ইহূদী-নাছারাগণ আশূরার দিনকে খুবই সম্মান দেয়। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আগামী বছর ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আগামীতে বেঁচে থাকলে আমি অবশ্যই ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম মাস আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়'।[৬] ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, 'তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহূদীদের খেলাফ কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বের দিন অথবা পরের দিন ছিয়াম রাখ'।[৭] আলবানী বলেন, হাদীছটি মওকূফ ছহীহ *(ঐ)*। তবে ৯ ও ১০ দু'দিন রাখাই উত্তম। কেননা রাসূল (ছাঃ) ৯ তারিখ ছিয়াম রাখতে চেয়েছিলেন।

আশূরার ছিয়ামের ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, রামাযানের পর সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম। অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম'।[৮] তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশা করি যে, আশূরার ছিয়াম বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহ সমূহের কাফফারা হবে'।[৯]

প্রচলিত আশূরা : প্রচলিত আশূরার প্রধান বিষয় হ'ল শাহাদাতে কারবালা, যা শাহাদাতে হুসায়েনের শোক দিবস হিসাবে পালিত হয়। যেখানে আছে কেবল অপচয় ও হাযার রকমের শিরকী ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ড। যেমন তা'যিয়ার নামে হোসায়েনের ভুয়া কবর বানানো, তার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করা, তার ধুলা গায়ে মাখা, তার দিকে সিজদা করা, তার সম্মানে মাথা নীচু করে দাঁড়ান, 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করা, বুক চাপড়ানো, তা'যিয়া দেওয়ার মানত করা, তা'যিয়ার সম্মানে রাস্তায় জুতা খুলে চলা, হোসেনের নামে মোরগ উড়িয়ে দেওয়া। অতঃপর ছেলে ও মেয়েরা পানিতে ঝাঁপ দিয়ে ঐ 'বরকতের মোরগ' ধরা ও তা যবেহ করে খাওয়া। ঐ নামে একটি নির্দিষ্ট স্থানে জড়ো হয়ে চেরাগ জ্বালানো, ঐ নামে কেক-পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে ধোঁকা দেওয়া ও তা বেশী দামে বিক্রি করা এবং বরকতের আশায় তা খরিদ করা, সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল নিয়ে কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেওয়া, শোক বা তা'যিয়া মিছিল করা, তাবার্রুক বিতরণ করা, শোকের কারণে এ মাসে বিবাহ-শাদী না করা ইত্যাদি। এমনকি এদিন উস্কানীমূলক এমন কিছু কাজ করা হয়, যেকারণে প্রতি বছর আশূরা উপলক্ষে শী'আ-সুন্নী পরস্পরে খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ইসলামে শোক : কোন মুসলিম ব্যক্তির মৃত্যুর খবরে ইন্না লিল্লাহ.. পাঠ করা এবং মাইয়েতের জানাযা করাই হ'ল ইসলামের বিধান। এর বাইরে অন্য কিছু নয়। স্বামী ব্যতীত অন্য মাইয়েতের জন্য তিন দিনের ঊর্ধ্বে শোক করা ইসলামে নিষিদ্ধ।[১০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে মুখ চাপড়ায়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় চিৎকার দিয়ে কাঁদে'।[১১] তিনি বলেন, 'আমি দায়মুক্ত ঐ ব্যক্তি থেকে, যে শোকে মাথা মুণ্ডন করে, চিৎকার দিয়ে কাঁদে ও বুকের কাপড় ছিঁড়ে'।[১২] রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার জন্য শোক করা হবে, তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে'।[১৩]

উল্লেখ্য যে, জাহেলী যুগের রীতি ছিল, যার মৃত্যুতে যত বেশী মহিলা কান্নাকাটি করবে, তিনি তত বেশী মর্যাদাবান বলে খ্যাত হবেন। সেকারণ মৃত ব্যক্তি র সম্মান বাড়ানোর জন্য তার

১. *বুখারী হা/৫৫৫০; মুসলিম হা/১৬৭৯; মিশকাত হা/২৬৫৯।*
২. *বুখারী হা/৫৩; মুসলিম হা/১৭; মিশকাত হা/১৭।*
৩. *মুসলিম হা/১১৩০ (১২৮)।*
৪. *মুসলিম হা/১১২৯; বুখারী হা/২০০২।*
৫. *মুসলিম হা/১১৩০ (১২৮); মিশকাত হা/২০৬৭।*
৬. *মুসলিম হা/১১৩৪।*
৭. *ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২০৯৫।*
৮. *মুসলিম হা/১১৬৩; মিশকাত হা/২০৩৯।*
৯. *মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪।*
১০. *আবুদাউদ হা/২২৯৯, ২৩০২।*
১১. *বুখারী হা/১২৯৭; মুসলিম হা/১০৩।*
১২. *বুখারী হা/১২৯৬।*
১৩. *বুখারী হা/১২৯১।*

লোকেরা কান্নায় পারদর্শী মেয়েদের ভাড়া করে আনত'।[১৪]

দুর্ভাগ্য, আজকের মুসলিম তরুণ-তরুণীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বশেষ ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় একত্রে রাস্তায় ধুলোয় বসে মাইক লাগিয়ে বিদায়ী 'গণকান্না' জুড়ে দেয়। একি জাহেলী আরবের ফেলে আসা নষ্ট সংস্কৃতির আধুনিক বঙ্গ সংস্করণ নয়? অনেকে তিন দিন পর কুলখানী, দশ দিন পর দাসওয়াঁ, চল্লিশ দিন পর চেহলাম এবং কেউ প্রতি বছর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেন। কেউ প্রতি বছর তিন দিন, সাত দিন, চল্লিশ দিন বা মাস ব্যাপী শোক পালন করেন। এছাড়া শোক সভা, শোক র‍্যালী, শোক বই খোলা, কালো টুপি ও কালো পোষাক পরা, কালো ব্যাজ ধারণ করা, কালো পতাকা উত্তোলন বা কালো ব্যানার টাঙানো, মৃতের সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা, শোকের নিদর্শন হিসাবে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা ইত্যাদি ইসলামী সংস্কৃতির ঘোর বিরোধী।

মর্ছিয়া : মর্ছিয়া অর্থ মৃত ব্যক্তির প্রশংসায় বর্ণিত কবিতা। জাহেলী আরবের প্রসিদ্ধ সাব'আ মু'আল্লাক্বাত বা কা'বাগৃহে 'ঝুলন্ত দীর্ঘ কবিতাসপ্তক'-কে আল-মারাছী আস-সাব'আ 'সাতটি শোক কাব্য' বলা হয়। শাহাদাতে হোসায়েন উপলক্ষে বাংলা গদ্যে 'বিষাদ সিন্ধু' ছাড়াও বহু মর্সিয়া রচিত হয়েছে। যে বিষয়ে মন্তব্য করে জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না'। বলা বাহুল্য, হোসায়েনের ত্যাগ এখন নেই। আছে কেবল শোকের নামে মুখ-বুক চাপড়ানো, রং ছিটানো, নাচ-গান ও বাদ্য-বাজনা। সেই সাথে রয়েছে অতিরঞ্জিত লেখনী ও গাল-গল্পের অনুষ্ঠান সমূহ। অথচ জাতীয় মুক্তির পথ দেখিয়ে মহাকবি আল্লামা ইকবাল বলেছেন, *ইসলাম যিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালা কে বা'দ*। এর অর্থ হ'ল, বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য মুমিনকে সর্বদা কারবালার ন্যায় চূড়ান্ত ঝুঁকি নিতে হয়। এর অর্থ এটা নয় যে, কারবালার ঘটনা হক ও বাতিলের লড়াই ছিল। বস্তুতঃ এটি ছিল হোসায়েন (রাঃ)-এর একটি রাজনৈতিক ভুলের মর্মান্তিক পরিণতি। যেটা বুঝতে পেরেই অবশেষে তিনি ইয়াযীদের প্রতি আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[১৫]

তা'যিয়া (التَّعْزِيَةُ) অর্থ মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছান বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়া ও তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা। হোসায়েন পরিবারই ছিলেন এই সমবেদনা পাওয়ার প্রকৃত হকদার। কিন্তু এখন তাঁরা কোথায়? ৬১ হিজরীতে হোসায়েন (রাঃ) কারবালায় শহীদ হয়েছেন। অথচ সেখান থেকে ৩৫২ হিজরী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের কোথাও এদিন শোক পালন করা হয়নি। বাগদাদে আব্বাসীয় খলীফার কট্টর শী'আ আমীর মু'ইযযুদ্দৌলা সর্বপ্রথম ৩৫২ হিজরীর ১০ই মুহাররম-কে 'শোক দিবস' ঘোষণা করেন। এদিন তিনি বাগদাদের সকল দোকান-পাট ও অফিস-আদালত বন্ধ করে দেন। মহিলাদেরকে শোকে চুল ছিঁড়তে, চেহারা কালো করতে, রাস্তায় নেমে শোকগাথা গেয়ে চলতে বাধ্য করেন, শহর ও গ্রামের সর্বত্র সকলকে শোক মিছিলে যোগদান করতে আদেশ দেন। শী'আরা খুশী মনে এ আদেশ মেনে নিলেও সুন্নীরা বিরোধিতা করেন। ফলে ৩৫৩ হিজরীতে উভয় দলে ব্যাপক সংঘর্ষ ও রক্তারক্তি হয়।[১৬]

এই বিদ'আতী রীতির ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশ সহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আশূরার দিন পরস্পরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশ অঞ্চলের শাসক নবাবেরা শী'আ ছিলেন। ফলে এদেশের মুসলমানদের নামে ও আচার-অনুষ্ঠানে শী'আ প্রভাব ব্যাপকতা লাভ করে। সেই সাথে প্রসার ঘটে আশূরা ও তাযিয়ার মত শিরকী ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ড সমূহের। তাযিয়াপূজা কবরপূজার শামিল। পৌত্তলিকরা যেমন নিজ হাতে মূর্তি গড়ে তার পূজা করে, ভ্রান্ত মুসলমানরা তেমনি নিজ হাতে 'তাযিয়া' বানিয়ে তার কাছে মনোবাঞ্ছা নিবেদন করে। এটা পরিষ্কারভাবে শিরক। কেননা লাশ বিহীন কবর যিয়ারত মূর্তিপূজার শামিল। যা নিকৃষ্টতম শিরক। আর আল্লাহ শিরকের গোনাহ কখনো মাফ করেন না' *(নিসা ৪/৪৮)*।

অতএব এই বিদ'আতী পর্বে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করা কিংবা এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিয়ে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আল্লাহ্র ক্রোধের শিকার হওয়া থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

করণীয় : এদিনের করণীয় হ'ল, যালেম শাসক ফেরাঊনের কবল থেকে নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ই মুহাররম দু'টি নফল ছিয়াম রাখা। কমপক্ষে ১০ই মুহাররম একটি ছিয়াম পালন করা। এর বেশী কিছু নয়। সেই সাথে উচিৎ হবে যালেম-মাযলূম সকলকে উক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। আল্লাহ আমাদেরকে ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত রাখুন এবং বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসারী হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

১৪. *ফাৎহুল বারী হা/১২৯১-এর অনুচ্ছেদের আলোচনা দ্রঃ।*
১৫. *বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়' বই।*
১৬. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১১/২৪৩, ২৫৩।*

At-Tahreek TV
অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য
অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।
Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv
Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv
সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

সূচীপত্র

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩

নীতিমালা

ক- গ্রুপ : বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর সর্বোচ্চ ১১ বছরের মধ্যে থাকতে হবে)।

*** আক্বীদা ও দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে

বিষয়গুলোর ১ ও ২নং মৌখিকভাবে এবং ৩নং এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

❒ **প্রতিযোগিতার বিষয় :**

১. তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ফাতিহা, তাকাছুর, আছর, মা'ঊন, ইখলাছ ও আলাক্ব ১-৮ আয়াত।

২. অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ২০টি হাদীছ)।

৩. সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ সম্পূর্ণ বই।

খ- গ্রুপ : বয়স : ১১+ থেকে ১৫ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর সর্বোচ্চ ১৫ বছরের মধ্যে থাকতে হবে)।

*** আক্বীদা ও দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলোর ১ ও ২নং মৌখিকভাবে এবং ৩নং এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

❒ **প্রতিযোগিতার বিষয় :**

১. তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন এবং অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ছফ সম্পূর্ণ *(বি. দ্র. সহায়ক গ্রন্থ : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখিত 'তাজবীদ শিক্ষা' বইটি সংগ্রহ করুন)।*

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ২০টি হাদীছ)।

২. জাগরণী : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি জাগরণী)।

৩. সাধারণ জ্ঞান :

সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (সম্পূর্ণ ৬-১৯ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ ২০-৪৬ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ, প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, শিশু অধিকার ও ভাষা ৬৩-৭৫ পৃ.) সংগঠন বিষয়ক (৯৪-৯৮ পৃ.) এবং বুদ্ধিমত্তা ইংরেজী (৯৯ পৃ.)।

◈ **প্রতিযোগিতার নীতিমালা :**

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।
২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (৪র্থ সংস্করণ) ও **জ্ঞানকোষ-২** (২য় সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে।
৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন। বিশেষ করে যেলা থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিটি বিষয়ে তিনজনের অধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
৭. প্রতিযোগীকে পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।
৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ১০০/- (একশত) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
৯. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১০. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।
১১. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।
১২. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◈ **প্রতিযোগিতার তারিখ :**

১. শাখা	**: ৮ই সেপ্টেম্বর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
২. উপযেলা	**: ১৫ই সেপ্টেম্বর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৩. যেলা	**: ২২শে সেপ্টেম্বর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়	**: ১২ই অক্টোবর**	**(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।**

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

যোগাযোগ : সোনামণি কেন্দ্রীয় কার্যালয়, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবা : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩; ০১৭২৬-৩২৫০২৯; ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

মধ্যপ্রাচ্যের শহরে-নগরে

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(৩য় কিস্তি)

ইত্তিহাদের মধ্যম গোছের ফ্লাইটটি শ'দেড়েক যাত্রী নিয়ে আরব উপসাগরের উপর দিয়ে ধীরলয়ে উড়ে চলে গন্তব্যের পথে। অধিকাংশই ইণ্ডিয়ান ও বাংলাদেশী গতর খাটা মানুষ। কত স্বপ্ন, কত সংকল্প নিয়ে মানুষগুলোর এই অভিযাত্রা। তবে তাতে উচ্ছাসের ছোয়া নেই। বরং তাদের বিষণ্ন, বিরস, ভাবলেশহীন বদনের আবডালে যেন লুকিয়ে আছে মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে আসার অস্ফূট বেদনা। তাদের চেহারা দেখি আর ভাবি আমাদের জীবনটা যেন এক রহস্যময় মায়াজাল ভরা সমুদ্র। সেই মায়াজালে ডুবে গিয়ে আলগোছে কত অপ্রয়োজনকে যে আমরা প্রয়োজন বানিয়ে ফেলি, কত অন্যায়কে ন্যায় বানিয়ে ফেলি, কত ভুলকে শুদ্ধে রূপান্তরিত করি, কত মজবুত বন্ধনকে নিমিষে ছিন্ন করে ফেলি, তার খোঁজ-খবর কে রাখে!

দুবাই সফরকালে আমাদের সফরপতি মহোদয় জনাব ড. সাখাওয়াত হোসাইন এক কেতাদুরস্ত সাইজের লাগেজ ব্যাগ নিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট ব্র্যান্ডের বেশ আদিকালের। দাম্মামের পথে ইত্তিহাদের ফ্লাইটে হ্যাণ্ড ক্যারি ছাড়া বাড়তি লাগেজ নিলে কয়েকগুণ বাড়তি ভাড়া গুণতে হবে। তাই তিনি আপাতত কারো যিম্মায় রেখে ব্যাগটি দেশে পাঠাতে চাইলেন। আমি এবং 'যুবসংঘ' সভাপতি মুহতারামকে বোঝানোর কোশেশ করলাম, ব্যাগটা দেশে ফেরত পাঠাতে যে খরচ ও ঝামেলা পোহাতে হবে, তার চেয়ে কাউকে হাদিয়া দেয়াই ভাল। কিন্তু না! ঐ যে মায়া বলে কথা। সম্পাদক ছাহেব কিছুতেই ব্যাগটি হাতছাড়া করতে চাইলেন না। 'মায়া' নামক অদৃশ্য পিছুটানের কাছে হার মানলেন। কয়েক হাত বদল করে ব্যাগটি দেশে পাঠানোর ঝামেলা এবং এতে সম্ভাব্য ব্যাগের ক্রয়মূল্যের দ্বিগুণ খরচ- কোনটাই তাকে নিবৃত্ত করতে পারল না। সত্যিই এ মায়ার জগৎ এমনই রহস্যময়, যার কোমল অথচ প্রবল হাতছানি আর অলংঘনীয় পিছুটান আমাদেরকে কোন এক অদ্ভূত ঘোরে তাড়িয়ে ফেরে।

আমাদের ফ্লাইট আরব উপসাগর পেরিয়ে দাম্মামের আকাশে পৌঁছায়। আসমান থেকে বিশাল উন্মুক্ত ধুধু মরুভূমির বুকে ধুসর ছোট্ট দাম্মাম শহরের দৃশ্য বিশেষ সাড়া জাগায় না। বিশুস্ক খাঁ খাঁ বাদামী বরণ ময়দান উল্টো বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন করে দেয়। মনে হয় এ শহরে অপেক্ষা করছে এক ঘাম ঝরানো ভীষণ তপ্ত দুপুর, যেখানে খেজুর গাছের ছায়ায় দুদণ্ড স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত পথিকরা উন্মুখ অপেক্ষমান।

বেলা পৌনে দশটায় দাম্মাম কিং ফাহাদ এয়ারপোর্টে আমাদের ফ্লাইট অবতরণ করে। বেশ পুরোনো এবং নিরিবিলি বিমানবন্দর। মূল শহর থেকে প্রায় ৪০ কি.মি. দূরে। তেমন জনসমাগম নেই বললেই চলে। প্রায় নির্বিঘ্নে আনুষ্ঠানিকতা সেরে বেরিয়ে এলাম। যদিও ইমিগ্রেশন অতিক্রম করার পর একজন সিকিউরিটির লোক সম্পাদক মহোদয় এবং যুবসংঘ সভাপতিকে অনাকাংখিত প্রশ্নবাণে বিব্রত করার চেষ্টা করলেন। শেষাবধি এটাও প্রশ্ন ছিল যে, আপনারা শুদ্ধ আরবীতে কথা বলছেন কিভাবে? যেন এটাও অপরাধ। আজীব!

এয়ারপোর্টে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন দাম্মাম শাখা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীল মুন্না ভাই (কুমিল্লা) ও জামাল গাযী ভাই (চাঁদপুর)। আবহাওয়া বেশ চমৎকার। শীতের পর গ্রীষ্মের শুরু এখন। মরুভূমির গা জ্বলা গরম অনুপস্থিত। গাড়ি চলা শুরু করল দাম্মাম শহরের উদ্দেশ্যে। শুক্রবার আজ। জুম'আ ধরার জন্য মুন্না ভাই গাড়ি টেনে চালাচ্ছেন। প্রায় আধাঘন্টা পর পুরোনো শহরের প্রাণকেন্দ্র সিকো মার্কেট এলাকায় আমরা পৌঁছালাম এবং 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল বাশার ভাইয়ের বাসায় হালকা চা-নাশতা সেরে জুম'আর জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলাম। অতঃপর দাম্মাম পাসপোর্ট অফিসের পার্শ্বস্থ রাইয়ান মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করলাম। দাম্মাম শহরে প্রবেশের পর প্রথম বিস্ময়মাখা অনুভূতি ছিল- এটাই দাম্মাম! সিকো মার্কেট এলাকাটি মনে হয়েছিল বেশ পুরোনো ও অনুন্নত শহরের অংশ। তবে পরবর্তীতে সে ধারণা পরিবর্তন হয়ে যায়। সে কথায় পরে আসছি। মসজিদে কয়েকজন দ্বীনী ভাইয়ের সাথে দেখা হ'ল। পরে সবাই একত্রিত হলাম দাম্মাম শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ আল-মামূন ভাইয়ের বাসায়। এখানে দুপুরের খাবারের আয়োজন করা হয়েছে। তার আগে সংক্ষিপ্ত ও প্রাণবন্ত আলোচনা বৈঠক হ'ল দাম্মাম শাখা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীল ও কর্মীদের সাথে। তাদের চোখেমুখে আলোর দীপ্তি আমাদেরকে সত্যিই আলোড়িত করল। বিদেশ-বিঁভুইয়ে এসে কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে তারা যেভাবে দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন, তা একান্তই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ।

দুপুরের খাবার সেরে আমরা দ্রুত রওয়ানা দিলাম সুপ্রসিদ্ধ দাম্মাম ইসলামিক সেন্টারের উদ্দেশ্যে। আমাদের প্রাণপ্রিয় শায়খ মতীউর রহমান মাদানী বাদ জুম'আ দারসের পর সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। আমরা কনফারেন্স রুমে বসার পরপরই শায়খ চলে আসলেন। প্রথম সাক্ষাৎ তাঁর সাথে। অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে সাক্ষাৎপর্বটি হ'ল। শায়খ প্রথমেই আফসোস করলেন এজন্য যে, বিশেষ কিছু অভ্যন্তরীণ কারণে আমাদের প্রতিনিধি দলটির জন্য সেন্টারের নিয়মিত প্রোগ্রামে কোন সময় বরাদ্দ দিতে পারেননি। আব্বার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও আন্তরিকতার অনুভূতি ব্যক্ত করলেন। নানা বিষয়ে তাঁর সাথে আলাপচারিতা হ'ল। শায়খের একটা বিষয় আমাকে আকৃষ্ট করল। সেটা হ'ল- তার একধরণের সরলতা। ভিডিওতে তাঁকে বলার ভঙ্গিতে বেশ রাশভারী আবার কখনও বেশ কঠোর মনে হয়। কিন্তু সাধারণ বাক্যালাপে সেটা একেবারেই নেই। বরং মুর্শিদাবাদী

সাদাসিধে হাসিতে তাকে আর দশজন আটপৌরে আলাপী মানুষের মতই মনে হয়েছে, যিনি সাথী-বন্ধুদের সাথে সময় কাটাতে পসন্দ করেন। শায়খের শরীরও খুব হালকা-পাতলা, যা এই বয়সে প্রায় বিরল।

আছরের ছালাতের পূর্বেই আমাদেরকে আল-খাফযীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতে হবে। সেখানে বাদ মাগরিব অনুষ্ঠান। ফলে শায়খের কাছ থেকে আমাদের দ্রুত বিদায় নিতে হ'ল। আছরের পূর্বে আমরা খাফজীর পথে রওয়ানা দিলাম। সাথী হলেন জামাল গাযী ভাইসহ দাম্মাম শাখার বেশ কয়েকজন ভাই।

দাম্মাম থেকে উত্তরমুখে আল-খাফজীর দূরত্ব প্রায় তিন শত কি.মি.। চমৎকার সুমসৃণ রাস্তা ধরে গাড়ি তীরের গতিতে এগিয়ে চলে। একইসাথে চলতে থাকে দ্বীনী ভাইদের সাথে নানা বিষয়ে প্রশ্নোত্তর ও আলাপচারিতা। সন্ধ্যার পূর্বে মরুভূমির কোন স্থানে গাড়ি দাঁড়ায়। ধুধু বিরান সমতলভূমি সোজা আকাশ ছুঁয়েছে। কোথাও গাছপালা বা পাহাড়ের অস্তিত্ব নেই। সাম্প্রতিক সময়ে প্রায়ই বৃষ্টি হচ্ছে সঊদী আরবে। ফলে বালুর মধ্যে সবুজ লতা-গুল্ম মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। কোথাও তো নিচু স্থানে পুকুরের মতই পানি জমে আছে। সহযাত্রীরা জানালেন এ পথে এমন দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য সচরাচর হয় না।

মাত্র তিন ঘন্টার মধ্যে আমরা খাফজী পৌঁছে যাই। এশার ছালাতের পর আমাদের বক্তব্য। সেই ফাঁকে খাফজী আন্দোলনের উপদেষ্টা তোফায্যল হোসাইন (কুমিল্লা) ভাইয়ের বাসা কাম খাফজী ছানাইয়া শাখা 'আন্দোলন' অফিসে পৌঁছে আমরা ফ্রেশ হয়ে নিলাম। তারপর সোজাসুজি অনুষ্ঠানস্থল তথা আল-খাফজী ইসলামিক সেন্টারের সম্মেলনকক্ষে পৌঁছে যাই। এই সেন্টারে বাঙালী দাঈ হিসাবে কর্মরত আছেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ও 'আন্দোলন' সঊদীআরব শাখার সাবেক সভাপতি প্রয়াত শায়খ আবুল কালাম মাদানী ভাইয়ের ছেলে প্রিয় ভাতিজা আব্দুল্লাহ ফারূক মাদানী। প্রাণবন্ত এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৩ শতাধিক দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধী অংশগ্রহণ করেন। সংক্ষিপ্ত সময়ের নোটিশে এত সুন্দর আয়োজন ছিল আমাদের ধারণাতীত। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। অনুষ্ঠান শেষে খাবারের আয়োজনে অংশগ্রহণের পর আমরা বের হয়ে এলাম। দ্বীনী ভাইদের সাথে অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে কুশল বিনিময় হ'ল। সবার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পর ভাতিজা আব্দুল্লাহ ফারূক আমাদেরকে নিয়ে গেল সমুদ্র তীরে। কুয়েত বর্ডারের কাছেই অবস্থিত এই শহর থেকে দূর সমুদ্রে কুয়েতের কিছু দৃশ্যপট দেখা যায়। আমরা ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে সাগরতীরে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে তোফায্যল ভাইয়ের বাসায় ফিরে আসি এবং সেখানেই রাত্রিযাপন করি।

পরদিন ১৭ই মার্চ ২০২৩ সকালে রুটি ও গোশত দিয়ে সুস্বাদু নাশতার পর তোফায্যল ভাই দুপুরের রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তোফায্যল ভাই একজন নিখাদ আন্দোলন অন্তঃপ্রাণ মানুষ। সঊদী আরবে আন্দোলনের প্রথম সারির মুখলিছ কর্মীদের একজন তিনি। বহু টাকা খরচ করে প্রায় একক প্রচেষ্টায় কুমিল্লার মুরাদনগরে তিনি গড়ে তুলেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত একটি মাদরাসা। নিজের আয়-রোযগারের বেশির ভাগই তিনি ব্যয় করেন আন্দোলন এবং মাদরাসার জন্য। কয়েক বছর পূর্বে মারাত্মক এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি প্রাণ হারাতে বসেছিলেন। আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি সেই ধাক্কা থেকে ধীরে ধীরে সেরে ওঠেন। এখনও পুরোপুরি সুস্থ না হ'লেও মনে-প্রাণে, কর্মে-আচরণে তিনি একজন পুরোদস্তুর সংগ্রামী কর্মী। আল্লাহ তাঁকে নেক হায়াত দান করুন। আমীন!

বেলা ৯টার দিকে সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের সাথে মতবিনিময় বৈঠক শুরু হ'ল শাখা কার্যালয়ে। তাদের সাথে পরিচয়পর্ব শেষে বিভিন্ন সাংগঠনিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আলহামদুলিল্লাহ তাদের জাযবা এবং দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করল। আমাদের উপস্থিতিতে তারা এতটাই খুশী একটাই আফসোস তাদের এজন্য যে, জীবিকার পিছনে ছুটতে গিয়ে তারা দ্বীনের জন্য বিশেষ সময় বের করতে পারছেন না। এগারোটার দিকে সমুদ্র তীরে আরেকটি দাওয়াতী প্রোগ্রাম রয়েছে। আমরা সবাই মিলে সমুদ্র তীরে গেলাম। সেখানে পর্যটকদের বসার ছাউনীতে খাবারের আয়োজন। শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে দ্বীনী ভাইরা এসেছেন। তাদের সাথে কুশলপর্ব শেষে আমরা সী বীচে দাঁড়ালাম। নীল পারস্য উপসাগরকে বেষ্টন করে সাগরতীর পরিকল্পিতভাবে সাজানো। নিরবচ্ছিন্ন নিরব। আমরা ছাড়া কেউ নেই নির্জন বীচে। সুবহানাল্লাহ এত সুন্দর দৃশ্য! নীল সমুদ্রে ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় যেন মুক্তোদানা খেলা করছে। আমরা প্রাণভরে উপভোগ করি।

এই সেই খাফজী শহর, যার নাম সাংগঠনিক সূত্রে সবসময় শুনে আসছি। দেশে আমরা যাদেরকে খাফজীর কর্মী হিসাবে পেয়েছি, তাদের অধিকাংশকেই বিশেষ কিছু গুণের অধিকারী পেয়েছি। তারা কর্মঠ, সচেতন এবং দায়িত্বশীল। ফলে খাফজী শহরের ব্যাপারে সুধারণা আগে থেকেই ছিল। আজ মধ্যপ্রাচ্যের নানা শহর-নগর পেরিয়ে এই ছোট্ট শহরে আমরা দাঁড়িয়ে! দূরের স্কাইলাইনে কুয়েতের দৃশ্যপট দেখে মনটা কেমন স্মৃতিকাতর হয়ে ওঠে। ছোটবেলায় পত্র-পত্রিকায় দেখা ইরাক-কুয়েত যুদ্ধের স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যায়। বিশেষ করে সারি সারি আগুন জ্বলা তেলক্ষেত্রের লেলিহান অগ্নিশিখার দৃশ্যগুলো স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। আমার ছোট্ট মনে সেই দৃশ্যগুলো ভীষণ রেখাপাত করেছিল। লক্ষ লক্ষ গ্যালন তেল অকাতরে পোড়ার দৃশ্য দেখে এর খলনায়কদের প্রতি জন্ম নিয়েছিল ভীষণ ক্ষোভ। মানুষের প্রতি মানুষের প্রবল আক্রোশের চিত্র মুষড়ে দিয়েছিল কচি অন্তরকে।

আজ দাঁড়িয়ে আছি সেই সঊদী আরব-কুয়েত সীমান্তে অবস্থিত তেলসমৃদ্ধ খাফজী শহরে। ১৯৬০ সালে তেল আবিষ্কারের মাধ্যমেই মূলতঃ এই জনবিরল শহরের পরিচিতি ঘটে। এই তেলক্ষেত্রটির মজুত সঊদী আরব ও কুয়েতের নিরপেক্ষ এলাকায়।

ফলে উভয়দেশের মধ্যে ৫০ : ৫০ চুক্তির মাধ্যমে এই তেল বন্টিত হয়। ১৯৯১ সালে পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ইরাকী সেনাবাহিনী এই শহর দখল করলে প্রবল যুদ্ধের মাধ্যমে দুই দিনেই তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়। তবে ইরাকী বাহিনীর ধ্বংসাত্মক হামলায় খাফজীর তেলকূপগুলোতে আগুন ধরে যায় এবং বহু সম্পদ বিনষ্ট হয়।

আমাদের দ্বীনী ভাইরা বললেন, ছোট এই শহরটি একেবারেই নিরিবিলি। মানুষজন ঘরবাড়ি থেকে কমই বের হয়। এখানকার বাসিন্দাদের বড় অংশই মূলতঃ সঊদী তেল কোম্পানীগুলোতে চাকুরীরত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবার। তাদের জীবন-জীবিকা এর উপরই নির্ভরশীল। সঊদী 'আরামকো' কোম্পানীর সুবিশাল অবকাঠামো ও ক্যাম্পাস রয়েছে এই শহরে।

আমরা তোফায্যল ভাইয়ের রান্না করা অসাধারণ ইণ্ডিয়ান স্টাইল বিরিয়ানী খেয়ে উপস্থিত ভাইদের সাথে সংক্ষিপ্ত বৈঠক করি। পরে তোফায্যল ভাই কয়েক কি.মি. দূরত্বে কুয়েত বর্ডারের কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে আমরা আবার অফিসে ফিরে আসি। আছরের আগে ও পরে মাগরিব পর্যন্ত আবারো দায়িত্বশীল ভাইদের সাথে লম্বা বৈঠক হয় এবং প্রশিক্ষণমূলক আলোচনা হয়। সন্ধার পর আমরা খাফজী শহর পরিদর্শনে বের হ'লাম এবং হালকা কেনাকাটা করলাম। মাঝে আব্দুল্লাহ ফারূক সী বীচে নিয়ে গিয়ে আমাদেরকে অত্যন্ত সুস্বাদু কুনাফা ও গাহওয়া খাওয়ালো। এশার পর অফিসে পুনরায় সংক্ষিপ্ত কর্মী বৈঠক সেরে রাতে বরিশাল বাকেরগঞ্জের শহীদুল ইসলাম ভাইয়ের বাসার দাওয়াত খেতে গেলাম। ফিরতে ফিরতে রাত ১টা বেজে গেল। তোফাযযল ভাইয়ের বাসাতেই আরো একটি সুন্দর রাত কাটলো।

পরদিন ১৮ই মার্চ ২০২৩ সকাল সাতটায় আমরা পুনরায় দাম্মামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম। আব্দুল্লাহ ফারূক তার গাড়ি ড্রাইভ করে আমাদের নিয়ে চলল। পথিমধ্যে শিল্প শহর জুবাইলে আমরা যাত্রাবিরতি দিলাম। জুবাইলে সঊদী আরবের সবচেয়ে বড় জালিয়াত ও ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে বাংলা বিভাগে কর্মরত রয়েছেন শায়খ কাছেম বিন আব্বাস এবং শায়খ আব্দুল্লাহিল হাদী। তারা পরস্পরের আত্মীয়ও বটে। তাঁদের সাথে সেন্টারে দেখা হ'ল। তাঁরা আমাদেরকে সেন্টারের বিভিন্ন কার্যক্রম দেখালেন। সেন্টারের ব্যবস্থাপনা মনোমুগ্ধকর এবং সাজানো-গোছানো। আইটি বিভাগটি খুবই সমৃদ্ধ, যেখানে প্রতিমুহূর্তে ডিসপ্লেতে দেখানো হচ্ছে এই সংস্থার মাধ্যমে কতজন ইসলাম গ্রহণ করছে। তাদের হিসাব মতে এ পর্যন্ত ৪৮টি দেশের প্রায় ৫০ হাযার মানুষ এখানে ইসলাম গ্রহণ করেছে। প্রতিমাসে গড়ে প্রায় ১ হাযার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। সবচেয়ে বেশী ইসলাম গ্রহণকারীরা হ'লেন ফিলিপাইনীরা। জুবাইল ইসলামিক সেন্টার থেকে বের হয়ে বেলা ১২টার দিকে আমরা আবার দাম্মামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম এবং যোহরের আগেই দাম্মাম শহরে পৌঁছলাম।

যোহর পড়লাম সিকো মার্কেট এলাকার কিং ফাহাদ মসজিদে। এটি দাম্মামের সবচেয়ে বড় মসজিদ। দুপুরের খাবার খেলাম মুন্সিগঞ্জের শহীদুল ইসলাম ভাইয়ের বাসায়। দাম্মামে উনার চশমার ব্যবসা। বেশ বড় দোকান নিয়ে উনি ব্যবসা সাজিয়েছেন। আমাদের সবাইকে জোর করে মূল্যবান ব্রাণ্ডের চশমা হাদিয়া দিলেন।

দুপুরে সংক্ষিপ্ত বিশ্রামের জন্য নির্ধারিত হোটেলে গেলাম। আছরের পর আব্দুল্লাহ মুন্না ভাই এবং জামাল গাযী ভাই হোটেল রুমে আসলেন। আজ রাতে দাম্মাম কর্ণিশে একটি প্রোগ্রাম রয়েছে। তার আগে দাম্মাম শহর ও শহরতলী দেখার উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। প্রথমেই মুন্না ভাই সঊদী-বাহরাইন বর্ডারের উদ্দেশ্যে নিয়ে চললেন। দাম্মাম থেকে বাহরাইন বর্ডারের দূরত্ব প্রায় ৫০ কি.মি.। একটি ২৫ কি.মি. দীর্ঘ ব্রীজ বা কজওয়ের মাধ্যমে বাহরাইন ও সঊদী আরব পরস্পর সংযুক্ত হয়েছে। আমরা যখন আল-খোবার থেকে টোল প্লাজা অতিক্রম করে ব্রীজে উঠলাম, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল সুনীল সাগরের বুকে অর্ধবৃত্তাকার ব্রীজের এমন চোখ ধাঁধাঁনো সৌন্দর্য দেখে। মনুষ্য সৃষ্ট এই বিস্ময়কর কীর্তি ভীষণ দৃষ্টিসুখকর ঠেকে। সুবহানাল্লাহ! মুন্না ভাই গাড়ির ছাদ খুলে দিয়ে উন্মুক্ত বাতাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। সে মুহূর্তের অনুভূতি বলে বুঝানো কঠিন। ১৯৮৬ সালে এই ব্রীজটি নির্মিত হয়। বর্তমানে প্রতিদিন অন্ততঃ ৫০ হাযার যাত্রী বর্ডার অতিক্রম করে। সঊদী বা বাহরাইনী পাসপোর্ট বা ইকামাধারীদের কোন ভিসা প্রয়োজন হয় না।

ব্রীজের মধ্যস্থলে বেশ বড় দ্বীপের মত করে পর্যটনস্থল তৈরী করা হয়েছে, যেখানে প্রচুর পর্যটক আসেন। আমরা বর্ডারের সামনে দাঁড়াই। প্রচুর গাড়ি অতিক্রম করছে উভয় দিক থেকে। বর্ডার পাস নিতে খুব কম সময়ই লাগছে। আমরা সাগরতীরে কিছুক্ষণ হাটাহাটি করি। বেশ কিছু সঊদী পরিবার এখানে ঘুরাঘুরি করছে। আমরা কফি শপে কফি পান করি। তারপর মাগরিবের আগ দিয়ে দাম্মামের পথে ফিরে আসি। দাম্মামে ঢুকে সাগরপাড়ের কর্ণিশ রোডে যখন আসলাম, তখনই দাম্মামের আসল সৌন্দর্য ও জাঁকজমক টের পেলাম। পুরোনো দাম্মামের বিপরীতে এই দাম্মাম এবং পার্শ্ববর্তী খোবার শহর সম্পূর্ণই ভিন্ন। পুরো সাগরপাড় ঘিরে বিরাট নতুন শহর গড়ে উঠেছে। মক্কা, জেদ্দা ও রিয়াদের পর সঊদী আরবের চতুর্থ বৃহত্তম শহর কেন দাম্মাম, তা আর বুঝতে বাকি রইল না। আমরা সালেম বিন লাদেন মসজিদে মাগরিবের ছালাত আদায় করে দাম্মাম কর্ণিশে অবস্থিত কৃত্রিম দ্বীপ মারজানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। এখানেই এশার ছালাতের পর উন্মুক্ত ময়দানে দাওয়াতী প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

(ক্রমশঃ)

প্রচণ্ড গরমে নিজেকে সুস্থ রাখার ১০টি উপায়

প্রচণ্ড দাবদাহে জনজীবন বিপর্যস্ত। তাপমাত্রা কমার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। এই তাপমাত্রায় সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকেন শিশু ও বৃদ্ধরা। তবে এটা যেকোন মানুষের জন্যই বিপজ্জনক হ'তে পারে। তাই কিছু বিষয়ে সতর্কতা মেনে চলা যরূরী।

১. প্রচুর পানি পান করুন। তৃষ্ণাবোধ না করলেও নির্দিষ্ট সময় অন্তর পানি পান করুন। সব সময় সঙ্গে বিশুদ্ধ পানি রাখুন। ঘরে বিদ্যমান তাপমাত্রায় থাকা পানি ধীরে ধীরে পান করুন। বেশী ঠাণ্ডা পানি ও বরফপানি পান করা থেকে বিরত থাকুন। কারণ এই সময়ে খুব বেশী ঠাণ্ডা পানি খেলে মানবদেহের ছোট রক্তনালিগুলো ফেটে যেতে পারে। আবার শরীরের তাপমাত্রা তারতম্যের জন্য ঠাণ্ডাও লেগে যেতে পারে।

২. যদি বাইরে থাকার সময় হাত-পা রোদের সংস্পর্শে থাকে, তাহ'লে বাসায় ফিরেই তড়িঘড়ি হাত-পা ধোবেন না। এক্ষেত্রে গোসল বা হাত-পা ধোয়ার আগে কমপক্ষে আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করুন।

৩. এই সময়ে যতটা সম্ভব বাইরে বের না হওয়াই ভালো। বিশেষ করে বেলা ১১-টার পর থেকে বিকেল ৪-টা পর্যন্ত রোদের তীব্রতা অনেক বেশী থাকে। শিশুদের এ সময় বাইরে খেলাধুলা বা দৌড়ঝাঁপ করতে দেওয়া যাবে না। বাইরে বের হ'লে বেশীক্ষণ রোদে থাকবেন না। পেশাগত কারণে রাস্তায় রোদে যাঁদের থাকতেই হবে, তাঁরা কিছু সময় অন্তর ছায়া বা ঠাণ্ডায় বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করুন।

৪. বাইরে বের হ'তে হ'লে ছাতা, টুপি সঙ্গে রাখুন। পা ঢাকা জুতা ও হালকা, ঢিলেঢালা সুতি পোশাক পরুন। আঁটসাঁট বা সিনথেটিক কিছু পরবেন না। সানগ্লাস ও সানব্লক ব্যবহার করুন।

৫. শরীরে অস্বস্তি হ'লে ওরস্যালাইন পান করতে পারেন। বাড়িতে শরবত, ফলের রস, লেবুপানি, লাচ্ছি বানিয়েও পান করতে পারেন। প্রচুর ফলমূল খান যাতে পানির পরিমাণ বেশী। এভাবে শরীরকে সব সময় হাইড্রেটেড রাখতে হবে। এসময় ডাবের পানি খুবই উপকারী। এতে আছে পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সালফার, ক্লোরিন ও ফসফরাস।

৬. প্রচণ্ড গরম থেকে এসে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে ঢোকার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আবার এসি থেকে বেরিয়েও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে। শরীরকে স্বাভাবিক তাপমাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সময় দিতে হবে।

৭. হিটস্ট্রোক ও হিট ক্র্যাম্প (গরমের কারণে পেশিতে টান) এড়াতে শরীর ঠাণ্ডা রাখতে হবে। খুব গরম লাগলে চোখেমুখে পানির ঝাপটা দিন। পারলে ঠাণ্ডা পানিতে শরীর স্পঞ্জ করে নিন।

৮. প্রতিদিন অবশ্যই গোসল করুন।

৯. বাতাস শুষ্ক ও গরম থাকলে দিনের বেলা জানালা বন্ধ রেখে বিকেলে খুলে দিতে পারেন। এতে করে ঘরের ভেতর ঠাণ্ডা থাকবে। ঘরের জানালায় ভারী পর্দা ব্যবহার করলে বাইরের রোদ তাতিয়ে তুলবে না।

১০. বাড়ির আঙিনায়, বারান্দায় অথবা ছাদে গাছ লাগান। পরিবেশ ঠাণ্ডা রাখতে সবুজ পরিবেশ তৈরি করা দরকার।

হিটস্ট্রোক : প্রচণ্ড দাবদাহে হঠাৎ করে কোন ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন, একে বলা হয় 'হিটস্ট্রোক'।

লক্ষণ : প্রচণ্ড ক্লান্তি ভাব, মাথা ঝিমঝিম, মাথাব্যথা, ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, হাত ও পায়ের মাংসপেশিতে অস্বস্তি, বুক ধড়ফড়, অতিরিক্ত তৃষ্ণা, শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া, দুর্বলতা ইত্যাদি হ'তে থাকে। তারপর এক সময় রোগী অচেতন হয়ে পড়তে পারে।

করণীয় :

১. দ্রুত আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঠাণ্ডা বা শীতল কোন স্থানে নিয়ে যেতে হবে।

২. শরীরের অতিরিক্ত কাপড়চোপড় সরিয়ে ফেলতে হবে।

৩. প্রচুর পানি, ফলের জুস অথবা শরবত, খাবার স্যালাইন পান করতে হবে।

৪. সমস্ত শরীর ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে দিতে হবে।

৫. শরীর ঠাণ্ডা করতে কুলিং ফ্যান ব্যবহার করতে হবে।

৬. বগলের নীচে আইস প্যাক কাপড়ে জড়িয়ে দিয়ে রাখা যায়।

৭. রোগী অচেতন হ'লে মুখে পানি জোর করে দেওয়ার চেষ্টা না করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

ঘরে অ্যারোসল বা কীটনাশক ব্যবহারের সময় যেসব সতর্কতা অবলম্বন করা যরূরী

ডেঙ্গুসহ নানা মৌসুমি রোগবালাইয়ের প্রকোপ বাড়ছে। এ সময় মশা কিংবা অন্যান্য পোকামাকড় থেকে বাঁচতে আমরা অনেক সময় ঘরে অ্যারোসল, কয়েলসহ নানা ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করি। সম্প্রতি অফিস-বাসায় পোকামাকড় দমনের জন্য পেশাদার কিছু প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। পোকামাকড় দূর করতে যেকোন রাসায়নিক ব্যবহারের ক্ষেত্রেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কেননা এসব রাসায়নিক পোকামাকড় মারতে ব্যবহৃত ক্ষতিকর উপাদান আমাদের শরীরেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

পেস্টিসাইড বা কীটনাশক ব্যবহারে অসাবধানতার কারণে আমাদের ফুসফুস বা শ্বাসনালিতে নানা রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের ঝুঁকি বেশী। দীর্ঘ মেয়াদে এর কারণে রক্তকণিকা উৎপাদনও কমে যেতে পারে।

একসঙ্গে অনেক ওষুধ দিয়ে সব পোকামাকড় দূর করে ফেলবেন, এমনটা প্রত্যাশা না করাই ভালো; বরং অল্প

পরিমাণে কীটনাশক টানা কয়েক দিন ব্যবহার করুন।

বাসায় কোন পোকার উপদ্রব হচ্ছে কিংবা আপনি কি ধরনের পোকা মারতে চান, সেটা আগে নিশ্চিত হোন। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন। সব ওষুধ সব পোকার জন্য নয়।

বাড়িতে শিশু থাকলে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার না করতে পারলেই সবচেয়ে ভালো। এর চেয়ে বরং সচেতন হোন। আপনার ঘর ও আশপাশ পরিষ্কার রাখুন। প্রয়োজনে জানালায় নেট ব্যবহার করতে পারেন। খাটের নীচে অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জমা করে রাখবেন না।

লেবেলবিহীন কিংবা অখ্যাত কোম্পানির তৈরি পোকা মারার ওষুধ ব্যবহার করবেন না। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আছে, শুধু এমন পণ্যই ব্যবহার করুন।

কয়েল, অ্যারোসলসহ যেকোন ধরনের কীটনাশক শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

ঘরে অ্যারোসল স্প্রে করা অবস্থায় কিংবা কয়েল জ্বালানো অবস্থায় কিছু খাবেন না। এসময় খাবার ঢেকে রাখুন।

যেসব জায়গা আমরা হাত দিয়ে বেশী স্পর্শ করি, যেমন টেবিলের ওপরের অংশ, বিছানা, চেয়ার এগুলোর ওপর কীটনাশক ছিটাবেন না বা স্প্রে করবেন না।

কীটনাশক দেওয়া অবস্থায় ঘরে না ঢোকাই শ্রেয়। দরজা-জানালা খুলে দিয়ে আগে ক্ষতিকর বাতাস বের হয়ে যেতে দিন। প্রয়োজনে ফ্যান ছেড়ে দিন।

মেথির বিস্ময়কর উপকারিতা

মেথি সবাই চেনেন। মেথিকে মসলা, খাবার, পথ্য তিনটিই বলা চলে। স্বাদ তিতা ধরনের। এতে রয়েছে রক্তের চিনির মাত্রা কমানোর বিস্ময়কর শক্তি ও তারুণ্য ধরে রাখার বিস্ময়কর এক ক্ষমতা। যাঁরা নিয়মিত মেথি খান, তাঁদের বুড়িয়ে যাওয়ার গতিটা অত্যন্ত ধীর হয়।

প্রতিদিন সকালে খালি পেটে মেথি চিবিয়ে খেলে বা এক গ্লাস পানিতে মেথি ভিজিয়ে রেখে সেই পানি পান করলে শরীরের রোগ-জীবাণু মারা যায়। রক্তের চিনির মাত্রা কমে। রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল বা চর্বির মাত্রা কমে যায়। ডায়াবেটিসের রোগী থেকে শুরু করে হৃদরোগের রোগী পর্যন্ত সবাইকে তাঁদের খাবারে মেথি রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। মেথির গুণাগুণ দেখলে একে অন্যতম সুপারফুড বলা চলে।

মেথির উপকারিতা :

১. মেথিতে আছে প্রাকৃতিক তন্তু, যা ওজন কমাতে বেশ কার্যকর। দিনে দুই-তিনবার মেথি চিবাতে থাকলে বেশি না খেলেও পেট ভরা মনে হবে। যারা ওজন কমাতে চান, তারা মেথি কাজে লাগাতে পারেন।

২. শীত একটু একটু করে আসছে। বাড়ছে সর্দি-কাশিও। নিয়মিত মেথি খেলে সর্দি-কাশি সারবে। লেবু ও মধুর সঙ্গে এক চা-চামচ মেথি মিশিয়ে খেলে জ্বর নিরাময় হ'তে পারে। মেথিতে মিউকিল্যাগ নামের একটি উপাদান আছে, যা গলাব্যথা সারাতে পারে। অল্প পানিতে মেথি সেদ্ধ করে সেই পানি দিয়ে গড়গড়া করলে গলার সংক্রমণ দূর হয়।

৩. চুল পড়া ঠেকাতে মেথি খেলে উপকার পাওয়া যায়। মেথি সিদ্ধ করে সারা রাত রেখে তার সঙ্গে নারকেল তেল মিশিয়ে নিয়মিত মাথায় মাখলে চুল পড়া কমে।

৪. অন্ত্রের নড়াচড়া বৃদ্ধি করে মেথি। যাদের পেট জ্বালা বা হজমে সমস্যা আছে, তারা নিয়মিত মেথি খেতে পারেন। এতে ফাইবার ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে, যা শরীর থেকে ক্ষতিকর উপাদান দূর করে। মেথি ঝরানো পানি খেলেও হজমের সমস্যা দূর হবে। এমনকি পেপটিক আলসার সারিয়ে তুলতেও সাহায্য করে।

৫. রক্তে চিনির মাত্রা কমানোর অসাধারণ এক শক্তি থাকায় ডায়াবেটিস রোগের জন্য খুব ভালো এই মেথি।

৬. নিয়মিত মেথি খেলে পেটে কৃমি হয় না। সেই সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ে।

৭. মেথি আয়রনসমৃদ্ধ হওয়ায় রক্তস্বল্পতা বা অ্যানিমিয়া রোগের পথ্য হিসেবে কাজ করতে পারে।

৮. মাতৃদুগ্ধ বাড়াতে ওষুধের বিকল্প হলো মেথি। সদ্য মা হওয়া নারীর জন্য মেথি উপকারী।

৯. ক্যানসার প্রতিরোধে কাজ করে মেথি, বিশেষ করে স্তন ও কোলন ক্যানসার প্রতিরোধের জন্য মেথি কার্যকর। মেনোপজ হ'লে নারীর শরীরে নানা ধরনের পরিবর্তন আসে। হরমোনের এই পরিবর্তনের সময় মেথি ভালো একটি পথ্য।

১০. মেথি পুরুষের শরীরে টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে সক্ষম।

॥ সংকলিত ॥

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম (মৌসুমি)
- লিচু (মৌসুমি)
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল (এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com

SCAN ME

কবিতা

আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা

-আব্দুল কাদের আকন্দ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

রহমানের প্রিয় বান্দা তারা
ভূ-পৃষ্ঠে চলে নম্রভাবে যারা।
মূর্খ যবে তর্কে জড়ায় কথায় কথায়
ধৈর্য ধরে সালাম করে, চলে সঙ্গ এড়ায়।
সিজদা ও ক্বিয়াম করে রাত কাটিয়ে দেয়
জাহান্নামের আগুন থেকে নিস্কৃতি চায়।
ব্যয়ের বেলায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে
ইবাদতে আল্লাহ্র সাথে শিরক রাখে দূরে।
অন্যায়ভাবে হত্যাযজ্ঞ তাদের নয় কাজ
মিথ্যার সাথে জুড়ে তারা নাহি থাকে কদাচ।
ক্ষমা প্রাপ্তির আশে তারা স্রষ্টার দরবারে
রাত গভীরে অশ্রু ঝরায় নিজ গণ্ড পরে।
রবের কাছে চায় নয়নশীতল পত্নী ও ছেলে
মুত্তাক্বীদের আদর্শ সব মোদের দাও দিলে।
অশোভন অনুষ্ঠান হঠাৎ চোখে পড়িলে
সামলিয়ে নেয় নিজেকে সে দ্রুত অন্তরালে।
তবুও ফের ক্ষমার বচন তারা সদা জপে
লিপ্ত হয় না প্রভুর ভয়ে ছোট-বড় পাপে।
ব্যভিচার অন্যায় কাজ হ'তে থাকে দূরে
ক্ষমা করে প্রভু তাদের নিবেন আপন করে।
সালাম সহ শান্তির আবাস তাদের তরে ধরা
সর্বোত্তম আবাস সেথা রহে নয়নকাড়া।

পথশিশু

-মুবাশ্শিরুল ইসলাম
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

আলহামদুলিল্লাহ! অন্তর হ'তে বলি আমি
মোদের কতই না সুখে রেখেছেন অন্তর্যামী।
জীবন মোদের শত-সহস্র নে'মতে ভরা
তৃপ্তিসহ করছি ভোগ রবের এই ধরা।
গৃহহীন ছিন্ন বস্ত্রে কত শিশু পথপাশে
রাত-দিন হায়! ডাকে না কেউ ওদের ভালোবেসে।
করছি আহার তিনবেলা মোরা উদর পূর্তি করে
ওরা সংগ্রাম করছে দু'মুঠো খাদ্যের তরে।
দামী পোষাক পরে ঘুরছি মোরা
সস্তা ছেঁড়া বস্ত্র গায়ে দাঁড়িয়ে পথে ওরা।
মোরা বিলাসবহুল কক্ষে আছি অর্থ আছে বলে
রোদ-বৃষ্টিতে ওদের নিবাস খোলা আকাশতলে।
অজস্র সম্পদ করছি ব্যয় অযথা মোরা সবে
অথচ রোগে-শোকে কাতরায় ওরা পথ্যাভাবে।
থাকছি সুখে ওদের শ্রমে গড়া এই আবাসে
পথের ধারে থাকছে তারা প্রবল বিপদ-ত্রাসে।
শিক্ষার আলোয় উজ্জ্বল যখন কোটি শিশুপ্রাণ
ঐ শিশুরা খুঁজছে তখন দিচ্ছে কোথায় ত্রাণ।
অভাবী, দুঃখী, ক্ষুধার্ত, অবহেলিত ওদের জীবন
অমনিভাবে হচ্ছে সহসা ইহলীলা সংবরণ।
ওরা মোদের ভাই! একই রক্তের মানুষ
শোন হে বিত্তবান! ফেরাও তোমার হুঁশ।
জেনে নাও ভোগে নয়, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ
কিছু অর্থ দান কর ঘুচাও ওদের দুখ।
হে রহীম রহমান! হাত তুলেছি রাত্রি শেষে
পথশিশুদের মুখে ফুটুক হাসি দেশে দেশে॥

মিথ্যা

-মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম
মহিষাশহর, আদিতমারী, লালমণিরহাট।

মিথ্যা কথার শক্তি বেশী মিথ্যা বলা মহা পাপ
মিথ্যা বলে যায় না পাওয়া হাযার টাকা মাফ।
মিথ্যা দিয়ে করছে অনেকে টাকা-পয়সা লাভ
মিথ্যা বলে করছে অনেকে অন্যের সাথে ভাব।
মিথ্যা দিয়ে যায় না কভু সত্য ঢাকা ভাই
মিথ্যাবাদীর সংশ্রবে সত্যবাদী নাই।
মিথ্যা দিয়ে করছে অনেকে রাজনীতির মাঠ গরম
মিথ্যা বলতে এমন লোকদের হয় না কভু শরম।
মিথ্যা ও দাপট দিয়ে হয় অনেকে নেতা
মিথ্যাবাদীর নেতৃত্ব দেখে মনে পাই বড় ব্যথা।
মিথ্যা দিয়ে চলছে বিচার মিথ্যা দিয়েই ফাঁসি
মিথ্যা দিয়ে সত্য ঢেকে দিচ্ছে অনেকে হাসি।
মিথ্যা দিয়ে সত্য ঢাকার বুঝবে একদিন ফল
মিথ্যা কথা প্রকাশ হ'লে আসবে চোখে জল।
মিথ্যা বলে ইবলীস হ'ল বিশ্বের মধ্যে দাগী
মিথ্যা বললে তার মত আমরাও হব অপরাধী।
মিথ্যা ছেড়ে সত্য বলা সকলের জন্য ন্যায্য
মিথ্যাবাদীরা জানবে সবাই ধ্বংস অনিবার্য।

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ
ফোন : ৭৭৩০৬৬
বেলীফুল
অভিজাত মিষ্টি বিপনী
আল-হাসিব প্লাজা, গণকপাড়া, রাজশাহী-৬৩০০।
শাখা-১
গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫।
শাখা-২
ব্লক-এ, ৩নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

স্বদেশ

মাদক ব্যবসার কারণে বছরে পাচার হচ্ছে ৫ হাযার কোটি টাকা

বাংলাদেশ থেকে মাদকের কারণে প্রতিবছর পাচার হয়ে যায় ৪৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় ৫,১৪৭ কোটি টাকা। আর মাদক কেনাবেচা করে অর্থ পাচারের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে পঞ্চম। এশিয়ার দেশগুলো বিবেচনায় নিলে মাদকের মাধ্যমে টাকা পাচারের ঘটনায় বাংলাদেশ একেবারে শীর্ষে রয়েছে।

অবশ্য পাচার করা টাকার হিসাব অনুমানভিত্তিক, এটি করেছে জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক সংস্থা আঙ্কটাড। গত ৮ই জুন আঙ্কটাড তাদের ওয়েবসাইটে অবৈধ অর্থপ্রবাহসংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশ করেছে। এতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৯টি দেশের মাদকসংশ্লিষ্ট অবৈধ অর্থপ্রবাহের অনুমানভিত্তিক হিসাব তুলে ধরেছে সংস্থাটি। অন্য দেশগুলো হ'ল আফগানিস্তান, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, মালদ্বীপ, মেক্সিকো, মিয়ানমার, নেপাল ও পেরু।

ইতিপূর্বে ভারত সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে ফেনসিডিল ঢুকত। একসময় ফেনসিডিলের জায়গা দখল করে হেরোইন। এখন দেশে ইয়াবার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইয়াবার চেয়ে ভয়ংকর মাদক আইস দেশে ঢুকছে। আঙ্কটাডের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মাদকের অবৈধ অর্থপ্রবাহের দিক থেকে বিশ্বে প্রথম অবস্থানে রয়েছে মেক্সিকো। এরপর যথাক্রমে কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, পেরু ও বাংলাদেশ।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন, প্রধানত মিয়ানমার সীমান্ত দিয়ে এখন দেশে মাদক আসছে। সর্বশেষ গত ৯ই জুন শুক্রবার রাতে ঢাকা বিমানবন্দর থেকে ১ কেজি ৮০০ গ্রাম কোকেনসহ ভারতীয় একজন নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর।

তালগাছ যেন নিজের সন্তান

ঠাকুরগাঁও সদরের পাহাড়ভাঙা গ্রামের ডাঃ খোরশেদ আলী। ২০১৩ সালে এক বজ্রবৃষ্টির বিকেলে হঠাৎ বিকট আওয়াজে তার চোখের সামনে একটি তালগাছের উপর বজ্রপাত হয়। তাতে পলকের মধ্যে সেটি চিরে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহর বিশেষ রহমতে সেদিন বেঁচে যায় খোরশেদ আলী ও তার পরিবার।

সেদিনই তিনি নিয়ত করে ফেললেন তালগাছ লাগাবেন গ্রামজুড়ে বজ্রপাতের বর্ম হিসেবে। খোরশেদ তালের বীজ জোগাড় করতে নেমে পড়লেন। তাল পেকে ওঠার মৌসুম আশ্বিন-কার্তিক মাসে তিনি ঘুরতে থাকলেন একটা পুরানো মোটরসাইকেল নিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি। একটাকা-দু'টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করতে লাগলেন তালের আঁটি।

তার নিজস্ব টালিখাতার হিসাব মতে গত ৯ বছরে খোরশেদ আলী ৫২ হাযার ৩০০টি তালগাছ লাগিয়েছেন। ঠাকুরগাঁও সদরের চিলারং, আখানগর, আকচা ও বালিয়াডাঙ্গীর দুওসুও ইউনিয়নের রাস্তার দু'ধারে হাযার হাযার তালগাছ এখন খোরশেদ আলীর জীবন্ত স্মারক।

আগে তিনি ছুটতেন রোগীর চিকিৎসায়, এখন ছোটেন তালগাছের শুশ্রূষায়। সঙ্গে থাকে শাবল আর নিড়ানি। লোক রেখেছেন ৪জন। তাদের দায়িত্ব বাড়ি বাড়ি ঘুরে তালের আঁটি জোগাড় করা। সবকিছুই করেন নিজ খরচে। এসব করতে গিয়ে জমিও খুইয়েছেন অনেক।

নৈশ অভিযান : এ বিষয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা জানিয়ে সত্তুরোর্ধ্ব বয়সের এই মানুষটি বলেন, জমির পাশে তালের আঁটি দেখলেই অনেকে ক্ষিপ্ত হয়ে যেত। তালগাছের ছায়ায় ঢাকা পড়ে শীর্ণ হয়ে যাবে অন্য কচি গাছ, সেই আশঙ্কায় রাস্তার ধারে আঁটি লাগাতে বাধা দিত তারা। শিশুরা সে আঁটি পেলে তুলে খেয়ে নিত ভেতরের শাঁস। আর আঁটি বা চারা যা-ই পেত উপড়ে ফেলত লোকেরা। এমন বৈরী পরিস্থিতিতে তিনি বেরোতে শুরু করলেন রাতের আঁধারে তালের আঁটি রোপণের অভিযানে।

২০১৪ সালে তিনি ৫ হাযার তালের আঁটি লাগান ঠাকুরগাঁও সদরের পল্লী বিদ্যুৎ এলাকা থেকে রেলগুমটি পর্যন্ত সড়কজুড়ে। সবকিছুর হিসাব লেখা রয়েছে তার নিজস্ব টালিখাতায়।

এই বয়সে এত কষ্ট করেন কেন? এর উত্তরে একগাল হেসে বুক ভরা সাদা দাড়িমণ্ডিত এই বৃদ্ধ মানুষটি বলেন, তিনি পত্রিকায় পড়েছেন, ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৩ সালের মে পর্যন্ত দেশে নাকি বজ্রপাতে ১২টি শিশুসহ ৩৪০ জন মারা গেছেন। তালগাছ বজ্রপাত প্রতিরোধ করে। নিজের অভিজ্ঞতায়ও তিনি সেটি বাস্তবে দেখেছেন। তাছাড়া গাছে তাল ধরলে তো মানুষ খেতে পারবে। পশুপাখিও খাবে'।

তালের আঁটি কেনা ও লাগানোর খরচ জোগাড় করতে বাপ-দাদার জমি বিক্রি করতে হয়েছে তাঁকে। কয়েক মাস আগে আবারও জমি বিক্রি করতে গেলে ছেলের বাধার মুখে পড়েন তিনি।

[আমরাও তাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। এই পরোপকারের জন্য আল্লাহ তাকে উত্তম জাযা দান করুন! এর মধ্যে অন্যদের জন্যেও শিক্ষণীয় রয়েছে। ভূমিকম্প থেকে আত্মরক্ষার বিষয়ে 'আবহাওয়াগত বিপর্যয়রোধে ব্যবস্থা নিন!' শিরোনামে আমাদের সম্পাদকীয় অক্টোবর ২০২১ পাঠ করুন (স.স.)]।

পত্রিকা বিক্রির জমানো টাকায় হজ্জ করেছেন নরসিংদীর মতীউর রহমান

পবিত্র হজ্জ পালনের আগ্রহ থাকলেও সামর্থ্য ছিল না নরসিংদীর বাসিন্দা মতীউর রহমানের। তবে ইচ্ছা ছিল প্রবল। তাই হৃদয়ের সংকল্পকে পুঁজি করে দীর্ঘ ৬০ বছর যাবৎ পত্রিকা বিক্রির লাভ থেকে প্রতিদিন ২০ টাকা ৩০ টাকা করে বাঁচিয়ে জমানো টাকায় তিনি গত বছর ২০২২ সালে হজ্জ পালন করেছেন। বয়সের ভারে ন্যুব্জ (৭০) হয়ে গেলেও এখনো থেমে নেই তার দৈনন্দিন পত্রিকা বিক্রির কাজ।

[আল্লাহ তার হজ্জ কবুল করুন এবং ফরয পালনে তার এই অদম্য আগ্রহ ও দীর্ঘ অধ্যবসায় থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণের তাওফীক দান করুন (স.স.)]।

কুমিল্লায় অসহায়দের ভরসা 'মানবিক ঝুড়ি'

'এই ঝুড়ি থেকে প্রয়োজনীয় খাবার নিয়ে যান। এই ঝুড়িতে গরীবের জন্য খাবার রেখে যান'। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সংলগ্ন কুমিল্লার পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড এলাকায় রেলিশ বেকারী অ্যাণ্ড কনফেকশনারীতে এমন লেখা দেখে যে কারো চোখ আটকে যায়।

সরেযমীনে দেখা যায়, দোকানের সামনে একটি কাঠের বাক্স রাখা হয়েছে। বাক্সের মধ্যে পাউরুটি, বিস্কুট ও কেক সহ বিভিন্ন খাবার রয়েছে। বেকারীটির ক্রেতাসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ আশপাশের দোকান থেকেও খাবার কিনে এখানে রেখে যান। এসব খাবার অসহায়, দরিদ্র ও প্রতিবন্ধীরা পসন্দমতো নির্ভয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এমন মহতী উদ্যোগ নিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির মালিক মহসিন হোসাইন। মানবিক এই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মহসিন প্রশংসায় ভাসছেন। ইতিমধ্যে এটি এলাকার অসহায়দের ভরসাস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ বিষয়ে রেলিশ বেকারী অ্যাণ্ড কনফেকশনারীর মালিক মহসিন জানান, তুরস্কের বিভিন্ন দোকানে আমি অসহায় মানুষদের জন্য

বাক্স রাখতে দেখেছি। এতে প্রয়োজনীয় খাবার রাখেন মালিক এবং ক্রেতারা। তা দেখেই আমি এ কাজে উৎসাহিত হয়েছি।

[আমরা এই মানবিক উদ্যোগের জন্য ভাই মহসিনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং অন্যদেরকে এতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি (স.স)]।

৬২% প্রক্রিয়াজাত প্যাকেট খাবারে অতিরিক্ত লবণ

দেশের ৬২ শতাংশ প্রক্রিয়াজাত প্যাকেট করা খাবারে অধিকমাত্রায় লবণ পাওয়া গিয়েছে। গত ২১শে মে ঢাকার ন্যাশনাল হার্ট ফাউণ্ডেশন হাসপাতাল অ্যাণ্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'প্রক্রিয়াজাত প্যাকেট খাবারে লবণ নিয়ন্ত্রণ' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এ কথা বলেন।

সভায় মূল প্রবন্ধ পেশ করেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউণ্ডেশন অব বাংলাদেশ-এর রেজিস্ট্রার (ক্লিনিকাল রিসার্চ) ডা. শেখ মো. মাহবুবুস সোবহান। তিনি বলেন, ১,৩৯৭ ধরনের প্রক্রিয়াজাত প্যাকেট খাবার দেশের বাজারে পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১০৫ ধরনের প্রক্রিয়াজাত প্যাকেট খাবার ল্যাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ৬২% প্রক্রিয়াজাত প্যাকেট খাবারে অধিকমাত্রায় লবণ রয়েছে। এর মধ্যে ৩৫.২% খাবারে অত্যধিক এবং ২৬.৭% খাবারে তুলনামূলক কম অতিরিক্ত লবণ রয়েছে। আর ৩৮.১% প্রক্রিয়াজাত প্যাকেট খাবারে সঠিক মাত্রায় লবণ রয়েছে।

উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, বাজারে থাকা খাবারের প্যাকেটগুলিতে যে লেবেল থাকে, সেখানে সঠিক তথ্য দেওয়া হয় না। অনেক কোম্পানী খাদ্যপণ্যের উপাদানের সঠিক মাত্রা লুকিয়ে বাজারজাত করেন। এতে ভোক্তারা প্রতারিত হন। অথচ অতিরিক্ত লবণ খেলে নিয়ন্ত্রণহীন উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ে। হৃদযন্ত্র, রক্তনালি, কিডনি, মস্তিষ্ক ও চোখ দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে।

মতবিনিময় সভায় বিএসটিআইয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর এনামুল হক বলেন, নগরায়নের জীবনে আমাদের প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে চলা দুঃসাধ্য। তাই এই অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ থেকে বাঁচতে আমাদের সচেতন হ'তে হবে।

৪৪ বছর ধরে অসহায় মানুষের চক্ষুসেবা দিচ্ছে রাজশাহীর 'তাহেরপুর রিক্রিয়েশন ক্লাব'

১৯৭৯ সাল থেকে গত ৪৪ বছর যাবৎ ৮ হাযার গরীব ও দুস্থ মানুষকে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসাসেবা দিয়েছে রাজশাহীর বাগমারার 'তাহেরপুর রিক্রিয়েশন ক্লাব'।

ক্লাবটি প্রতিবছর বিনা মূল্যে এলাকার গরীব, দুস্থ ও অসহায় রোগীদের জন্য চক্ষু শিবিরের আয়োজন করে থাকে। রোগীদের শ্রেণীবিভাগ করে প্রাথমিক চিকিৎসা, ব্যবস্থাপত্র, ওষুধ ও চশমা ফ্রি সরবরাহ করা হয়। ক্লাবের সদস্য ছাড়াও দলমত নির্বিশেষে স্থানীয় বিত্তশালীরা এই সেবা কার্যক্রমে সাহায্য করে থাকেন।

[জনসেবার এই উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই এবং অন্যদের প্রতিও এ থেকে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাই (স.স.)]

বিদেশ

২০৩৫ সালের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত মোটা হবেন ৪০০ কোটি মানুষ

২০৩৫ সালের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত ওযন বা মোটা হবেন বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশী মানুষ। সংখ্যার বিচারে যা ৪০০ কোটিরও বেশী। আর অতিরিক্তি মোটা হওয়ার এই হার সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাবে শিশুদের মধ্যে। সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এখনই কোনও পদক্ষেপ না নেওয়া হ'লে ২০৩৫ সালের মধ্যে বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশী জনসংখ্যা স্থূল বা অতিরিক্ত ওযনের শিকার হবে বলে সতর্ক করে দিয়েছে ওয়ার্ল্ড ওবেসিটি ফেডারেশন। এছাড়া শিশুদের মধ্যে মোটা হওয়ার এই হার সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাবে বলেও এতে বলা হয়েছে। বিবিসি বলছে, বিশ্বব্যাপী স্থূলতা সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পাবে এমন শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে নয়টিই আফ্রিকা এবং এশিয়ার নিম্ন বা নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ।

স্থূলতার হার বৃদ্ধির কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে, বেশী বেশী প্রক্রিয়াজাত প্যাকেট খাবার, বেশী মাত্রায় বসে থাকার অভ্যাস, খাদ্য সরবরাহ ও বিপণন নিয়ন্ত্রণের দুর্বল নীতি এবং স্বাস্থ্য শিক্ষায় সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা না থাকা।

উড়োজাহায বিধ্বস্তের ৪০ দিন পর আমাজন জঙ্গল থেকে ৪ শিশুকে জীবিত উদ্ধার

পৃথিবীর ফুসফুস বলে খ্যাত ব্রাজিলের গভীর আমাজন জঙ্গলে ৪০দিন পূর্বে বিধ্বস্ত হয়েছিল কলম্বিয়ার একটি ছোট বিমান। এতে পাইলটসহ প্রাপ্তবয়স্ক তিন ব্যক্তি নিহত হন। অথচ বেঁচে যায় চারটি শিশু। যাদের বয়স যথাক্রমে ১ বছর, ৪ বছর, ৯ বছর ও ১৩ বছর।

গত ৯ই জুন চার শিশুকে জীবিত উদ্ধারের এ ঘটনায় টুইট করেছেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো। তিনি লিখেছেন, 'আমাজন জঙ্গল থেকে চার শিশুকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। ৪০ দিন আগে বিমান দুর্ঘটনার পর থেকে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার এই চার শিশু নিখোঁজ ছিল'।

গত ১লা মে ছোট আকারের একটি বিমান আমাজন জঙ্গলে বিধ্বস্ত হয়। বিমানে থাকা উক্ত শিশুদের খোঁজ মিলছিল না। পরে ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরসহ ১৭০ জন সেনাকে মোতায়েন করা হয়। এর সাথে ৭০ জন আদিবাসীর সমন্বয়ে উদ্ধারকারী দলটি শিশুদের খুঁজে পেতে অন্তত ১০ হাযার লিফলেট ফেলেছিল জঙ্গলে। এছাড়া অসংখ্য খাবারের বাক্স এবং পানির বোতলও উপর থেকে ফেলা হয়েছিল সম্ভাব্য এলাকাগুলোতে। শেষ পর্যন্ত দুর্ঘটনাস্থল থেকে পাঁচ কি.মি. পশ্চিমে শিশুদের খুঁজে পায় তারা।

প্রশ্ন উঠেছে, বিমানের বয়স্ক সবাই নিহত হ'লেও চারটি শিশু কিভাবে শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল! যেখানে বিমানটি বিধ্বস্ত হয় সেই এলাকাটি হিংস্র পশু, বিষধর সাপসহ অন্যান্য ভয়ংকর সব প্রাণীর আবাসস্থল। এছাড়াও ঐ এলাকাটিতে কিছু অস্ত্রধারী মাদক চোরাকারবারী গ্রুপও সক্রিয়।

শিশুদের দাদী ফাতেমা মনে করেন, তাদের বেঁচে যাওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে ১৩ বছর বয়সী বালিকাটি। বড় বোন হিসাবে বাকীদের দেখভালের দায়িত্ব নিজ থেকেই সে পালন করেছিল। কারণ বাচ্চাদের লালন-পালনের বিষয়ে ঐ কিশোরীর কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। বাড়িতে মা কাজে ব্যস্ত থাকলে বাচ্চাদের সামলে রাখার দায়িত্বটি অনেক সময় তাকেই সামলাতে হ'ত। তিনি জানান, বিমানের মধ্যে থাকা ময়দা ও কাসাভা রুটি খাওয়ার সাথে সাথে ঝোপঝাড় থেকে কিছু ফলমূলও তারা সংগ্রহ করে থাকতে পারে।

[আকাশ থেকে গভীর জঙ্গলের গাছ-পালার আঘাত খেয়ে নীচে পড়া ও হিংস্র প্রাণীর মধ্যে ৪০ দিন বেঁচে থাকা নিঃসন্দেহে অলৌকিক ব্যাপার। স্রেফ আল্লাহর রহমতেই এটা সম্ভব হয়েছে। অতএব তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা (স.স.)]

ভারতে প্রথমবার চালু হ'ল শুধুমাত্র নারীদের হজ্জ ফ্লাইট

ভারতের সর্ব দক্ষিণের রাজ্য কেরালায় প্রথমবারের মতো চালু হ'ল কেবল নারীদের হজ্জ ফ্লাইট। এই ফ্লাইটের যাত্রী, পাইলট, ক্রু, পরিচ্ছন্নতা কর্মী সবাই নারী; এমনকি ফ্লাইটে হজ্জযাত্রীদের মালপত্র ওঠানো, ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এবং গ্রাউন্ড সার্ভিসের দায়িত্বেও ছিলেন নারী কর্মীরা।

গত ৮ই জুন কেরালার কারিপুর যেলার কালিকট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রথম হজ্জ ফ্লাইটটি মক্কার উদ্দেশ্যে ছেড়ে গেছে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জন বারলা আনুষ্ঠানিকভাবে সেই ফ্লাইটের উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফ্লাইটের সবচেয়ে বয়স্কা ৭৬ বছরের মহিলা যাত্রী যুলাইখার হাতে বোর্ডিং পাস তুলে দেন প্রতিমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, এই হজ্জযাত্রীদের কারোর সঙ্গেই কোন মাহরাম বা পুরুষ অভিভাবক ছিলেন না। কেরালা রাজ্য সরকারের তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত ১,৫৯৫ জন নারী হজ্জযাত্রী মাহরাম বা পুরুষ অভিভাবক ছাড়াই হজ্জযাত্রার জন্য নিজেদের নাম নিবন্ধন করেছেন। মোট ১১টি বিশেষ ফ্লাইটে তাদেরকে মক্কায় নিয়ে যাওয়া হবে।

১৬ হাযারের অধিক হার্ট সার্জারীর অভিজ্ঞ ডাক্তারের মৃত্যু হ'ল হার্ট অ্যাটাকে

চিকিৎসক হিসাবে খুব অল্প সময়েই সুনাম কুড়িয়েছিলেন ভারতের গুজরাটের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. গৌরব গান্ধী। মাত্র ২০ বছরের চিকিৎসা জীবনে সফলভাবে ১৬ হাযারেরও অধিক হার্ট সার্জারী করেছেন তিনি। কিন্তু এবার নিজেই হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন ৪১ বছর বয়সী এই হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। পুলিশের ভাষ্যমতে, প্রতিদিনের মতো ঐদিন রাতেও রোগী দেখে হাসপাতালের সময়সূচী শেষ করেন তিনি। এরপর রাতে নিজ বাসভবনে খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ পর ঘুমাতে যান। পরদিন ঘুম থেকে না ওঠায় সন্দেহ হয় পরিবারের সদস্যদের। এরপর পরিবারের লোকজন তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

মুসলিম জাহান

মহাকাশে কিভাবে ছালাত আদায় করতে হয়, জানালেন সঊদী নভোচারী আলী আল-কারনী

গত ৬০ বছরের অধিক সময়ে পাঁচ শতাধিক লোক মহাকাশে গিয়েছেন। তাদের মধ্যে অন্তত ১৫ জন মুসলিম নভোচারী রয়েছেন। মহাকাশে অবস্থানকালে ওযূ ও ছালাত পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে অনেকেরই কৌতুহল রয়েছে। সম্প্রতি এমন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন সঊদী আরবের নভোচারী আলী আল-কারনী। তিনি বলেন, 'মূলত মহাকাশে নভোচারীরা সব সময় ভাসমান থাকেন। তাই নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় পা স্থির করে কিবলা নির্ধারণ করা হয়। ওযূ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মহাকাশ স্টেশনে বিশেষ ব্যাগে পানি রাখা হয়। সেখান থেকে তা বুদবুদের মতো হয়ে বের হয়। অতঃপর বুদবুদগুলো একটি তোয়ালেতে একত্র করলে তাতে সিক্ততা তৈরি হয়। সেই ভেজা তোয়ালে দিয়ে শরীরের অঙ্গ মোছা হয়। মূলত মাসাহ পদ্ধতিতে ওযূর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

গত ২১শে মে সঊদী আরবের প্রথম নারী নভোচারী রায়ানা বারনাভী এবং আলী আল-কারনী মহাকাশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে (আইএসএস) বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গত ৩১শে মে ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টারে ফিরে আসেন।

তারা সেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পাশাপাশি ছালাত, ছিয়াম পালন করেছেন ও কুরআন পড়েছেন। উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালে প্রথম আরব ও মুসলিম নভোচারী হিসাবে সঊদী যুবরাজ সুলতান বিন সালমান মহাকাশে যান।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

চরম সংকটকালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যুগান্তকারী পদ্ধতি আবিষ্কার!

বর্তমান আধুনিক যুগে অন্যতম নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু হিসাবে বিবেচিত বিদ্যুৎ। কিন্তু আবহাওয়া পরিবর্তনের ব্যাপক প্রভাবের ফলে এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদ্ধতি নিয়ে ভীষণ চিন্তায় পড়েছেন বিজ্ঞানীরা। ঠিক এমন সময় দূষণহীন জ্বালানি ও বিদ্যুৎ তৈরির অভাবনীয় এক পদ্ধতির আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। এই আবিষ্কার পরিবেশসম্মতভাবে জ্বালানি উৎপাদনে বিপ্লব আনতে পারে।

২০২০ সালের এক গবেষণায় দেখা যায়, ব্যাকটেরিয়া থেকে সংগ্রহ করা উপাদান বাতাস থেকে জলীয়বাষ্প শুষে নিতে পারে। সাম্প্রতিক গবেষণাটি আগের সেই গবেষণার ওপর ভিত্তি করেই এগিয়েছে।

গবেষণা নিবন্ধের জ্যেষ্ঠ লেখক এবং ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক জুন ইয়াও বলেন, 'আমরা যা আবিষ্কার করেছি, তাকে সামনে ছোটখাট মানব-নির্মিত মেঘ হিসাবেও কল্পনা করতে পারেন। খুব সহজে এটা সবাই ব্যবহার করতে পারবে। মিলবে সার্বক্ষণিক পরিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ। একবার ভাবুন, এটি নিয়ে যেখানেই যান না কেন, বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবেন অনায়াসে'। পাহাড়, বাগান, মরুভূমি বা প্রত্যন্ত গ্রাম অথবা চলতি পথ; বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানী পোড়ানো বা নির্দিষ্ট স্থানে অবকাঠামো নির্মাণের দরকার হবে না আর। অনেকটা ভ্রাম্যমাণ জেনারেটরের কাজই করবে এই আবিষ্কার। এজন্য এর নামও দেওয়া হয়েছে 'এয়ার-জেন' বা বায়ু জেনারেটর।

এয়ার-জেন-এর বড় সুবিধা হচ্ছে, মোটামুটি সব পরিবেশেই থাকে জলীয়বাষ্প। আর সেই বাষ্প থেকেই উৎপন্ন করে বিদ্যুৎ। সব পরিবেশে কাজ করলেও, কিছু পরিবেশে বেশী সক্ষম হবে এয়ার-জেন। যেমন শুষ্ক বাতাবরণে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে সীমিত, আবার উষ্ণ জঙ্গলের আবহাওয়ায় বিপুল বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে।

সবচেয়ে আশ্চর্য হ'ল, এয়ার-জেন এর আকার একটি চুলের চেয়েও পাতলা; যার গায়ে আছে খালি চোখে দেখা সম্ভব নয় এমন অজস্র ছিদ্র। এসব ছিদ্র প্রস্থে ১০০ ন্যানোমিটারের চেয়েও ছোট, যা দিয়ে জলীয়বাষ্প প্রবেশ করতে পারে। আর প্রবেশ করা মাত্রই ডিভাইসটির উপরের অংশের সাথে নিচের অংশের এক ধরনের বৈদ্যুতিক চার্জের ভারসাম্যহীনতা তৈরী হয়। ফলে ধণাত্মক ও ঋণাত্মক দুই মেরু তৈরী হয়ে এটি কার্যত একটি ব্যাটারী হয়ে ওঠে।

ইয়াও এর হিসাব মতে ১০০ কোটি এয়ার-জেনকে একের পর এক রাখলে, তার উচ্চতা হবে একটি রেফ্রিজেরেটরের সমান। উৎপাদন করতে পারবে এক কিলোওয়াট বিদ্যুৎ, যা সাধারণ অবস্থায় একটি বাড়ির আংশিক বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে পারবে।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

মাহে রামাযান উপলক্ষে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। গত দুই সংখ্যায় উক্ত সফর সমূহের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। বাকি অংশ নিম্নরূপ।-

সাতক্ষীরা ১৯শে রামাযান ১১ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের উপকণ্ঠে বাঁকাল দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা মসজিদে সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম প্রমুখ।

পার্বতীপুর, দিনাজপুর-পূর্ব ১৯শে রামাযান ১১ই এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার পার্বতীপুর থানাধীন ঝাড়ুয়াডাঙ্গা দারুল হাদীছ সালাফী মাদ্রাসায় যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পার্বতীপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মনযূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর।

কালিয়া, নড়াইল ২১শে রামাযান ১৩ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কালিয়া থানাধীন কালিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। কালিয়া থানা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আশরাফুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

ফেনী ২১শে রামাযান ১৩ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর দারুল হাদীছ আস-সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা ফেনী এর উদ্যোগে মাদ্রাসা মসজিদে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেনী কার্ডিয়াক সেন্টার এণ্ড স্পেশালাইজড হাসপাতালের চিকিৎসক 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ শওকত হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ।

চট্টগ্রাম ২২শে রামাযান ১৪ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী উত্তর পতেঙ্গা মিলনায়তনে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয শেখ সা'দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডাঃ শওকত হাসান।

বংশাল, ঢাকা ২২শে রামাযান ১৪ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বংশাল থানাধীন পুরানা মোগলটুলি ও মালিটোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ডে'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র মসজিদের খতীব ড. আহসানুল্লাহ বিন ছানাউল্লাহ। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী ডা. আবু যায়েদ।

মণিরামপুর, যশোর ২২শে রামাযান ১৪ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার মণিরামপুর উপযেলাধীন চণ্ডিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুল আলীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের প্রমুখ।

পাবনা ২২শে রামাযান ১৪ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন মাদারবাড়িয়া আল-মারকাযুল ইসলামী মাদ্রাসায় যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুর রঊফ ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক শরীফুল ইসলাম।

একই দিন সকাল ১০-টায় মাদারবাড়িয়া জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মহিলা সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা বেলাল হোসাইন।

কুলাউড়া, মৌলভী বাজার ২২শে রামাযান ১৪ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার কুলাউড়া থানাধীন দক্ষিণ মাগুরা মসজিদ আত-তাওহীদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ছাদেকুন নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ ও কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন।

গোদাগাড়ী, রাজশাহী ২৩শে রামাযান ১৫ই এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গোদাগাড়ী উপযেলাধীন কাঁকনহাট রেলগেইট সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তোফাযযল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

মাদারীপুর ২৩শে রামাযান ১৫ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন দরগা রোডস্থ আত-তাক্বওয়া কালাম ভবনের ২য় তলায় যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কামাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

ঝিনাইদহ ২৩শে রামাযান ১৫ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন ডাক বাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আসাদুল্লাহ মিলন ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ।

মুসলিমপাড়া, রংপুর ২৩শে রামাযান ১৫ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের মুসলিমপাড়া শেখ জামালুদ্দীন জামে মসজিদে রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুছতফা সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম।

চাঁদপুর ২৩শে রামাযান ১৫ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ষোলঘর ইত্তেবায়ে সুন্নাহ মাদ্রাসা সংলগ্ন জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আতাউল্লাহ শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ ও 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র সভাপতি ডাঃ শওকত হাসান।

জাফলং, সিলেট ২৩শে রামাযান ১৫ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গোয়াইনঘাট থানাধীন বিত্রিখেল হাওড় মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ জাবের আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন ও কুমিল্লার দাউদকান্দি থানাধীন কামাইরকান্দি, তাহফীযুল কুরআন মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল হাফেয মাওলানা হাবীবুর রহমান প্রমুখ।

মানিকগঞ্জ ২৪শে রামাযান ১৬ই এপ্রিল রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন কেন্দ্রীয় কারাগারের দক্ষিণ পার্শ্বে বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

পীরগাছা, রংপুর ২৪শে রামাযান ১৬ই এপ্রিল রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পীরগাছা উপযেলাধীন দারুস সালাম সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা মিলনায়তনে রংপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শাহীন পারভেযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম।

রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৭শে রামাযান ১৯শে এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গোমস্তাপুর উপযেলাধীন রহনপুর ডাকবাংলা পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও আবু রায়হান।

প্রশিক্ষণ

সউদিয়ান বাজার, পাগলা, ময়মনসিংহ ১৮-২০শে মে বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার : যেলার পাগলা থানাধীন সউদিয়ান বাজার মারকায জামে মসজিদে ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে ৩দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ১৮ই মে বৃহস্পতিবার বাদ আছর থেকে শুরু হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক সারোয়ার জাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুল হক প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় দিন অত্র মসজিদসহ পার্শ্ববর্তী ৭টি মসজিদে সংগঠনের দায়িত্বশীগণ জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। শনিবার দুপুর পর্যন্হত প্রশিক্ষণের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

দারুশা হুজুরী পাড়া, পবা, রাজশাহী ৯ই জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পবা উপযেলাধীন দারুশা হুজুরী পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী-সদরের অন্তর্ভুক্ত পবা-পশ্চিম উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ হাতেম তাঈর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা দুর্রুল হুদা, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী-সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ইস্রাফীল হোসাইন।

মাসিক ইজতেমা

জয়পুর, চারঘাট, রাজশাহী ২৬শে মে শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার চারঘাট উপযেলাধীন জয়পুর কামারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পাশুণ্ডিয়া এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর

প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক ইলিয়াসুদ্দীন ও জয়পুর হাফেযিয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হাফেয আব্দুল হামীদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক খুরশেদ আলম।

সন্তোষপুর, শাহমখদুম, রাজশাহী ২০শে মে শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহমখদুম থানাধীন সন্তোষপুর-পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম ও রাজশাহী-সদর-পূর্ব উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মাকবূল হোসাইন।

কেন্দ্রীয় ইয়াতীম সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১২ই মে বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'পথের আলো ফাউণ্ডেশন (রেজি)'-এর উদ্যোগে সর্বপ্রথম 'কেন্দ্রীয় ইয়াতীম সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন হয়। 'পথের আলো ফাউণ্ডেশন'-এর চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে পথের আলো ফাউণ্ডেশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, ইয়াতীম ও দুস্থ ছেলে-মেয়েরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদেরকে সঠিকভাবে লালন-পালন করতে পারলে তারা সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। তিনি বলেন, ইয়াতীম পালনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার হ'ল ক্বিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর পাশাপাশি থাকার সৌভাগ্য লাভ করা *(বুখারী হা/৬০০৫)*। ইয়াতীমদেরকে যত্নের সাথে প্রতিপালন ও তাদের সম্পদ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি ইয়াতীমখানাগুলির পরিচালকদের প্রতি আহ্বান জানান। সাথে সাথে ধনিক শ্রেণী ও সরকারকে এদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'পথের আলো ফাউণ্ডেশন'-এর সেক্রেটারী শামসুল আলম, ইয়াতীম প্রকল্প পরিচালক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ১৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শাহাদত আলী শাহু। এছাড়া বিভিন্ন যেলার প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের মধ্য থেকে পরামর্শমূলক বক্তব্য প্রদান করেন দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরার প্রিন্সিপাল মাওলানা মুহাম্মাদ সোহাইল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ইয়াতীম বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক মুহাম্মাদ নাজীদুল্লাহ, বৃ-কুষ্টিয়া দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ তাহফীযুল কুরআন মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা, শাহজাহানপুর, বগুড়ার সহকারী শিক্ষক মাওলানা আব্দুল্লাহ ও আল-মারকাযুল ইসলামী কালদিয়া, গোটাপাড়া, বাগেরহাটের সহকারী শিক্ষক মামুনুর রশীদ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতারসহ মজলিসে আমেলা, শূরা এবং 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন যেলার সভাপতি ও প্রতিনিধি বৃন্দ।

সাবেক ইয়াতীম ছাত্রদের মধ্য থেকে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহীর ইয়াতীম বিভাগের সাবেক ছাত্র ও বর্তমানে রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যাণ্ড কলেজের ইংরেজী প্রভাষক জাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে 'স্বপ্নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' শিরোনামে একটি মনোজ্ঞ সংলাপ পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে ইয়াতীম ছাত্র আব্দুল্লাহ আল-মামূন এবং বঙ্গানুবাদ করে রাফীউয্যামান। জাগরণী পরিবেশন করে শরীফুল ইসলাম, মাহিদুল ইসলাম, যাকির, হাসনাত ও তার সাথীরা। অনুষ্ঠানে ইয়াতীম ছাত্রদের মধ্য থেকে আরবী ও ইংরেজী বক্তব্য পেশ করে যথাক্রমে নিয়ায মাহমূদ ও লুৎফর রহমান। অতঃপর 'আরবী কথোপকথন' উপস্থাপন করে রাফসান ও মিনহাজ এবং 'আক্বীদা' বিষয়ক কথোপকথন উপস্থাপন করে রিয়াদ আলম ও আমীর হামযা। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

উল্লেখ্য যে, আগের দিন বৃহস্পতিবার সকাল ১০-টা থেকে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ২২০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত, হাদীছ পাঠ, আযান, দো'আ, ইসলামী জাগরণী ও সাধারণ জ্ঞানসহ মোট ৬টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী মোট ৬৬ জন ইয়াতীম বালক-বালিকাকে পুরস্কৃত করা হয়। দেশের বিভিন্ন যেলার ১৫টি ইয়াতীমখানার প্রায় সাড়ে তিনশ' ইয়াতীম (বালক-বালিকা) সহ তাদের তত্ত্বাবধায়ক, অভিভাবক, দাতা সদস্য ও সুধী সহ প্রায় ৭০০ জন উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

আইটি প্রশিক্ষণ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৯ই জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ৭-টা থেকে ১২-টা পর্যন্ত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ লাইব্রেরী রুমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আইটি বিভাগের উদ্যোগে আইটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অতিথি প্রশিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ইঞ্জিনিয়ার মুজাহিদুল ইসলাম (কুষ্টিয়া) ও ওলী হাসান (ঢাকা)। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন আইটি বিভাগের ম্যানেজার জিএম ওয়ালিউল্লাহ, কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আবুল বাশার, সহকারী গ্রাফিক্স ডিজাইনার রাজভীর হোসাইন ও মীযানুর রহমান। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন যেলা থেকে মোট ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

এজেন্ট ও সুধী সমাবেশ

ফুলবাড়ী, দিনাজপুর ২রা জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার ফুলবাড়ী কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক আত-তাহরীক-এর এজেন্ট ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা

ইয়াসীন আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। সমাবেশে এজেন্টদের মধ্য থেকে পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ করেন মাহতাবুদ্দীন, রায়হান কবীর, ডা. এনামুল হক, ফারূক হোসেন, সাইফুর রহমান, জাহাঙ্গীর আলম, রায়হান ও আব্দুল মালেক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক যাকির হোসাইন।

যুবসংঘ

বিভাগীয় যুব সমাবেশ

চাষাড়া, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ ৩রা জুন শনিবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার ফতুল্লা থানাধীন চাষাড়ায় আলী আহমাদ চুনকা মিলনায়তনে 'যুবসংঘ' ঢাকা বিভাগ পূর্ব যোনের উদ্যোগে বিভাগীয় যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নারায়ণগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইমরান হাসিন আল-আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'ঢাকা মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল প্রমুখ।

সোনামণি

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৬ই মে মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর নগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ মসজিদে রামাযান উপলক্ষে 'সোনামণি' নওদাপাড়া মারকায এলাকা কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' মারকায এলাকার পরিচালক সারোয়ার মেছবাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি' রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার পরিচালক ইমরুল কায়েস। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি' মারকায এলাকার সহ-পরিচালক আবুল কালাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আমীরুল মুমিনীন ও জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ আল-ফাহীম।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

পুরস্কার বিতরণী ও ইফতার মাহফিল

হরিদাখলসী, নলডাঙ্গা, নাটোর ১১ই এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বিকাল সাড়ে ৫-টায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর অধিভুক্ত যেলার নলডাঙ্গা থানাধীন হরিদাখলসী দাওয়াতুল ইসলাম সালাফী মাদ্রাসার উদ্যোগে ছালাত শিক্ষা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ওয়াহেদ আলী মালতিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সচিব শামসুল আলম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মাদ্রাসার পরিচালক মুহাম্মাদ হানযালা।

আঞ্চলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১২ ও ১৩ই এপ্রিল বুধ ও বৃহস্পতিবার : 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর উদ্যোগে নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অফিস কক্ষে রাজশাহী যোনের আঞ্চলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ গত ১২ ও ১৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দিন সকাল ৯-টায় প্রশিক্ষণ শুরু হয়। 'শিক্ষাবোর্ডে'র কেন্দ্রীয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ডে'র চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সচিব শামসুল আলম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও 'শিক্ষাবোর্ডে'র প্রধান পরিদর্শক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর সেক্রেটারী মাওলানা দুর্রুল হুদা, হিফয বিভাগের সহকারী পরিচালক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, শিক্ষক ড. মুখতারুল ইসলাম, ফায়ছাল মাহমূদ, আব্দুর রহীম, ইকবাল হোসাইন, রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক আব্দুল মান্নান, মোকিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ-এর শিক্ষক ওয়াহীদুয্যামান, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী রবীউল ইসলাম ও সহকারী পরিদর্শক মুহাম্মাদ ফেরদাউস প্রমুখ। প্রশিক্ষণে ২০টি প্রতিষ্ঠান থেকে ৪১ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ-এর শিক্ষক আব্দুর রহমান, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক বারাকাতুল্লাহ ও শেখ আমীর হোসাইন। এই তিন জন সহ আরো ৪ জনকে (সান্ত্বনা) পুরস্কার ও সবাইকে সনদ প্রদান করা হয়।

শাসনগাছা, কুমিল্লা ২৬ ও ২৭শে মে শুক্র ও শনিবার : অদ্য বিকাল সোয়া ৪-টায় যেলার সদর থানার শাসনগাছায় অবস্থিত আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্সে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর উদ্যোগে চট্টগ্রাম-কুমিল্লা যোনের অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নিয়ে দু'দিনব্যাপী আঞ্চলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর প্রধান পরিদর্শক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, কুমিল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আবুল কাসেম, প্রভাষক জনাব ফরীদুদ্দীন মজুমদার, বদীউল আলম ডিগ্রী কলেজ, কোম্পানীগঞ্জের ইংরেজী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, রাধানগর কালিকাপুর রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার আমজাদ হোসাইন, কুমিল্লা জিলা স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক মুহাম্মাদ ইবরাহীম খলীল, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড' কুমিল্লা অঞ্চলের পরিদর্শক মুহাম্মাদ জামীলুর রহমান প্রমুখ। প্রশিক্ষকগণকে আমীরে

জামা'আত রচিত ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), সদ্য প্রকাশিত তরজমাতুল কুরআন ও আহলেহাদীছ আন্দোলন (থিসিস) উপহার দেওয়া হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে কুমিল্লা, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চট্টগ্রাম যেলার ১৫টি মাদ্রাসার মোট ৮২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১ম স্থান অধিকার করেন মুহাম্মাদ অলিউল্লাহ (কুমিল্লা), ২য় স্থান অধিকার করেন জাহিদুল ইসলাম (চট্টগ্রাম) ও ৩য় স্থান অধিকার করেন ইউসুফ রনি (কুমিল্লা)। বিজয়ীদেরকে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত তরজমাতুল কুরআন সহ অন্যান্য বই পুরস্কার হিসাবে প্রদান করা হয়।

মাদ্রাসা পরিদর্শন : প্রথম দিন সকাল ১০-টায় কেন্দ্রীয় মেহমান ড. নূরুল ইসলাম বুড়িচং সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন এবং মাদ্রাসা অফিস কক্ষে শিক্ষকমণ্ডলীর সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর বুড়িচং বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অন্যদিকে ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম শাসনগাছা মারকায মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

অভিভাবক ও সুধী সমাবেশ

কলারোয়া, সাতক্ষীরা ২রা জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার কলারোয়া উপযেলাধীন হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর অধিভুক্ত সোনাবাড়িয়া মাদ্রাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিইয়াহ'-এর উদ্যোগে সোনাবাড়িয়া হাইস্কুল অডিটোরিয়ামে এক অভিভাবক ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার সভাপতি মাওলানা মুত্তালিব হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সচিব জনাব শামসুল আলম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র মাদ্রাসা কমিটির সদস্য অধ্যাপক হাফেয মুহসিন ও অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আব্দুল্লাহ আল-মামূন প্রমুখ।

আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম

ব্রজনাথপুর, পাবনা ২৮শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদর থানাধীন ব্রজনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, সাধারণ সম্পাদক ডা. ছাবিত এবং শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক শরীফুল ইসলাম। সমাবেশ শেষে আনীসুর রহমানকে আহ্বায়ক ও ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল ওয়াদূদকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, সেখানে 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর সহযোগিতায় ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয় এবং সেখানে ১৫০ জন রোগীর ফ্রী চিকিৎসা দেওয়া হয়।

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ২রা জুন শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় যেলার সদর থানাধীন বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান ও সাধারণ সম্পাদক ডা. ছাবিত। সমাবেশ শেষে ডা. আবুল বাশারকে সভাপতি ও অধ্যাপক হোসাইন মাহমূদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কমিটি গঠন করা হয়।

আল-'আওন

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৫শে মে রোজ বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০টায় রাজশাহী নওদাপাড়া মারকাযের পশ্চিম পার্শ্বস্থ জামে মসজিদে আল-'আওন মারকায এলাকার উদ্যেগে আশিকুযযামানের সভাপতিত্বে ডোনার সম্মেলন ও আল-'আওন রাজশাহী যেলা কমিটি গঠন শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অত্র মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুন নূর ও সোনামণির কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। এছাড়াও বক্তব্য পেশ করেন আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। আরও উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-সদর 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ও মারকাযের শিক্ষক ফায়ছাল আহমাদ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন আল-'আওন এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল ও 'যুবসংঘ' মারকায এলাকার সভাপতি খালীদুর রহমান। পরামর্শ শেষে ডা. আবুল বাশারকে সভাপতি ও জাহিদ হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট রাজশাহী-সদর কমিটি গঠন করা হয়।

মারকায সংবাদ

ছালাতুল ইসতিসক্বা আদায়

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৯ই জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ৬-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে দেশে চলমান খরা ও প্রচণ্ড দাবদাহ থেকে বাঁচার জন্য ছালাতুল ইসতিসক্বা আদায় করা হয়। উক্ত ছালাতে ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। উক্ত ছালাত মুহতারাম আমীরে জামা'আতসহ মুছল্লীগণ সুন্নাতী তরীকায় মলিন ও পরিচ্ছন্ন পোষাকে টুপি ছাড়াই চাদর বা বড় গামছা গায়ে দিয়ে আদায় করেন। প্রথমে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করা হয়। অতঃপর আমীরে জামা'আত আবেগঘন ভাষায় হৃদয়গ্রাহী নছীহত করেন। তিনি উপস্থিত মুছল্লীগণকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অতঃপর চাদর বা গামছা উল্টিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত উপুড় করে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে সকলে আল্লাহর নিকট দো'আ করেন। উক্ত ছালাতে সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল, মারকাযের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এবং আশপাশের মুছল্লীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে আমীরে জামা'আত ই'তিকাফে থাকাকালে ২১শে এপ্রিল শুক্রবার সকালে একই স্থানে ইসতিসক্বার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ইমামতি করেন মারকাযের হিফয বিভাগের সহকারী পরিচালক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩৬১) : রাতে বিতর ছালাত আদায় করার পর ক্বিয়ামুল লায়েল বা তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-সুরাইয়া আহমাদ, পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : বিতর হ'ল রাত্রির শেষ ছালাত *(বুখারী হা/৯৯৮; মিশকাত হা/১২৫৮)*। এক্ষণে কেউ রাতের প্রথম অংশে বিতরের ছালাত আদায় করে নিলে সে ক্বিয়ামুল লায়েল বা তাহাজ্জুদ পড়তে পারে। তবে দ্বিতীয়বার আর বিতর পড়বে না। কেননা এক রাতে দু'বার বিতর পড়া যায় না *(আবুদাউদ হা/১৪৩৯; আহমাদ হা/১৬৩৩৯; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৬৭; নববী, আল-মাজমূ' ৩/৫১২)*।

প্রশ্ন (২/৩৬২) : আমার ১০ বছরের ছোট ভাই দেখতে অনেক সুন্দর। এলাকায় ওর মত আর কাউকে পাওয়া যায় না। ইদানীং সে প্রায়ই অসুস্থ থাকছে। ওষুধ খাইয়ে কোন কাজ হচ্ছে না। কারো বদ নযর লাগার কারণে এরকম হ'তে পারে কি? সেক্ষেত্রে করণীয় কি?

-সেলিম হোসাইন, লালমাই, কুমিল্লা।

উত্তর : বদ নযর সত্য। কেবল শিশুই নয়, বড় মানুষও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে। সেজন্য সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! জা'ফরের সন্তানদের বদ নযর লাগে। আমি কি তাদের জন্যে ঝাড়-ফুঁক করব? উত্তরে তিনি বললেন, 'কোন বিষয় যদি ভাগ্য পরিবর্তন করত, তাহ'লে বদ নযর সেটি করতে পারত' *(তিরমিযী হা/২০৫৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৫১০; মিশকাত হা/৪৫৬০)*। এতে বুঝা যায় যে, বদ নযর অত্যন্ত ক্ষতিকর।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে তাক্বদীরে লিখিত মৃত্যুর পর সর্বাধিক মৃত্যু বদ নযর লাগার কারণে হবে' *(ছহীহাহ হা/৭৪৭)*। তিনি বলেন, 'বদ নযর মানুষকে কবর পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এবং উটকে রান্নার পাতিলে পৌঁছে দেয়' *(ছহীহাহ হা/১২৪৯)*। অর্থাৎ মেরে ফেলে দেয়। তিনি বলেন, 'বদ নযর আল্লাহ্র অনুমতি ক্রমে কোন ব্যক্তিকে এমনভাবে প্রভাবিত করতে পারে যে, সে যেন কোন উঁচু স্থান থেকে হঠাৎ নীচে পড়ে গেল' *(তাবারাণী আওসাত্ব হা/৫৯৭৭, ছহীহাহ হা/৮৮৯)*।

করণীয় : সাধারণভাবে আকর্ষণীয় কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে দেখলে তার প্রতি যেন বদ নযর না লাগে, সেজন্য বরকতের দো'আ করতে হবে। এতে সে সম্ভাব্য বদ নযরের অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাবে ইনশাআল্লাহ *(ইবনু মাজাহ হা/৩৫০৯)*। অর্থাৎ তাকে উদ্দেশ্য করে বলবে 'বারাকাল্লাহু 'আলাইক' (আল্লাহ তোমার উপরে বরকত দান করুন! *-শারহু ইবনে মাজাহ*)।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিন ও মানুষের বদ নযর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। অতঃপর সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস নাযিল হ'লে তিনি এ সূরা দু'টি গ্রহণ করেন এবং অন্যগুলি ত্যাগ করেন' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৫১১; নাসাঈ হা/৫৪৯৪; মিশকাত হা/৪৫৬৩)*।

আর কারও উপর বদ নযর লেগেছে এমন অনুভব হয়, তবে সে ব্যক্তির চিকিৎসা দু'ভাবে করা যায়। (১) যদি বদ নযর লাগানো ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়, তাহ'লে নিম্নোক্ত সুন্নাতী পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। যেমন সাহল বিন হুনায়েফ (রাঃ)-এর পুত্র আবু উমামাহ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন 'আমের বিন রবী'আহ (রাঃ) সাহল বিন হুনায়েফ-কে গোসল করতে দেখলেন এবং (তার সুন্দর শরীর দেখে) বলে উঠলেন, আল্লাহ্র কসম! আজকের মতো কোনদিন আমি কাউকে দেখিনি এবং পর্দার আড়ালে রক্ষিত (কুমারী মেয়ের) কোন চামড়াও এরূপ দেখিনি। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সাহল অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। অতঃপর (এ অবস্থায়) তাঁকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আনা হ'ল। বলা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি সাহল-এর জন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারেন? আল্লাহ্র কসম! সে তো তার মাথা উঠাতে পারছে না। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি কাউকে এজন্য অভিযুক্ত কর? তারা বলল, আমরা 'আমের বিন রাবী'আহ-এর ওপর সন্দেহ করি। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) আমেরকে ডেকে পাঠালেন এবং কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করে বললেন, তোমাদের কেউ তার আরেক ভাইকে কেন হত্যা করে? তুমি তার জন্য কল্যাণের দো'আ করলে না কেন? তুমি (তোমার শরীরের কিছু অংশ) সাহল-এর জন্য ধুয়ে দাও। তখন 'আমের নিজের মুখমণ্ডল, কনুই পর্যন্ত দুই হাত, আঙ্গুলগুলি সহ দুই পা এবং পায়জামার ভিতরের অঙ্গ পর্যন্ত ধুয়ে পানিগুলো একটি পাত্রে নিলেন। অতঃপর সেই পানি সাহল-এর উপর ঢেলে দেয়া হ'ল। তাতে সাহল সুস্থ হয়ে লোকদের সাথে হেঁটে আসলেন, যেন তাঁর শরীরে কোন কষ্ট ছিল না' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৫০৯; মিশকাত হা/৪৫৬২ 'চিকিৎসা ও ঝাড়-ফুঁক' অধ্যায়)*।

(২) বদ নযরকারী অপরিচিত বা অজ্ঞাত হ'লে সূরা নাস, ফালাক্ব ও ইখলাছ পাঠ করে আক্রান্ত ব্যক্তির মাথায় হাত দিয়ে ফুঁক দিবে। তাহ'লে সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ *(ইবনু মাজাহ হা/৩৫১১; মিশকাত হা/৪৫৬৩)*।

এছাড়াও আক্রান্ত শিশু বা ব্যক্তির মাথায় হাত রেখে নিম্নের দো'আগুলো তিনবার পাঠ করে ঝাড়-ফুঁক করা যায়।-

(ক) أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ، *(আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিন কুল্লি শাইত্বা-নিওঁ ওয়া হা-ম্মাতিন, ওয়া মিন কুল্লি 'আইনিল লা-ম্মাহ)*। অর্থ : 'প্রত্যেক শয়তান হ'তে আল্লাহ্র পূর্ণ কালেমা দ্বারা তোমার জন্য পরিত্রাণ চাচ্ছি। আর পরিত্রাণ চাচ্ছি প্রত্যেক বিষাক্ত কীট হ'তে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর বদ

নযর হ'তে' *(বুখারী হা/৩৩৭১; মিশকাত হা/১৫৩৫ 'জানাযা' অধ্যায় 'রোগীর সেবা' অনুচ্ছেদ)*। উপরোক্ত দো'আ পাঠ করে ইব্রাহীম (আঃ) তার দুই ছেলে ইসমাঈল ও ইসহাককে ঝাড়ফুঁক করতেন এবং রাসূল (ছাঃ) তার দুই নাতি হাসান ও হোসাইনকে ঝাড়ফুঁক করতেন।

(খ) بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، *(বিস্‌মিল্লা-হি আরক্বীকা মিন কুল্লি শাইন ইউযীকা মিন শার্‌রি কুল্লি নাফ্‌সিন আও 'আইনিন আও হাসিদিন আল্ল-হু ইয়াশ্‌ফীকা বিস্‌মিল্লা-হি আরক্বীকা)*। অর্থ : 'আল্লাহ্‌র নামে আপনাকে ঝাড়ছি এমন প্রত্যেক বিষয় হ'তে, যা আপনাকে কষ্ট দেয়, প্রত্যেক ব্যক্তির অকল্যাণ হ'তে অথবা প্রত্যেক বিদ্বেষী (বদ নযরকারীর) চক্ষুর অকল্যাণ হ'তে। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহ্‌র নামে ঝাড়ফুঁক করছি' *(মুসলিম হা/২১৮৬; মিশকাত হা/১৫৩৪; ছহীহুল জামে' হা/৭০)*।

(গ) রোগীর মাথায় ডান হাত রেখে বা দেহে ডান হাত বুলিয়ে দো'আ পড়বে- أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا– *(আয্‌হিবিল বা'স, রব্বান না-স! ওয়াশ্‌ফি, আনতাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা, শিফা-আল লা ইউগা-দিরু সাক্বামা)*। অনুবাদ : 'কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত; যা কোন রোগীকে ধোকা দেয় না' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩০, ৪৫৫২)*।

উল্লেখ্য যে, বদ নযর থেকে রক্ষার জন্য অনেকে কপালে কালো টিপ দেয়, কেউ কোমরে জুতা-স্যান্ডেল বাঁধে বা ঝুলিয়ে রাখে। এসকল কর্ম শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। মূলতঃ এগুলি হিন্দুয়ানী প্রথা থেকে আগত। প্রাচীন ভারতে হিন্দুরা যেসকল ধারণা থেকে টিপ ব্যবহার করত তন্মধ্যে একটি হ'ল শিশুর উপর থেকে দুষ্টু শক্তির প্রভাব দূর করা। এমনকি তারা এটিকে তৃতীয় চোখ মনে করত। সুতরাং এরূপ ভ্রান্ত ধারণা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কোন মুসলমান এরূপ ক্ষেত্রে অমুসলিমদের অনুকরণ করলে সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭, 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩/৩৬৩) : ওশর কিভাবে বের করতে হবে? উৎপাদন খরচ ও কর্মচারীদের মজুরী দেওয়ার পর অবশিষ্ট ফসল দ্বারা নাকি তাদের মজুরী দেওয়ার পূর্বে মোট ফসল থেকে?

-এরশাদ আলী, ধনেশ্বর, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : উৎপাদনের খরচ ধর্তব্য নয় *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৩/১৮; ইবনুল হুমাম, ফাৎহুল ক্বাদীর ২/২৫০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/৫১; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১৫/৭৫)*। মালিকানায় যে ফসল পাবে তা নিছাব পরিমাণ হ'লে তাতে ওশর দিতে হবে। এক্ষত্রে শারঈ মূলনীতি হ'ল বৃষ্টির পানিতে উৎপাদন হ'লে দশভাগের একভাগ এবং সেচের পানিতে উৎপাদন হ'লে বিশ ভাগের একভাগ ওশর দিতে হবে *(বুখারী হা/১৪৮৩; মিশকাত হা/১৭৯৭)*। আর ওশর ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হ'ল ফসল পাঁচ ওয়াসাক বা তিনশ ছা' হ'তে হবে যা আনুমানিক ১৮ মন ৩০ কেজি *(বুখারী হা/১৪৪৭; মিশকাত হা/১৭৯৪)*।

উল্লেখ্য যে, শস্য সংগ্রহকারীদের মজুরী, সার প্রদানের খরচ কিংবা ঋণ ইত্যাদি উৎপাদনের খরচসমূহ বাদ দিয়ে হিসাব হবে না। কেননা এসব খরচ যেমন সেচ ইত্যাদির কারণেই যাকাতের পরিমাণ এক-দশমাংশ থেকে কমিয়ে ২০ ভাগের একভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৭৬০৮; ইবনু আবী শায়বাহ হা/১০০৯৬; মা'রিফাতুস সুনান হা/৮৩২৯-৩০)*। সুতরাং উৎপাদিত ফসলের পুরোটা থেকেই নির্ধারিত অংশ যাকাত প্রদান করতে হবে।

প্রশ্ন (৪/৩৬৪) : কোন কোন পরিস্থিতিতে একজনের ছিয়াম অন্যজন রেখে দিতে পারবে?

-নাঈম, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : কোন জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ছিয়াম পালন করার বিধান নেই। তবে মাইয়েতের পক্ষ থেকে তিন অবস্থায় ছিয়াম পালন করা যাবে। (১) মাইয়েত যদি কোন ছিয়াম পালনের মানত করে মারা যায় তাহ'লে তার পক্ষ থেকে ছিয়াম পালন করতে হবে। (২) যদি মাইয়েতের রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম থাকে এবং ক্বাযা আদায় না করে মারা যায়, তাহ'লে তার তার পক্ষ থেকে ক্বাযা আদায় করতে হবে। (৩) যদি মাইয়েতের উপর কাফফারার ছিয়াম থাকে- সেটা রামাযান মাসে স্ত্রী মিলনের কারণে হ'তে পারে, দিয়াতের কাফফারা হ'তে পারে বা জীবনহত্যার কাফফারা হ'তে পারে *(নববী, শরহ মুসলিম ৮/২৫; আল-মাজমূ' ৬/৩৭০; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/৩৬৭,৬৮,৭২; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/৪৫০')*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে অথচ তার ছিয়াম অনাদায়ী ছিল, তার ওয়ারিছগণ সেটির ক্বাযা আদায় করে দেবে' *(বুখারী হা/১৯৫২; মুসলিম হা/১১৪৭; মিশকাত হা/২০৩৩)*।

প্রশ্ন (৫/৩৬৫) : আল্লাহ কর্তৃক ছিয়ামের প্রতিদান প্রদান করার বিষয়টি কি ফরয ছিয়ামের সাথে খাছ নাকি নফল ছিয়ামের জন্যও প্রযোজ্য?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন
এএসআই, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ।

উত্তর : ফরয-নফল উভয় ছিয়ামের জন্যই প্রযোজ্য। কেননা কোন হাদীছে উক্ত ফযীলতকে ফরয ছিয়ামের সাথে খাছ করা হয়নি *(ইমাম বাজী, আল-মুনতাক্বা শারহুল মুওয়াত্ত্বা ২/৬০)*।

প্রশ্ন (৬/৩৬৬) : হযরত আলী (রাঃ)-এর স্ত্রী এবং দাসীর সংখ্যা মোট কতজন ছিল?

-সেজুতি আখতার, ময়মনসিংহ।

উত্তর : ফাতেমা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর আলী (রাঃ) পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সময়ে আরো আট জন মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর অন্যান্য স্ত্রীগণ হ'লেন- (১) উম্মুল বানীন বিনতে হিযাম, (২) লায়লা বিনতে মাসঊদ, ৩. আসমা বিনতে উমায়েস, ৪. উম্মে হাবীবা বিনতে রাবী'আ,

৫. উমামা বিনতে 'আছ, ৬. খাওলা বিনতে জা'ফর, ৭. উম্মে সাঈদ বিনতে ওরওয়া, ৮. মাহইয়া বিনতে ইমরিল ক্বায়েস *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/৩৬৬-৩৬৮)*। তবে কেউ একসঙ্গে ছিলেন না। কারণ ইসলামে চার জনের বেশী স্ত্রী একসঙ্গে রাখার বিধান নেই। তাঁর দাসদাসীর ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। কেবল এটুকু জানা যায় যে, ফাতেমা (রাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর কোন দাস-দাসী ছিল না *(বুখারী হা/৫৩৬২; মিশকাত হা/২৩৮৭)*।

প্রশ্ন (৭/৩৬৭) : জেনারেল শিক্ষিত ১২০ জন মহিলা নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে আমার একটি ইসলামিক গ্রুপ আছে। যেখানে আমি দাওয়াতী কাজ করি এবং তাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেই। সেখানে মাঝে মাঝে অডিও কনফারেন্স হয়, যেখানে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কাউকে কথা বলার সুযোগ দেই না। এভাবে মেয়েদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করা জায়েয হবে কি?

-ওয়াসীম আকরাম, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : নারীদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করা যাবে। রাসূল (ছাঃ) নারীদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করেছেন *(বুখারী হা/৭৩১০; মিশকাত হা/১৭৫৩)*। অতএব ফিৎনার আশংকা না থাকলে গোপনীয়তার সুযোগ না রেখে গ্রুপে মেয়েদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। তবে সর্বাবস্থায় হৃদয়ে তাক্বওয়া ও ইসলামী পর্দার মূলনীতি বজায় রাখতে হবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/২২৯-৩২,৪০; আব্দুল করীম যায়দান, আল-মুফাছ্ছাল ফী আহকামিল মার'আ ৩/২৭৬)*।

প্রশ্ন (৮/৩৬৮) : অমুসলিম দেশে কোর্ট পুলিশ হিসাবে চাকুরী করা জায়েয হবে কি? যেখানে আল্লাহর আইন ছাড়া মানব রচিত আইনে বিচার করা হয়। তবে কোর্ট পুলিশ সরাসরি বিচারকার্যে জড়িত নয়। কিন্তু বিচারকার্যে সাহায্য করে থাকেন।

-নাছির আহমাদ, নিউইয়র্ক।

উত্তর : নিজ দ্বীন রক্ষার সুযোগ এবং যুলুম ও অন্যায় দূরীকরণের ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকলে অমুসলিম দেশে যেকোন বৈধ চাকুরী করা যাবে। বিচারকার্য একটি বৈধ পেশা। অতএব মুসলমানদের উপকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে পুলিশে কিংবা বিচারকার্যে সহায়ক হিসাবে চাকুরী করাতে কোন দোষ নেই। আর যদি দ্বীন হেফাযতে বাধা থাকে এবং অন্যায়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে হয় তাহ'লে উক্ত চাকুরী করা যাবে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৮/২৬, ২৮৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৪/৪৭৬)*।

প্রশ্ন (৯/৩৬৯) : রাগান্বিত অবস্থায় ঋতুবতী স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক দিলে তালাক পতিত হবে কি?

-মঈনুদ্দীন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

উত্তর : সাধারণভাবে কেউ এক সাথে তিন তালাক দিলে এক তালাক হিসাবে গণ্য হবে। তবে প্রশ্নোল্লিখিত দু'টি অবস্থায় তথা ঋতু অবস্থা ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ক্রোধের অবস্থায় তালাক পতিত হয় না *(তালাক ৬৫/১; বুখারী হা/৫২৫১, ৫৩৩২; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ৩৩/৭৬; বিন বায. ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ২২/১৭৯; উছায়মীন, ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৩/২৮৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তালাক ও দাসমুক্তি নেই 'ইগলাক্ব' অবস্থায়' *(আবুদাঊদ হা/১৯১৯, মিশকাত হা/৩২৮৫)*। আবু দাঊদ বলেন, 'ইগলাক্ব' গালাক্ব ধাতু হ'তে ব্যুৎপণ্ন। যার অর্থ বন্ধ হওয়া। ক্রোধান্ধ, পাগল ও যবরদস্তির অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি লোপ পায়। তাই এ অবস্থাকে 'ইগলাক্ব' বলা হয় *(ঐ, হাশিয়া ২/৪১৩ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১০/৩৭০) : আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে শারঈ কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ফরিদপুর।

উত্তর : মাহরাম বা কুরআনে যে ১৪ জন নারীকে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে তারা ব্যতীত অন্য আত্মীয়দের বিবাহ করার ব্যাপারে শরী'আতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। 'আত্মীয়রা আত্মীয়দের বিবাহ করো না...'- মর্মে বর্ণিত কথাটি হাদীছ নয়। সম্ভবতঃ ইমাম গাযালী তাঁর আল-ওয়াসীত্ব ও ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে (২/৪১) এটিকে কয়েকটি হাদীছের মধ্যে উল্লেখ করায় অনেকে ধোঁকায় পতিত হয়েছেন। আসলে হাদীছ হিসাবে এর কোন ভিত্তি নেই *(যঈফাহ হা/৫৩৬৫)*। তাছাড়া এটি কুরআন ও হাদীছের বিরোধী। আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! আমরা তোমার জন্য হালাল করেছি ঐসব স্ত্রীদের, যাদেরকে তুমি মোহর দিয়েছ এবং ঐসব দাসীদের, যাদেরকে আল্লাহ তোমার জন্য গণীমত হিসাবে প্রদান করেছেন। আর তোমার চাচাতো বোন, ফুফাতো বোন, মামাতো বোন ও খালাতো বোনকে, যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে *(আহযাব ৩৩/৫০)*। আর রাসূল (ছাঃ) তার মেয়ে ফাতেমা (রাঃ)-এর বিবাহ দেন আপন চাচাতো ভাই আলী (রাঃ)-এর সাথে *(শারবীনী, মুগনিল মুহতাজ ৪/২০৬)*। অপর দুই মেয়ের বিবাহ দেন আপন চাচা আবু লাহাবের দুই ছেলের সাথে। তিনি নিজেও উম্মে সালামা, আয়েশা, উম্মে হাবীবাসহ অনেক কুরায়েশী আত্মীয়াকে বিবাহ করেন।

প্রশ্ন (১১/৩৭১) : মাসিক অবস্থায় সহবাসের মাধ্যমে আমি গর্ভবতী হয়েছি। স্বামী বলছেন, এ অবস্থায় সহবাসে গর্ভধারণ করলে তৃতীয় লিঙ্গের বাচ্চা হয়। তাই গর্ভপাত করতে হবে। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-মেহেরুন নেসা, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : প্রথমতঃ মাসিক অবস্থায় স্ত্রী মিলন হারাম। কেউ যদি অজ্ঞতাবশত কিংবা ভুলক্রমে এরূপ করে, তবে তাকে তওবা করতে হবে *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৩; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১/৫৭১)*। আর কেউ জ্ঞাতসারে করলে তাকে তওবার সাথে সাথে কাফফারা প্রদান করতে হবে। আর এক্ষেত্রে কাফফারা হ'ল হায়েযের প্রথম দিকে মিলন করলে এক দীনার এবং শেষের দিকে মিলন করলে অর্ধ দীনার *(আবুদাঊদ হা/২৬৪-৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৬৪০; ইরওয়া হা/১৯৭)*। উল্লেখ্য যে, এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) সমান সোয়া চার গ্রাম স্বর্ণ, যার মূল্য বর্তমান বাজারে প্রায় ২৫ হাজার টাকা। দ্বিতীয়তঃ হায়েয অবস্থায় মাতৃগর্ভে সন্তান আসলে সেটা হিজড়া হবে এ কথাটি কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। আল্লামা তারতূসী তাঁর 'তাহরীমুল ফাওয়াহেশ' গ্রন্থে উক্ত মর্মে একটি আছার বর্ণনা

করেছেন, যা ইস্রাঈলী বর্ণনা তথা ভিত্তিহীন *(বদরুদ্দীন শিবলী, আকামুল মারজান ১০৫, ১২১ পৃ.)*। এছাড়া আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেও এমন কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং উক্ত তথ্য যেমন সঠিক নয়, তেমনি হায়েয অবস্থাতেও কারো পেটে সন্তান আসলে গর্ভপাত ঘটানোর বিধান নেই।

প্রশ্ন (১২/৩৭২) : একদিন ফাতেমা (রাঃ) কুরআন পাঠরত অবস্থায় পুরুষদের ৪টি বিবাহের অনুমতি সম্পর্কিত আয়াতটি সামনে আসলে তিনি তৎক্ষণাৎ নিচু কণ্ঠে কুরআন পড়তে থাকেন, যেন আলী (রাঃ) শুনতে না পান। এসময় আলী (রাঃ) মুচকি হেসে বললেন তুমি একাই চার জনের সমান। ঘটনাটির সত্যতা আছে কি?

-হোসনে মোবারক, চিলমারী, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। এটি শী'আদের আবিস্কৃত কোন বর্ণনা হ'তে পারে। তাছাড়া এতে ফাতেমা (রাঃ)-এর মত ছাহাবীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়। তবে রাসূল (ছাঃ)-এর আমলে আলী (রাঃ) আবু জাহলের মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করার ক্ষমতা রাখি না। তবে রাসূল (ছাঃ)-এর মেয়ের সাথে আল্লাহ্র শত্রু আবু জাহলের মেয়ে কখনো একত্রিত হ'তে পারে না *(বুখারী হা/৩১১০; মুসলিম হা/২৪৪৯)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৭৩) : ১৪ বা ২১শে ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন দিবস পালন করা হয়। আমি এই দিনগুলো পালন না করলেও এই দিনে ফুল বিক্রয় করি। এটা জায়েয হবে কি?

-ছফিউদ্দীন আহমদ, মাধবদী, নরসিংদী।

উত্তর : ইসলামে দিবস পালনের কোন সুযোগ নেই। প্রশ্নোল্লিখিত দিবসদ্বয় অপসংস্কৃতি, অশ্লীলতা ও শিরকী চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট। সুতরাং এসব দিবসে ফুল বিক্রয় করে উক্ত কাজে সহায়তা করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না *(মায়েদাহ ৫/২)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, শিরক বা কুফরীর কাজে সহযোগিতা করা যাবে না। সেটা কাপড় বিক্রয় বা খাদ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে হৌক। কারণ এতে গুনাহের কাজে সহায়তা করা হয় *(মাজমূউল ফাতাওয়া ২৫/৩২৯; ইকতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম ২/৫২০, ৫২৬; আল-ফাতাওয়াল কুবরা ২/৪৮৯)*। এক্ষণে তার কর্তব্য হবে অন্যায়ের সহযোগিতা থেকে বেঁচে থাকা এবং ভিন্নভাবে হালাল রূযী অনুসন্ধান করা *(নাহল ১৬/১০৬; তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৭৪) : ব্রেন ডেথ রোগীর অঙ্গ অন্য রোগীর দেহে প্রতিস্থাপন করার মাধ্যমে বহু রোগীর চিকিৎসা করা সম্ভব। এক্ষণে এরূপ রোগী স্বেচ্ছায় অঙ্গদান করতে পারবে কি?

-আনীসুর রহমান, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : যদি মুমূর্ষু ব্যক্তি সজ্ঞানে তার কোন অঙ্গদান করে এবং জীবিত ব্যক্তি তাতে উপকৃত হয় তাহ'লে এতে দোষ নেই। তবে দান বাস্তবায়ন অবশ্যই মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর হ'তে হবে। জীবিত অবস্থায় হ'লে এমন অঙ্গ হওয়া যাবে না যার জন্য দানকারীর অঙ্গহানী হয়ে যায় কিংবা মৃত্যু ঘটে যায় বা মাইয়েতের ওয়ারিছদের জন্য বিব্রতকর হয়। যেমন হাত, পা বা চোখ ইত্যাদি। তবে কিডনী বা দেহাভ্যন্তরের কোন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ দিতে পারে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৪২/১২২, ৩৪/২৩৪; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৩৬৪-৬৫; শানক্বীতী, আহকামুল জিরাহাতিত তিব্বিয়াহ ৩৫৪-৩৯১)*।

তবে একদল বিদ্বান সর্বাবস্থায় মানব দেহের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে বলেন, মৃত্যুর পরেও মানব দেহের কোন অঙ্গ কাট-ছাঁট করা যাবে না *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৩৬৪-৬৫; ফাতাওয়া দারিল ইফতা আল-মিছরিয়াহ ৭/৩৫৬)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৭৫) : ফ্রিল্যান্সারদের কাছে জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম ফাইভার একটি ইস্রাঈলী প্রতিষ্ঠান। এখান থেকে পাওয়া যেকোন কাজ করলে ৮০% কর্মী পায় বাকি ২০% ফাইভার পায়। এভাবে কাজের মাধ্যমে একটা ইহূদী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে উপকৃত করা জায়েয হবে কি?

-আব্দুর রঊফ, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

উত্তর : সাধারণভাবে অমুসলিমদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য জায়েয। রাসূল (ছাঃ) খায়বারের ফসলি জমিগুলো ইহূদীদের চাষাবাদ করতে দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/২২৮৫; মিশকাত হা/২৯৭২)*। তখন আল্লাহ্র রাসূল ছিলেন বিজয়ী ও শক্তিশালী। পক্ষান্তরে খায়বরের ইহূদীরা ছিল প্রজা। বর্তমানে সে অবস্থা নেই। বরং ইস্রাঈল সরকার নিরীহ ফিলিস্তীনী মুসলমানদের উপরে যে মর্মান্তিক অত্যাচার চালাচ্ছে এবং আল-আক্বছা মসজিদকে বিভক্ত করার চক্রান্ত চালাচ্ছে, তাতে তাদের কোন কোম্পানীর সাথে ব্যবসা করা যথাসম্ভব উচিৎ নয়। আল্লাহ বলেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদেরকে বের করে দেয়ার ব্যাপারে সহায়তা করেছে। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারা তো যালিম *(মুমতাহিনা ৬০/৮-৯)*।

প্রশ্ন (১৬/৩৭৬) : ছহীহ আক্বীদা-আমল গ্রহণের পর আমি চাকুরীস্থলে বাহ্যিক আমলগুলো বিশুদ্ধ নিয়মে করতে পারলেও গ্রামের বাসায় মানুষের মন্দ কথার কারণে করতে পারি না। এতে কি আমি পাপী হব? আমার করণীয় কি?

-মাকছূদুর রহমান, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তর : সকল স্থানে ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমল করার চেষ্টা করবে। কারণ কারো নিকট সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তা গোপন করা বা তার বিপরীত আমল করা জায়েয নয়। কেবলমাত্র জীবননাশের আশংকা থাকলে এটা করা যায়। যেমন করেছিলেন 'আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ)। যাকে কঠিনভাবে নির্যাতন করা হয় কুফরীর জন্য। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি তাদের কথা মেনে নেন। পরে মুক্তি পেয়েই তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'ঐ সময় তোমার

অন্তর কিরূপ ছিল'? তিনি বললেন, 'ঈমানের উপর অবিচল'। তখন আল্লাহ নাযিল করেন, 'ঈমান আনার পরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র ক্রোধ এবং কঠিন শাস্তি। কিন্তু যাকে বাধ্য করা হয়, অথচ তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে (তার কোন চিন্তা নেই)' *(নাহল ১৬/১০৬)*। একমাত্র বেলাল ছিলেন, যিনি তাদের কথা মত কাজ করতেন না, বরং কেবলি বলতেন আহাদ, আহাদ *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১৪৩ পৃ.)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি যখন তোমাদেরকে কোন বিষয়ে নির্দেশ করবো তা যথাসাধ্য পালন করবে এবং যে বিষয়ে নিষেধ করবো তা পরিত্যাগ করবে *(মুসলিম হা/১৩৩৭; মিশকাত হা/২৫০৫)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৭৭) : বাসে বা ট্রেনে ভ্রমণকালে কারো স্বপ্নদোষ হ'লে সফর অবস্থায় তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-ছাদিকুল ইসলাম, মোহনপুর, রাজশাহী

উত্তর : যদি ওয়াক্তের মধ্যে অবতরণ করে গোসল করে ছালাত আদায়ের সুযোগ থাকে, তাহ'লে তাই করবে। নইলে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করবে *(নিসা ৪/৪৩; আবুদাঊদ হা/৩৩৪; ইরওয়া হা/১৫৪)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৭৮) : আমার মামা সাধারণভাবে স্বচ্ছল। কিন্তু চিকিৎসার জন্য তার অনেক অর্থের প্রয়োজন। এক্ষণে আমি আমার যাকাত থেকে তাকে সাহায্য করতে পারব কি?

-মুনীর হোসাইন, ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তর : চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করার মত সম্পদ মামার না থাকলে তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে। কারণ কুরআনে যে সকল ব্যক্তিদের যাকাত দিতে বলা হয়েছে তাদের মধ্যে 'মিসকীন' বা 'অভাবগ্রস্ত' অন্যতম। সুতরাং চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনে সত্যিকার অর্থে অক্ষম হ'লে তিনি 'অভাবগ্রস্ত' হিসাবে গণ্য হবেন ও যাকাতের হকদার হবেন' *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১৫/৩১৯; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১০/০২)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৭৯) : সিজদার সময় মহিলারা স্বীয় পেটকে রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে কি? দলীল সহ জানতে চাই।

-নিলুফার আখতার, ঝিনাইদহ।

উত্তর : এ মর্মে তিনটি জাল ও যঈফ হাদীছ পাওয়া যায় *(বায়হাক্বী হা/৩৩২৪, ৩৩২৫, সিলসিলা যঈফাহ হা/২৬৫২, ত্বাবারাণী কাবীর হা/১৭৮৭৯, যঈফাহ হা/৫৫০০)*। অতএব এভাবে সিজদা করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (২০/৩৮০) : বিনোদনের উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশের পর্যটন স্থলে ভ্রমণ করা শরী'আতসম্মত কি? বিশেষতঃ যেসব স্থানে অমুসলিম কৃষ্টি-কালচার এবং অশ্লীলতার সম্মুখীন হওয়ার প্রকট সম্ভাবনা রয়েছে?

-রিয়াদ যামান, খিলগাঁও, ঢাকা।

উত্তর : অশ্লীলতা বা গুনাহে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেসব পর্যটন স্থলে যাওয়া হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা প্রকাশ্য বা গোপন কোন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না' *(আন'আম ৬/১৫১)*। বরং আল্লাহ তা'আলা সফর করতে বলেছেন যেখানে গেলে তাঁর সৃষ্টির রহস্য অনুধাবন করা যাবে এবং পূর্ববর্তী অবাধ্য জাতির শাস্তির কথা জানা যাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, তুমি বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন পুনরায় সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বস্তুর উপরে সর্বশক্তিমান' *(আনকাবূত ২৯/২০)*। তিনি আরো বলেন, বলে দাও! তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ মিথ্যারোপকারীদের পরিণতি কেমন হয়েছে' *(আন'আম ৬/১১)*।

প্রশ্ন (২১/৩৮১) : বিবাহের পর বিয়ের রাতেই মিলনের পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে পৃথক পৃথক তিন তালাক দিতে হবে, না এক তালাক দিলেই যথেষ্ট হবে। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রী ইদ্দত পালন করবে কি? এক্ষণে তালাকের পর উক্ত স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে করণীয় কি?

-আনাস বিন মুশতাক, গাযীপুর।

উত্তর : বিবাহের পর মিলনের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিলে এক তালাকই যথেষ্ট। এর মাধ্যমে স্ত্রী তালাকে বায়েন হয়ে যাবে। রাজ'আত করার কোন সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে তাকে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক দিতে হবে এবং স্ত্রীকে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না *(আবুদাঊদ হা/২১১৪; ইরওয়া হা/১৯৩৯)*। আল্লাহ বলেন, 'আর যদি তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়ে থাক এবং তাদের মোহর নির্ধারণ করে থাক, তবে তাদেরকে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক প্রদান কর। অবশ্য যদি স্ত্রীরা মোহর মাফ করে দেয়' *(বাক্বারাহ ২/২৩৭)*। তিনি আরো বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মুমিন নারীদের বিবাহ করবে; অতঃপর তাকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিবে, তখন তোমাদের জন্য তাদের উপর কোন ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে। অতএব তাদেরকে কিছু সম্পদ দিবে ও সুন্দরভাবে বিদায় করবে' *(আহযাব ৩৩/৪৯)*। এক্ষণে তালাকদাতা স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করতে চাইলে নতুন মোহর ও ঈজাব-কবূলের মাধ্যমে বিবাহ সম্পাদন করবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৩৭০, ৩৮৯, ৩৯৭; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১৯/০২)*।

প্রশ্ন (২২/৩৮২) : বাংলাদেশ খেলায় জিততে পারবে না অথবা তুমি পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না। এ ধরনের কথা কি শিরকের আওতায় পড়ে?

-হাসীবুল ইসলাম, বাগেরহাট।

উত্তর : এই ধরনের বাক্য তিন প্রকারের অর্থ বহন করে। (১) ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া। এটা শিরক। কারণ ভবিষ্যতের বিষয় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না *(হূদ ১১/১২৩; আলে ইমরান ৩/১৭৯)*। (২) লক্ষণ দেখে বা দূরদৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে কোন কথা বলা। এটা শিরক নয়। যেমন চিকিৎসকেরা রোগীর লক্ষণ দেখে রোগের সংবাদ দেন। আবার চেহারা দেখেও কারো বৈশিষ্ট্য অনুমান করা যায়।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কিছু বান্দা আছে যারা কিছু নিদর্শন দেখে লোকদের চিনতে পারে *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/২৯৩৫; ছহীহাহ হা/১৬৯৩)*। (৩) সতর্ক করা। ভবিষ্যতের কোন বিষয়ে সতর্ক করার জন্য এরূপ কথা বলা, যা মুবাহ। যেমন শিক্ষক ছাত্রকে বলল, তুমি এভাবে পড়লে পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না। তবে সর্বদা সন্দেহপূর্ণ কথা বলা থেকে বিরত থাকা উত্তম।

প্রশ্ন (২৩/৩৮৩) : আমাদের এলাকার মসজিদের সভাপতি ও ইমাম ছাহেব মু'আবিয়া (রাঃ)-কে কাফের বলে আখ্যায়িত করেন। উক্ত ইমামের পিছনে ছালাত হবে কি?

-তারেক মাহমূদ, আশুলিয়া, ঢাকা।

উত্তর : মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মত প্রসিদ্ধ ছাহাবীকে কাফের আখ্যাদানকারী ব্যক্তি নিজেই কুফরীতে পতিত হয়েছে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইকে কাফের বলল, তাদের দু'জনের একজন কাফের হবে' *(মুসলিম হা/৬০)*। অতএব তার এই ভ্রান্ত আক্বীদা পরিবর্তন না করলে তার পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে না। বরং বিকল্প মসজিদ থাকলে সেখানে গিয়ে ছালাত আদায় করবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/২৯১; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১২/৭৩)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৮৪) : এক বছর পূর্বে ছেলে বিদেশে থাকা অবস্থায় মা মৃত্যুবরণ করেছেন। দেশে আসার পর ছেলে মায়ের কবরে গিয়ে জানাযার ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-আব্দুল মান্নান, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : পারবে। কেউ মারা গেলে এবং তার জানাযায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে তার কবরকে সামনে রেখে একাকী বা জামা'আতের সাথে মাইয়েতের জন্য যে কোন দিন জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে। রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ একাধিক কবরের উপর জানাযার ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী হা/১৩২১; নাসাঈ হা/২০২২; ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ৩/৩৬৬)*। এক্ষণে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ যে সকল কবরের উপর জানাযার ছালাত আদায় করেছেন সেগুলোর কোনটি ছিল দাফনের একদিন পরে, কোনটি তিনদিন পরে আবার কোনটি সাত বছর পরে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ১৬/৩৪-৩৫; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৫/৩৪৬)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৮৫) : জনৈক ব্যবসায়ী মানুষের সুবিধার জন্য খুব সামান্য লাভ রেখে সবকিছু বিক্রি করেন। যদিও বাজারদর বেশী থাকে। এভাবে বাজারদরের চেয়ে কম রেখে ব্যবসা করা জায়েয হবে কি?

-এমদাদুল মুমিন, সিলেট।

উত্তর : জায়েয। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্রয়-বিক্রয় ও তাগাদার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা নমনীয়তা পসন্দ করেন' *(তিরমিযী হা/১৩১৯; ছহীহাহ হা/৮৯৯)*। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে ব্যক্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ও ক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং নিজের প্রাপ্য আদায়ের জন্য চাওয়ার ক্ষেত্রে সহনশীল হয়' *(বুখারী হা/২০৭০; মিশকাত হা/২৭৯০)*। উক্ত হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে যে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যারা ক্রেতার প্রতি দয়াশীল হয় আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন। আর পণ্যের মূল্য তুলনামূলক কম গ্রহণ করা দয়াশীলতার অন্যতম অংশ। তবে অন্যের ক্ষতি করার জন্য বা ব্যবসায় বাড়তি সুবিধা লাভের জন্য যদি কেউ অন্যায়ভাবে এরূপ করেন, তবে তা নাজায়েয হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, কেউ যেন নিজের ক্ষতি না করে এবং অপরের ক্ষতি না করে *(ইবনু মাজাহ হা/১৯০৯, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৬/৩৮৬) : ৬ মাস স্বামী-স্ত্রী পৃথক ছিল এমনকি সাক্ষাৎও হয়নি। এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে তালাক হ'লে স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে কি?

-সায়মা, কক্সবাজার।

উত্তর : ইদ্দত পালন করতে হবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/১৭৪)*। কারণ তালাক কার্যকর হওয়ার পর থেকে ইদ্দত পালন করতে হয়। আল্লাহ বলেন, আর (সহবাসকৃত) তালাকপ্রাপ্তাগণ তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করবে *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*। ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ) বলেন, বিদ্বানগণ এ মর্মে একমত যে, তালাকপ্রাপ্তা নারী যেদিন তালাক পাবে, সেদিন থেকে তিন মাস ইদ্দত পালন করবে *(আত-তামহীদ ১৫/৯৯)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৮৭) : ফরয ছালাত আদায়কালে নিষিদ্ধ সময় চলে আসলে ছালাত চালিয়ে যেতে হবে না ছেড়ে দিতে হবে?

-আহমাদ ইসলাম, টাঙ্গাইল।

উত্তর : ছালাত সম্পন্ন করবে। কারণ নিষিদ্ধ সময় কেবল নফল ছালাতের সাথে সম্পর্কিত। অতএব ফরয ছালাতের ক্বাযা বা মসজিদে প্রবেশকালীন ছালাত বা ত্বাওয়াফের ছালাত নিষিদ্ধ সময়েও আদায় করতে পারবে *(মুসলিম হা/৬৮৪; মিশকাত হা/৬০৩; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১১/৪২)*।

প্রশ্ন (২৮/৩৮৮) : আমার দুই মেয়ে, দুই ছেলে। বড় মেয়ে প্রতিবন্ধী। বাকি তিন ছেলে-মেয়ের লেখা পড়াতে অনেক টাকা খরচ হচ্ছে। আমি আমার প্রতিবন্ধী মেয়েকে আমার সম্পত্তি থেকে অতিরিক্ত কিছু সম্পদ আগাম দিতে পারব কি?

-যিয়াউর রহমান, কুয়েত।

উত্তর : পারবে। তবে সন্তানদের কিছু হেবা বা দান করতে চাইলে দু'টি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। (১) শারঈ উত্তরাধিকার আইন অনুপাতে হেবা বা দান করতে হবে। (২) অন্য সন্তানদের সম্মতি সাপেক্ষে হেবা বা দান করতে হবে। এর বাইরে তাদের প্রতি খরচের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে তারতম্য হ'তে পারে। কিন্তু হেবা বা দান করার ক্ষেত্রে অবশ্যই সমতার বিধান পালন করতে হবে *(বুখারী হা/২৫৮৭; মিশকাত হা/৩০১৯; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ৮/১৮৮; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৬/৩৭৭)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৮৯) : স্ত্রীর পরিবার বা তার আত্মীয়-স্বজনের প্রতি স্বামীর কি দায়িত্ব রয়েছে?

-ওছমান গণী, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

উত্তর : স্ত্রীর পরিবারের প্রতি স্বামী সাধ্যমত সদাচরণ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে তোমরা নিশ্চয় মিসর জয় করবে। তা এমন একটি দেশ যেখানে কীরাত (আঞ্চলিক মুদ্রার নাম) ব্যবহার হয়ে থাকে। তোমরা যখন তা জয় করবে, তখন সেখানকার অধিবাসীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। কেননা তাদের সাথে সৌহার্দ্য ও আত্মীয়তার অথবা বলেছেন, সৌহার্দ্য ও শ্বশুরাত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে' *(মুসলিম হা/২৫৪৩; মিশকাত হা/৫৯১৬)*। অত্র হাদীছে শ্বশুর পক্ষের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশনা রয়েছে। তবে রক্তসম্পর্কীয়দের ন্যায় তাদের প্রতি কোন হক বা অধিকার নির্ধারিত নেই *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ২৪/০২; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৯০) : আমি বেকার হওয়ায় শ্বশুর আমার স্ত্রীকে তার বাসায় নিয়ে গেছে। স্ত্রী আমার কাছে আসতে চায়। কিন্তু শ্বশুর পরিবার আসতে দিতে রাযী নয়। তারা মেয়েকে বলেছে, স্বামীর কাছে ফিরে যেতে হ'লে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর করণীয় কি?

-শাকীল আহমাদ, খান্দার, বগুড়া।

উত্তর : কোন মেয়ের বিবাহ হয়ে গেলে সে স্বামীর অধীনে চলে যায়। সেজন্য স্ত্রী চাইলে পরিবারের অসম্মতিতেও স্বামীর নিকট চলে যেতে পারে। তবে পিতা-মাতাকে বুঝানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, বিবাহিতা নারীর স্বামীই আনুগত্যের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার উপর অগ্রগণ্য। তার জন্য স্বামীর আনুগত্য করা আবশ্যক *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/২৬১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, পিতা-মাতা বা অন্য কেউ আদেশ দিলেও স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাইরে বের হ'তে পারবে না। এ বিষয়ে চার ইমামের ঐক্যমত রয়েছে *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/২৬৩)*। স্বামীর আনুগত্যের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন *(তিরমিযী হা/৩৫৯; মিশকাত হা/৩২৫৫)*।

প্রশ্ন (৩১/৩৯১) : কলেজের বিদায় অনুষ্ঠানে বৈধ কর্মকাণ্ডের সাথে সাথে নাচ-গানের মত শরী'আতবিরোধী কাজও হবে। জেনে-শুনে এরূপ অনুষ্ঠানের জন্য চাঁদা দেওয়া জায়েয হবে কি?

-আফসানা, ময়মনসিংহ।

উত্তর : জেনে-শুনে অন্যায় কাজে দৈহিক বা আর্থিক কোনভাবে সহযোগিতা করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না *(মায়েদাহ ৫/২)*। তবে বাধ্যগত কারণে অন্তরে ঘৃণা রেখে চাঁদা প্রদান করলে গোনাহ হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ আমার নিকট থেকে প্রয়োজন পূর্ণ করে যায়। অথচ তা গোপন করে (অর্থাৎ সে হারাম কাজে লিপ্ত হয়)। অথচ এর বদলা হ'ল জাহান্নাম। ওমর (রাঃ) বললেন, তাহ'লে আপনি তাদের দেন কেন? তিনি বললেন, তারা না পেলে যাবে না (এজন্য দেই)। আর আল্লাহ আমার জন্য কৃপণতা পসন্দ করেন না' *(আহমাদ হা/১১১৩৯; ছহীহুত তারগীব হা/৮৪৪)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৯২) : তিন ব্যক্তির দো'আ কবুল করা হয় না। (১) যে ব্যক্তির দুশ্চরিত্রা স্ত্রী আছে, কিন্তু সে তাকে তালাক দেয় না। (২) যে ব্যক্তির অন্য লোকের কাছে পাওনা আছে, কিন্তু সে তার স্বাক্ষী রাখেনি। (৩) যে ব্যক্তি নির্বোধ ব্যক্তিকে সম্পদ দিয়ে দেয় অথচ আল্লাহ বলেন, তোমরা নির্বোধদেরকে তোমাদের সম্পদ দিয়ো না' হাদীছটির বিশুদ্ধতা এবং ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-গোলাম রব্বী, বরিশাল।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সনদ ছহীহ *(ছহীহাহ হা/১৮০৫)*। হাদীছের ব্যাখ্যাও স্পষ্ট। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক দো'আ করবে, কিন্তু দো'আ কবুল হবে না। কারণ তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা অমান্য করেছে। উক্ত তিন শ্রেণী হ'ল, (১) যার চরিত্রহীন স্ত্রী রয়েছে। যার দ্বারা সে অনবরত কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু সুযোগ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার কষ্ট থেকে নিজেকে মুক্ত করছে না। এ সময় দো'আ করলে তার দো'আ কবূল হবে না। (২) যার কোন ব্যক্তির নিকট পাওনা রয়েছে কিন্তু সাক্ষী রাখেনি। ফলে সে বর্তমানে অস্বীকার করছে আর এতে সে কষ্ট পাচ্ছে। নিম্নে বর্ণিত আল্লাহ্‌র বাণী অমান্য করার কারণে তার দো'আ কবূল হবে না। আল্লাহ বলেন, এ ব্যাপারে তোমরা তোমাদের মধ্যেকার দু'জন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে *(বাক্বারাহ ২/২৮২)*। (৩) যে ব্যক্তি কোন নির্বোধ ব্যক্তিকে সম্পদ দিয়ে দেয়। আর সে উক্ত সম্পদ অকাতরে অপচয় করে বিনষ্ট করে। ফলে সে নিজেই অপচয়কারী হিসাবে গণ্য হয়। ফলে সে দো'আ করলে দো'আ কবূল হবে না। কারণ আল্লাহ বলেন, তোমরা নির্বোধদেরকে তোমাদের সম্পদ দিও না *(নিসা ৪/৫; ছান'আনী, আত-তানভীর ৫/২৪১; 'উমদাতুল ক্বারী ১২/২৪৬)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৯৩) : আমি কয়েক মাস আগে কিছু টাকা দিয়ে ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রয় করি। ক্রয় করার সময় আমি জানতাম যে, এটা হারাম। কিন্তু এখন আমি এ হারাম থেকে ফিরে আসতে চাচ্ছি। এক্ষণে আমি ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলো অন্য কারো নিকটে বিক্রি করে মূল টাকা জমা করতে পারব কি? নাকি এর মাধ্যমে অন্যকে হারামের মধ্যে নিক্ষেপ করার শামিল হবে?

-জাহিদ, ঢাকা।

উত্তর : ক্রিপ্টোকারেন্সি এক প্রকার জুয়া। সেহেতু এর ক্রয়-বিক্রয় বা এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া বৈধ নয়। এক্ষণে হারাম থেকে মুক্তি পেতে নিজের বিনিয়োগ সেখান থেকে উঠিয়ে নিবে। সম্ভব না হ'লে ছেড়ে চলে আসতে হবে। কারণ হারাম বস্তু বা খাদ্য যেমন নিজে ভোগ করা হারাম তেমনি এগুলো অন্য কারো কাছে বিক্রয় করে এর দ্বারা উপকৃত হওয়াও হারাম *(আহমাদ হা/২৬৭৮; নববী, শরহ মুসলিম ১১/৮; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৪/৪১৫)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৯৪) : বাস-ট্রাক, মোটর সাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহনের সামনে আল্লাহু আকবার, বিভিন্ন আয়াত ইত্যাদি লেখা হয়। এটা শরী'আতসম্মত কি?

-আব্দুল্লাহ, ঝিনাইদহ।

উত্তর : যানবাহনের সামনে আল্লাহ্র নাম বা বিভিন্ন আয়াত লেখা থেকে বিরত থাকাই উত্তম। কারণ এসব স্থানে এগুলো টাঙানো হ'লে পদদলিত বা পড়ে গিয়ে অপদস্থ হ'তে পারে। তাছাড়া তাবীয ঝুলানোর ন্যায় অনেকে গাড়ি বা যানবাহনে এগুলো লিখে বরকত অর্জন করতে চায়, যা শিরক। বরং মুখে বিসমিল্লাহ বলে গাড়ি চালাবে। এছাড়া যানবাহনে আরোহণের দো'আ পড়বে।

প্রশ্ন (৩৫/৩৯৫) : কোন স্ত্রী যদি স্বামী কর্তৃক নির্যাতিতা হয়, তাহ'লে এ অত্যাচারের কথা তার পরিবারকে বা অন্য কাউকে জানানো যাবে কি? এতে কি গীবতের গোনাহ হবে?

-আফরীন জাহান, চট্টগ্রাম।

উত্তর : স্ত্রী নিজের নিরাপত্তার জন্য তার স্বামীর নির্যাতনের কথা পিতা-মাতা বা নিকটতম অভিভাবকদের জানাতে পারবে। এটা গীবতের মধ্যে গণ্য হবে না। আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) তার স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হ'লে তিনি পিতা আবুবকর (রাঃ)-কে অভিযোগ করেন। অভিযোগ শুনে আবুবকর (রাঃ) মেয়েকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়ে বলেন, কারো স্বামী যদি সৎ হয়, আর এ অবস্থায় মারা যায় এবং স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে না করে তাহ'লে সে জান্নাতে ন্যায়পরায়ণ স্বামীর সাথে অবস্থান করবে' *(ত্বাবাক্বাতে ইবনু সা'দ ৮/১৯৭; ছহীহাহ হা/১২৮১-এর আলোচনা)*। অতএব সম্ভবপর স্বামীর সাথে সদ্ভাবে সংসার করবে। পরিবেশ না থাকলে অভিভাবকদের অবহিত করে মীমাংসার চেষ্টা করবে।

প্রশ্ন (৩৬/৩৯৬) : যাকাতের অর্থ নির্ধারিত ৮টি খাতের সব খাতে ব্যয় করতে হবে কি? না যেকোন একটি খাতেও ব্যয় করা যাবে?

-ফরীদুল ইসলাম, রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তর : আটটি খাতের সবক'টি খাতে বণ্টন করা যরূরী নয়; বরং যেকোন একটি খাতে প্রদান করলেও যথেষ্ট হবে। *(কাসানী, বাদায়েউছ ছানায়ে' ২/৪৬ ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/২৪৭; দ্র. 'যাকাত ও ছাদাক্বা' বই)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৯৭) : প্রাপ্ত বয়স্ক ভাই-বোন বা দুই ভাই একই বিছানায় থাকতে পারবে কি?

-রাজীবুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : প্রাপ্ত বয়স্ক ভাই-বোন একই বিছানায় অবস্থান করবে না। কারণ এতে বড় পাপ সংঘটিত হ'তে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হ'লে তাদেরকে ছালাত শিক্ষা দাও এবং দশ বছর হ'লে তার (ছালাতের) উপর তাদেরকে প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও' *(আবুদাউদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৫৭২)*। অনুরূপভাবে দু'জন পুরুষ বা দু'জন নারীর জন্য একই কাপড়ের নীচে ঘুমানো অনুচিৎ। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন পুরুষ অন্য পুরুষের সঙ্গে একই কাপড়ের নীচে যেন শয়ন না করে। (অনুরূপভাবে) কোন নারী অন্য নারীর সাথে একই কাপড়ের নীচে যেন শয়ন না করে *(মুসলিম হা/৩৩৮; মিশকাত হা/৩১০০)*। তবে একই বিছানায় আলাদা কাপড়ের নিচে বা উভয়ের মাঝে নিরাপদ দূরত্ব রেখে দুই ভাই ঘুমাতে পারে *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৭/২০৪)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৯৮) : স্ত্রী পাপ করলে স্বামীকে কি সেই পাপের ভাগিদার হ'তে হবে?

-রাজীবুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : স্ত্রীর প্রকাশ্য অপকর্ম ও স্ত্রীর যেকোন অপকর্মে স্বামী বাধা না দিলে বা নীরব থাকলে ঐ স্বামী পাপী হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। অতএব সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে' *(বুখারী হা/২৭৫১; মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। তিনি আরো বলেন, 'তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। সর্বদা মদ্যপায়ী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং দাইয়ূছ; যার পরিবারে ব্যভিচার বা কুকর্ম হয় এবং সে তা সমর্থন করে' *(মিশকাত হা/৩৬৫৫; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৬৬)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯৯) : ফুলের তোড়া দিয়ে কাউকে বরণ করা কি ইসলামে জায়েয?

-ইমাম হোসাইন, ডাবতলা, রাজশাহী।

উত্তর : কাউকে স্বাগত জানানোর জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ফুলের তোড়া প্রদান করা ইসলামের রীতি নয়। এতে অর্থেরও অপচয় হয়। তাছাড়া এর মাধ্যমে অমুসলিমদের রীতিকে উৎসাহিত করা হয়। এজন্য এথেকে বিরত থাকাই উচিৎ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে' *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। আর মৃতের কবরে, শহীদ মিনারে বা কারো প্রতিকৃতিতে ফুল দেয়া হারাম। কারণ এগুলি অমুসলিমদের রীতি এবং শিরকী আক্বীদা মিশ্রিত।

উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে যে কোন সময় ফুল হাদিয়া হিসাবে প্রদান করলে কিংবা সৌন্দর্যের জন্য ব্যবহার করলে দোষ নেই। যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি, রোগীর মানসিক তৃপ্তি, বিবাহ অনুষ্ঠানের সজ্জা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ফুলের উপহারে বা ব্যবহারে কোন বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা পরস্পরকে হাদিয়া দাও। মহব্বত বাড়াও *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৭, সনদ হাসান)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, কারো নিকট কোন ফুল আনা হ'লে সে যেন ফিরিয়ে না দেয়। কারণ তা ওযনে হালকা ও ঘ্রাণে উত্তম *(মুসলিম হা/৫৭৭৬)*।

প্রশ্ন (৪০/৪০০) : দেশের মধ্যে অন্য কোন স্থানে বা বিদেশে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের সংবাদ পেলে সূর্য গ্রহণের ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ, মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর : যে দেখবে বা যে এলাকায় দেখা যাবে কেবল তারাই সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের ছালাত আদায় করবে *(নাসাঈ হা/১৪৮৩, ১৫০২; শায়েখ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৩২)*।

‘সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে’ *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। ‘সর্বোত্তম আমল হ’ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’ *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : জুলাই-আগস্ট ২০২৩ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ জুলাই	১২ যুলহিজ্জাহ	১৭ আষাঢ়	শনিবার	০৩:৪৭	০৫:১৪	১২:০২	০৩:২১	০৬:৫১	০৮:১৭
০৩ জুলাই	১৪ যুলহিজ্জাহ	১৯ আষাঢ়	সোমবার	০৩:৪৮	০৫:১৫	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫১	০৮:১৭
০৫ জুলাই	১৬ যুলহিজ্জাহ	২১ আষাঢ়	বুধবার	০৩:৪৯	০৫:১৬	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫১	০৮:১৭
০৭ জুলাই	১৮ যুলহিজ্জাহ	২৩ আষাঢ়	শুক্রবার	০৩:৫০	০৫:১৬	১২:০৩	০৩:২৩	০৬:৫১	০৮:১৭
০৯ জুলাই	২০ যুলহিজ্জাহ	২৫ আষাঢ়	রবিবার	০৩:৫১	০৫:১৭	১২:০৪	০৩:২৩	০৬:৫০	০৮:১৬
১১ জুলাই	২২ যুলহিজ্জাহ	২৭ আষাঢ়	মঙ্গলবার	০৩:৫২	০৫:১৮	১২:০৪	০৩:২৪	০৬:৫০	০৮:১৬
১৩ জুলাই	২৪ যুলহিজ্জাহ	২৯ আষাঢ়	বৃহস্পতি	০৩:৫৩	০৫:১৯	১২:০৪	০৩:২৪	০৬:৫০	০৮:১৫
১৫ জুলাই	২৬ যুলহিজ্জাহ	৩১ আষাঢ়	শনিবার	০৩:৫৪	০৫:২০	১২:০৪	০৩:২৫	০৬:৪৯	০৮:১৪
১৭ জুলাই	২৮ যুলহিজ্জাহ	০২ শ্রাবণ	সোমবার	০৩:৫৬	০৫:২১	১২:০৫	০৩:২৬	০৬:৪৯	০৮:১৩
১৯ জুলাই	৩০ যুলহিজ্জাহ	০৪ শ্রাবণ	বুধবার	০৩:৫৭	০৫:২১	১২:০৫	০৩:২৬	০৬:৪৮	০৮:১৩
২১ জুলাই	০২ মুহাররম	০৬ শ্রাবণ	শুক্রবার	০৩:৫৮	০৫:২২	১২:০৫	০৩:২৭	০৬:৪৭	০৮:১১
২৩ জুলাই	০৪ মুহাররম	০৮ শ্রাবণ	রবিবার	০৩:৫৯	০৫:২৩	১২:০৫	০৩:২৭	০৬:৪৭	০৮:১০
২৫ জুলাই	০৬ মুহাররম	১০ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	০৪:০১	০৫:২৪	১২:০৫	০৩:২৮	০৬:৪৬	০৮:০৯
২৭ জুলাই	০৮ মুহাররম	১২ শ্রাবণ	বৃহস্পতি	০৪:০২	০৫:২৫	১২:০৫	০৩:২৮	০৬:৪৫	০৮:০৮
২৯ জুলাই	১০ মুহাররম	১৪ শ্রাবণ	শনিবার	০৪:০৩	০৫:২৬	১২:০৫	০৩:২৮	০৬:৪৪	০৮:০৭
৩১ জুলাই	১২ মুহাররম	১৬ শ্রাবণ	সোমবার	০৪:০৪	০৫:২৭	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪৩	০৮:০৫
০১ আগস্ট	১৩ মুহাররম	১৭ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	০৪:০৫	০৫:২৭	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪২	০৮:০৪
০৩ আগস্ট	১৫ মুহাররম	১৯ শ্রাবণ	বৃহস্পতি	০৪:০৬	০৫:২৮	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪১	০৮:০৩
০৫ আগস্ট	১৭ মুহাররম	২১ শ্রাবণ	শনিবার	০৪:০৮	০৫:২৯	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৪০	০৮:০১
০৭ আগস্ট	১৯ মুহাররম	২৩ শ্রাবণ	সোমবার	০৪:০৯	০৫:৩০	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৯	০৭:৫৯
০৯ আগস্ট	২১ মুহাররম	২৫ শ্রাবণ	বুধবার	০৪:১০	০৫:৩১	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৭	০৭:৫৮
১১ আগস্ট	২৩ মুহাররম	২৭ শ্রাবণ	শুক্রবার	০৪:১১	০৫:৩২	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৬	০৭:৫৬
১৩ আগস্ট	২৫ মুহাররম	২৯ শ্রাবণ	রবিবার	০৪:১৩	০৫:৩২	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩৪	০৭:৫৪
১৫ আগস্ট	২৭ মুহাররম	৩১ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	০৪:১৪	০৫:৩৩	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩৩	০৭:৫২

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−১	−১	−১	−১	−১
গাযীপুর	০	০	+১	+১	+১
শরীয়তপুর	+২	+১	−১	−১	−১
নারায়ণগঞ্জ	+১	০	−১	০	−১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩	+৩	+৪
কিশোরগঞ্জ	−৩	−১	০	০	+১
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	+১	০	−১	−১	−১
রাজবাড়ী	+৪	+৩	+৩	+৫	+৩
মাদারীপুর	+৩	+১	−১	০	−১
গোপালগঞ্জ	+৫	+৩	০	+১	০
ফরিদপুর	+৩	+৩	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	−২	+২	+৫	+৪	+৬
ময়মনসিংহ	−২	০	+৩	+২	+৩
জামালপুর	−১	+২	+৫	+৫	+৬
নেত্রকোণা	−৪	−১	+২	+১	+২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৭	+৫	+৩	+৪	+৩
সাতক্ষীরা	+৯	+৬	+২	+৩	+২
মেহেরপুর	+৮	+৭	+৭	+৮	+৭
নড়াইল	+৬	+৪	+২	+৩	+২
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৭	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৬	+৬
মাগুরা	+৫	+৪	+৩	+৪	+৩
খুলনা	+৭	+৪	+১	+২	+১
বাগেরহাট	+৬	+৩	−১	+১	−১
ঝিনাইদহ	+৬	+৫	+৪	+৫	+৪

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৫	+১	−২	−১	−২
পটুয়াখালী	+৫	+১	−৪	−২	−৪
পিরোজপুর	+৬	+২	−২	০	−২
বরিশাল	+৪	+১	−৩	−২	−৩
ভোলা	+৩	−১	−৪	−৩	−৪
বরগুনা	+৬	+২	−৩	−২	−৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+১	+৩	+৫	+৪	+৫
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৬	+৫
বগুড়া	+১	+৪	+৭	+৭	+৮
রাজশাহী	+৬	+৮	+৯	+৮	+৯
নাটোর	+৪	+৬	+৭	+৭	+৮
জয়পুরহাট	+২	+৬	+৯	+৯	+১০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৯	+১১	+১১	+১১
নওগা	+৩	+৬	+৯	+৮	+৯

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	০	+৮	+১৪	+১৩	+১৬
দিনাজপুর	+২	+৭	+১২	+১১	+১৩
লালমণিরহাট	−২	+৪	+৯	+৯	+১১
নীলফামারী	০	+৭	+১২	+১১	+১৩
গাইবান্ধা	−১	+৪	+৮	+৭	+৮
ঠাকুরগাঁও	+১	+৮	+১৪	+১৩	+১৫
রংপুর	−১	+৫	+১০	+৯	+১১
কুড়িগ্রাম	−৩	+৩	+৮	+৭	+১০

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−২	−৩	−৪	−৩	−৪
ফেনী	−১	−৪	−৬	−৫	−৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−২	−২	−২	−২
রাঙ্গামাটি	−৩	−৭	−১০	−৯	−১০
নোয়াখালী	+১	−২	−৫	−৪	−৫
চাঁদপুর	+১	−১	−৩	−২	−২
লক্ষ্মীপুর	+১	−১	−৪	−৩	−৪
চট্টগ্রাম	−১	−৫	−৯	−৮	−৯
কক্সবাজার	+১	−৬	−১২	−১০	−১৩
খাগড়াছড়ি	−৪	−৬	−৮	−৮	−৮
বান্দরবান	−২	−৭	−১২	−১০	−১২

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৯	−৫	−৩	−৩	−২
মৌলভীবাযার	−৭	−৫	−৪	−৪	−৩
হবিগঞ্জ	−৫	−৪	−২	−২	−২
সুনামগঞ্জ	−৭	−৪	−১	−১	০

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরনের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৮১০-০০০১২০, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০-টা থেকে দুপুর ১.০০-টা পর্যন্ত।

চেম্বার
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৭৩৮-৮৪১২০৮।
দুপুর ৩.০০-টা থেকে বিকাল ৫.০০-টা পর্যন্ত।

চেম্বার
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
বিকাল ৫.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত।

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 26, Issue 10, July 2023

কর্মী সম্মেলন ২০২৩

তারিখ : ১৫ই জুলাই, শনিবার, সকাল ৯-টা

নওদাপাড়া, রাজশাহী

প্রধান অতিথি :
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

সভাপতি : মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২১-৯১১২২৩

আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

বইটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

- আশূরার গুরুত্ব ও ফযীলত
- কারবালার সঠিক ইতিহাস
- আশূরা সম্পর্কিত বিদ‘আত সমূহ
- আশূরা উপলক্ষে করণীয় ও বর্জনীয়
- মু‘আবিয়া (রাঃ) ও ইয়াযীদ সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্‌সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত প্রস্তাবিত **দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে** মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানানো যাচ্ছে। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, যদিও মসজিদটি পাখির বাসার মত ছোট হয়’ *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে‘ হা/৬১২৮)*।

কাজের অগ্রগতি : পুরাতন মসজিদ ভাঙ্গার কাজ শেষ পর্যায়ে, শীঘ্রই পাইলিং শুরু হবে ইনশাআল্লাহ।

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-০০২৩৮০, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।